হীরালাল।

ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক।

"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।"

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

মাধবমোহিনী এবং চন্দ্ররোহিণী নবন্যাস-প্রণেতা

শ্রীগজপতি রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

সুচারু যন্ত্র;— ৩৩৬ চিৎপুর রোড্।

শ্রীদ্বারকানাথ রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

১২৮৪

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

প্রতাপ সিংহ	সুবর্ণ দুর্গের অধিপতি।
হীরালাল	ঐ রাজপুত্র।
রামলাল	রাজপুত্রের সখা।
রামদীন	মালতীর পিতা।
কৃপারাম	অমাত্যপুত্র।
সদানন্দ	রাজকর্ম্মচারী।
রামা	সদানন্দের ভৃত্য।
ময়নারাম ও গঙ্গারাম	প্রহরিদ্বয়।
হরি	গঙ্গারামের পুত্র।

মন্ত্রী, কোতোয়াল, রাজসহচর, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কমলা	রাজকন্যা।
মল্লিকা ও যমুনা	রাজকন্যার সহচরীদ্বয়।
মালতী	অমাত্যকন্যা।

দাস দাসী ইত্যাদি।

(গীত গাইতে গাইতে ও হস্ত পদে তাল রাখিতে রাখিতে কমলার প্রবেশ)

কমলা। রাগিণী বারোঁয়া, তাল ঠুংরি।

সোই রে——এত সেই নিকুঞ্জকানন।
না হেরে সে কালাচাঁদে কাঁদে প্রাণ মন॥
কে বলে তাহারে কালো, প্রাণ মন করে আলো,
সে কালো বিরহে সখি আঁধার ভুবন॥

কৈ এরা গেল কোথায়—মল্লিকে! যমুনা! তোরা কোথায়! কৈ কেউ যে উত্তর দেয় না! (চতুর্দ্দিক অবলোকন) ঐ যে ঝোপের ভিতর দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আমার সঙ্গে তামাসা হ'চ্চে। (ত্রস্ত গিয়া বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া বাহির করণ)

কৃপারাম। দেবি! আমি মল্লিকা নহি, আমায় রক্ষা করুন।

কমলা। (ত্রস্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দূরে দণ্ডায়মানা) ও মা! এ কে! ও মল্লিকে! ও যমুনা! তোরা শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়। (ফিরিয়া দ্রুতবেগে গমন)

(ত্রস্ত মল্লিকার প্রবেশ) কি হ'য়েছে দিদি? (চমকিয়া) ও কে!

কমলা। (ক্রোধভরে) নেকী, ও কে চেনেন না, তোদের বড় আস্পদ্দা হ'য়েছে। ও কে আমি চেনাচ্চি, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালাচ্চি, তোদেরি এই কাজ, বড় আস্পাদ্দা হ'য়েছে।

মল্লিকা। সে কি দিদি! তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কচ্চি, এর বিন্দু-বিসর্গও জানিনে, মাইরি, আমি ওকে চিনিনে। (কৃপারামের প্রতি চাহিয়া জিহ্বা কাটিয়া) ও মা, এ যে কৃপারাম!

কমলা। কৃপারাম! (চমকিয়া ফিরিয়া দর্শন)

কৃপা। (করযোড়ে অগ্রসর হইয়া) দেবি! আপনারা আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

মল্লি। তুমি কে, তোমার নাম কৃপারাম না?

কৃপা। আজ্ঞা, আমার নাম কৃপারাম।

মল্লি। তুমি হেতা এসেচ কেন?

কৃপা। দৈববিপাকে প্রাণ বাঁচাতে এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে আপনাদের আশ্রয় ল'য়েছি।

কম। তা হেতা এলে কেন? এখানে এসেছ টের পেলে, তোমায় প্রাণে বিনষ্ট হ'তে হবে, তা কি তুমি জান না?

কৃপা। দেবি! তা আমি বিলক্ষণ জানি।

মল্লি। তবে জেনে শুনে যে হেতায় এলে?

কৃপা। দেবি! কি করি, উপায় ছিল না, এইমাত্র রাজপথে আমি আস্‌ছিলাম, কোন কারণ নাই, কোন কথা নাই, একেবারে কএক জন অস্ত্রধারী আমাকে সহসা আক্রমণ কর্‌লে; আমি একাকী, তেমন অস্ত্র শস্ত্রও সঙ্গে ছিল না, তথাচ প্রাণপণে আত্মরক্ষা কর্‌তে চেষ্টা পেলাম। শেষে নিরুপায় দেখে, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে, প্রাণ রক্ষা ক'রেছি; এক্ষণে রামে মাল্লেও মারে, রাবণে মাল্লেও মারে, তবে আপনারা যদি অভয় দেন ত প্রাণ বাঁচে, এক্ষণে আপনাদের অনুগ্রহ।

কম। আমাদের অনুগ্রহে কি হবে, তুমি এখান থেকে বার হবে কি ক'রে?

কৃপা। আজ্ঞা, আপনারা যদি অনুগ্রহ ক'রে কাকে কিছু না বলেন, তা হ'লে আমি হেতায় লুকিয়ে থেকে, সন্ধ্যার পর পুনর্ব্বার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে পালাতে পারি।

কম। সমস্ত দিন থাক্‌বে! খাবে কি! এখন পালাও না কেন?

কৃপা। দেবি! এক্ষণে পালাতে গেলে সকলে দেখ্‌তে পাবে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!

কম। তবে কি তুমি সমস্ত দিন অনাহারে থাক্‌বে?

কৃপা। আহার অপেক্ষা প্রাণ বড়, কি করি, কোন ত উপায় নাই; তবে আপনারা যদি কোন উপায় ক'রে দেন।

কম। মল্লিকে! আমি ত কোন উপায় দেখিনে, কিন্তু এখানে থাক্‌লে কেউ না কেউ দেখ্‌তে পাবে; তোরা কোন রকমে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারিস নে?

মল্লি। সে কি হয় দিদি, প্রকাশ হ'লে কলঙ্কের আর সীমা থাক্‌বে না।

কম। তবে কি হবে!

মল্লি। হবে আর কি, আমি তার উপায় দেখ্‌ছি (কৃপারামের প্রতি) আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বাগানের বার অবধি পৌঁছে দি, তা হ'লে পালাতে পার্‌বে? তুমি পথ চেনো?

কৃপা। আজ্ঞা পার্‌ব, আমি বিলক্ষণ পথ চিনি।

কম। মল্লিকে! ঐ যমুনা এই দিকে আস্‌চে, তবে তুই শীগ্‌গির ওঁকে বার ক'রে দিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ হেতায় দাঁড়াই।

মল্লি। তাই ত, যমুনা আস্‌চে বটে। দেবি! আপনি এর বিন্দুবিসর্গও ওকে বলবেন না! (কৃপামের প্রতি) এস আমার সঙ্গে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। দেবি! শীগ্‌গির হেতা থেকে চ'লে আসুন, কোটাল মশাই ব'ল্লে, যে কে এক জন লোক নাকি, এই বাগানের পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে এসেছে, তারে খুজ্‌তে আস্‌চে। মল্লিকে গেল কোথা?

কম। কৈ কে ব'ল্লে, সত্যি, তবে আয়, আমরা এই কটা ফুল তুলে নিয়ে যাই। (ফুল তুলিতে তুলিতে উভয়ের প্রস্থান)

(একটি অঙ্গুরী হস্তে মল্লিকার পুনঃ প্রবেশ)

মল্লি। (স্বগত) বাঃ! দিব্যি আংটিটি, এ সুধুই আংটি নয়, আবার এর বিলক্ষণ গুণ আছে, এটি দেখিয়ে যদি ওর প্রাণ অবধি চাই ত দেবে। মন্দ কি, অত বড় লোকটা হাতে রৈল। আর রাজকুমারীও আমার হাতে রৈলেন। যদি যথার্থই হয় ত, তা হ'লে আমার পাথরে পাঁচ কিল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:০—
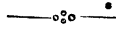
রাজবাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(রামলাল আসীন)

রামলাল। (ইতস্ততঃ পদসঞ্চারণ) এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি বানর, অকর্ম্মণ্য, দুষ্কর্ম্মশীল, আমাকে কন্যাদান অপেক্ষা হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। কৃপারাম অতি ভদ্র, তাকেই কন্যা দান কর্‌বে; বটে, আচ্ছা দেখা যাক্, কাকে কন্যা দান কর্‌তে হয়: আবার নাক শেটকানী। (মুখ ভঙ্গী করত) ভোঁতা মুখ থোঁতা ক'র্ব্ব, তবে আমার নাম রামলাল। (স্বীয় হস্তে মুষ্টাঘাত)

(রাজকুমার হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। রামলাল! কি হ'চ্চে ব্যাপারটা কি?

রাম। আর ব্যাপারটা কি! কি আস্পর্দ্ধা!

হীরা। কি আস্পর্দ্ধা হে?

রাম। কুমার! আপনি কি এ দেশের রাজকুমার?

হীরা। আমি নয় ত কি তুমি!

রাম। যথার্থ, ঠিক?

হীরা। ঠিক না ত কি!

রাম। এই দেশের সমস্ত লোক আপনকার প্রজা?

হীরা। প্রজা নয় ত কি!

রাম। আপনাকে মানে?

হীরা। আমি রাজকুমার, আমাকে মানে না ত কি তোমাকে মানে! ব্যাপারটা কি হে?

রাম। ব্যাপারটা আমার মাথা মুণ্ড। আমাকে ত যা মুখে গেল তাই ব'ল্লে। কুমার! ব'ল্‌ব কি, বেটার আস্পর্দ্ধা কত দূর, ব'ল্লে কি না, যদি তোদের রাজকুমার আসেন ত আমি বিবাহ দি! তোদের

মতন নিষ্কর্ম্মা হতভাগাদের মেয়ে দেওয়ার চেয়ে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। বল্‌ব কি, সেই কথা শুনে প্রায় আমি মেরে বসেছিলাম আর কি, শরীর ত আগুনের মত জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। ব্যাটাকে ব'লে এলাম যে, তুই যে মুখে এই কথা বল্লি, সেই মুখে কুটা ক'রে আমার বাড়ী ব'য়ে মেয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে, তবে এর শোধ যাবে।

হীরা। বল কি হে, সত্যই কি এই কথা ব'লেছ! লোকটা কে?

রাম। আজ্ঞা সেই রামদীন!

হীরা। রামদীন! সে এ কথা ব'ল্লে! কেন হে?

রাম। (কর যোড়ে) কুমার! আমার অপরাধের মধ্যে তার কন্যার পাণিগ্রহণের বাসনা করেছিলাম। কুমার! আপনকার আশ্রয়ে থেকে যদি একটি সুন্দরী কন্যা বিবাহ কর্‌তে না পার্‌ব, তা হ'লে আমার আপনকার আশ্রয়ে থাকাই বৃথা, আর আপনকার এ রাজ্যের রাজত্বই বৃথা।

হীরা। কথা কটে! তার এমনি অহঙ্কারই হয়েছে বটে; মহারাজ একটু ভাল বাসেন ব'লে তার অহঙ্কারে আর পৃথিবীতে পা পড়ে না। আমি তাকে শিখাচ্ছি: এখনিই তোমার সঙ্গে তার কন্যার বিবাহের জন্যে লোক পাঠাচ্চি: দেখি বিবাহ দিতে স্বীকার করে কি না।

রাম। দেবে না, তার বাবাকে দিতে হবে, আপনি মনে কর্‌লে কি না হয়? আপনি আমাদের মান না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে!

হীরা। রোস, আমি এখনিই মহারাজের নিকটে যাচ্চি, দেখি কত আস্পর্দ্ধা।

রাম। আশ্রিত লোককে এমনি ক'রেই আশ্রয় দিতে হয়, আপনি না কর্‌লে কে করে, আপনিই আমাদের মান সম্ভ্রম সকলি।

(রাজকুমারের প্রস্থান)

রাম। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) এস পথে এস, এখন রামদীন তোমার মেয়ে সামলাও; এর ফল পাবে, তোমার মেয়েকে দিয়ে ঘর নিকবো, তবে শোধ যাবে। এমনি ক'রে ব'স্‌ব (পা ছড়াইয়া

উপবেশন) আর তেল নিয়ে মাখাতে থাক্‌বে। (পদ মর্দ্দন ও চপেটাঘাত)

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লি। (স্কন্ধে হস্ত দিয়া) বাঃ! বেশ লোক, এই ধর্ম্ম বটে, আর যে দেখা পাওয়া ভার, এর মধ্যেই কি মল্লিকার গন্ধ ফুরাল?

রাম। (চমকিয়া দণ্ডায়মান) কে, মল্লিকে! সর্ব্বনাশ! হেতা কোথা থেকে! পালাও পালাও! এখনিই রাজকুমার আস্‌বেন, পালাও পালাও। (স্কন্ধে ধরিয়া বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা)

মল্লি। (ক্রুদ্ধ ভাবে স্কন্ধ ছাড়াইয়া) বাঃ! আমি কালা না কানা: রাজকুমার এলে বুঝি পায়ের শব্দ হবে না: এখন ও চালাকী রাখ, ব'লেছ কি না, বল দেখিন?

রাম। সর্ব্বনাশ! মল্লিকে তুমি খেপেছ! সে দিন একটু ঈশারা মাত্র ক'রেছিলাম, তাই শুনে কুমার কি ব'লেছেন জান!

মল্লি। কেমন ক'রে জান্‌ব, তুমি কি আমাকে ব'লেছ। দুচার দিনের মধ্যে কি এক বার দেখাও কর্‌তে নাই। আর দেখা কর্‌বে কেন! আপনার ত কাজ সারা হ'য়েছে, এখন তুই মর আর বাঁচ।

রাম। এই দেখ দেখি অন্যায় কথা; আমি কোথায় ঐ কথা বল্‌বার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা কুমারের সঙ্গে বেড়াচ্চি, মনে ক'চ্চি যে একটু সুযোগ পেলেই বল্‌ব, না তুমি রাগ ক'রে ব'সে আছ।

মল্লি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর আমার রাগ না আমার মাথা মুণ্ডু, এখন কি ব'লেছিলেন বল শুনি।

রাম। কি ব'লেছিলেন শুনবে—সে দিন আমি কথায় কথায় বল্‌লাম যে, মল্লিকের বিবাহের বয়স হয়েছে। অমনি আমার পানে কটমট ক'রে চেয়ে বল্‌লেন—কি! মল্লিকের বয়স হ'য়েছে; বয়স হ'ক আর নাই হ'ক, রাজবাটীর স্ত্রীলোকের প্রতি যে দৃষ্টিপাত কর্‌বে, তার আর মাথা থাকবে না।

মল্লি। তা তুমি কি বল্‌লে?

রাম। সর্ব্বনাশ! আমি আর কি বল্‌ব। সে কথা পালটে অন্য কথা পাড়্‌লাম।

মল্লি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তা ভাই মাথাই যাক, আর যাই যাক, ব'ল্‌তেই ত হবে; এমন ক'রে আর কদিন ছাপা থাক্‌বে। আমার এ দিকও গেছে ও দিকও যাচ্চে, আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আজিই আমি বল্‌ব, যায় মাথা আমার যাবে।

রাম। সর্ব্বনাশ! তুমি আজিই বল্‌বে, একটু কি আর দেরি সয় না?

মল্লি। না আর দেরি সয় না, যা হবার আজ হ'য়ে যাক।

রাম। (হস্ত ধরিয়া) তোর হাতে ধরি, তাড়াতাড়ি করিস নে; সবুরে মেওয়া ফলে।

মল্লি। ফল্‌গ্‌ গে; আমার তাতে কাজ নেই।

রাম। তবে নিতান্ত আজ বল্‌বে?

মল্লি। (মস্তক নাড়িয়া) হুঁ।

রাম। আচ্ছা তবে আজ যখন বৈকালে বাগানে বেড়াবেন, তখন ব'ল; এখন মনটা বড় চঞ্চল আছে। আর শুনেছ—কুমার রামদীনের মেয়েকে দেখে একেবারে খেপে উঠেছেন।

মল্লি। সত্যি! তা বল্‌তে কি, মেয়েটি ভারী সুন্দরী,

রাম। তুমি তাকে দেখেচ!

মল্লি। দেখেচি বৈ কি। তবে ভাই বেশ হ'য়েছে, ভাবুক না হ'লে ভাব বুঝ্‌বে কে? আজি বলা ভাল।

রাম। ভাবুকে আমার মাথা বুঝ্‌বে, আমার কথা রাখ, আজ বলিস্‌ নে, একটা কারখানা ক'রে তুল্‌বি, তোর পায়ে ধরি, ক্ষান্ত হ।

মল্লি। আমি এখনি বল্‌ব।

রাম। আমার মাথা যাবে, তবুও ব'ল্‌বে?

মল্লি। হুঁ, তবুও বল্‌ব।

রাম। তবে তুমি স্কন্ধকাটাকে বিবাহ ক'রো (ফিরিয়া ক্রুদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।)

মল্লি। (স্কন্ধে হস্ত দিয়া টানিয়া) আঃ! ফের না, সত্যি সত্যি কি মাথা কাট্‌বেন ব'লেছেন?

রাম। সত্যি নয় গো, মিথ্যা। আমার মাথা কাটা যাবে, তাতে তোমার

কি, এখন ব'ল্লে খুসি হও, বল গে, এই আমি দাঁড়িয়ে রৈলাম; কুমার এলেন ব'লে।

মল্লি। আঃ! ফের না, রাগ কর কেন, সত্যি কি তিনি মাথা নেবেন ব'লেছেন?

রাম। এখনই ত তিনি আস্‌চেন, মাথা নেন কি, কি নেন দেখ না কেন? হাতে পাঁজী মঙ্গলবারের খবর জান না?

মল্লি। খবর জেনে কি হবে ভাই! তোমার অমঙ্গলে কি আমার মঙ্গল? না দুঃখে আমার সুখ? (হস্তদ্বয় ধরিয়া) ভাই! এ পৃথিবীতে আমার আর কিছুই নাই, যা কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়েছি, এখন তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি মারত মরি, রাখত বাঁচি। ভাই! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'র না, আমার উপর রাগ ক'র না, আমি মেয়ে মানুষ অল্পবুদ্ধি; আমার কথায় যদি তুমি রাগ কর ত আমি কোথায় দাঁড়াব, এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে ভাই! আমার উপর ব্যাজার হৈও না, আমায় ত্যাগ ক'রনা। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন।)

রাম। (হস্ত ধরিয়া) ছিঃ! এই আবার ছেলে মানুষের মত কাঁদ্‌তে বস্‌লে, তোমায় যদি ত্যাগই কর্‌ব, তবে এত যত্ন ক'রে পেতে চেষ্টা কর্‌তাম না। একটু স্থির হ'য়ে ধৈর্য্য ধর, সকলি মঙ্গল হবে। ছিঃ! কাঁদিস নে; (অঞ্চল দিয়া চক্ষুঃ মোচন।) এখনিই কুমার আস্‌বেন, তুমি এখন যাও, আমি এখন সন্ধ্যার পর ফুল বাগানে দেখা কর্‌ব। আজ থেক, ভুল না।

মল্লি। হুঁঃ, আমি আবার ভুল্‌ব, এ জন্মে আর ভুল্‌ব, তুমি এখন না ভুল্লে বাঁচি।

রাম। (চমকিয়া) ঐ না কে আস্‌চে?

মল্লি। (চমকিয়া) কৈ, তবে এখন আমি আসি, দেখ ভাই! যেন ভুল না; দেখ ভাই! আমার প্রবঞ্চনা ক'র না, রাত্রে এস।)

(মল্লিকার প্রস্থান।)

রাম। যাব বৈ কি, তার কি ভুল আছে? যাঃ! আপদ গেল! ছুঁড়ী যেন চিনে জোঁক, ছাড়ে না; এখন স'রে পড়ি, কি জানি, যদি ছুঁড়ী আবার ফিরে আসে। আর কাল রাত্রে যে চিটির কৌশলটা

স্থির ক'রেছি, সেইটে করিগে। তবে কুমারের সহিত একবার দেখা ক'রে বাড়ী যাই।

(প্রস্থান)

(মল্লিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মল্লি। কৈ কেউ ত এল না, আমায় ফাকি দিয়ে পালাল না কি, তাই বোধ হ'চ্চে, স'রে পড়েছে। ভাবগতিক বড ভাল বোধ হ'চ্চে না, ঠকায় ত উপায় কি? পরমেশ্বর আছেন, তিনিই যা করেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামদীনের বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথ।

(রামদীনের প্রবেশ।)

রামদীন। কৈ কাকেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পত্র খানা কি মিছে, কৃপারাম কি এমন দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে পারে? উঠতী বয়েস, বলা যায় কি। অন্দরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়েই প্রায় রাত্রে আসে, তাই আমার চোকে ধুলো দিবার জন্য আর অন্দরে যায় না। আমি পাছে কিছু মনে করি, মালতী বড় হ'য়েছে, ভাল দেখায় না, তাই যায় না, ভিতরে ভিতরে এত নষ্টামী তা কে জানে! ঐ না কে আস্‌চে! তাই ত, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, একটু স'রে দাঁড়াই।

(লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান।)

(পত্রহস্তে কৃপারামের প্রবেশ।)

কৃপারাম। এইত সঙ্কেত-স্থান, এই প্রাচীর ডিঙ্গাতে লিখেছে। (প্রাচীরে হস্ত স্থাপন) ব্যাপারটা কি! কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

রাম। (স্বগত) এই প্রাচীর ডিঙ্গাতে লিখেছে, কে লিখেছে, অবশ্যই মালতী লিখেছে?

কৃপারাম। ব'লে পাঠালেই হত, এত গোপন ভাব কেন, অন্দরে যেতে আমার ত বাধা নাই।

রাম। (স্বগত) বটে, অন্দরে যেতে কোন বাধা নাই।

কৃপারাম। (স্বগত) এক জন লোক যেন আস্‌চে বোধ হ'চ্চে, এখন স'রে যাই।

(প্রস্থান)

রামদীন। (বাহির হইয়া) কৈ কোথা গেল, অন্দরে ডিঙ্গিয়ে প'ড়্‌ল, না কি? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) ঐ যে র'য়েছে। (পুনর্ব্বার লুকান।)

(রামলালের প্রবেশ।)

রামলাল। (স্বগত) কোতোয়াল ব'ল্লে, অতি প্রত্যূষে মল্লিকা কৃপারামকে অন্দরের পুষ্পবনের খিড়কীর দ্বোর দিয়ে অতি সাবধানে বার ক'রে দিতে দেখেছে। ছুঁড়ী কি নষ্ট বাবু, আমি যদি বিবাহ কর্‌তাম ত আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ত, তাই চিনে জোঁকের মত আমার সঙ্গে লেগে আছে, কিন্তু এর শোধ দেবই দেব, আমার সঙ্গে এই আচরণ, আমায় চেন না। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) কৈ এখনও যে আসেনি, এখানে লুকিয়ে দাঁড়াই। (লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মান।)

রামদীন। কৈ, আবার গেল কোথা, ডিঙ্গিয়ে পড়্‌ল না কি! (প্রাচীর ধরিয়া উপরে উত্থানের চেষ্টা।)

রামলাল। এই যে শালা পাঁচীল ডিঙ্গচ্চেন। (ছুটিয়া গিয়া ছুরিকাঘাত)

রামদীন। (ফিরিয়া সাপটিয়া ধরিয়া) খুন ক'রেছে, খুন ক'রেছে, কে আছিস, এগো এগো, জগন্নাথ! রাম! কে আছিস, এগো এগো! শালা খুন ক'রেছে।

রাম। কেও রামদীন! (বলপূর্ব্বক পলাইতে চেষ্টা।)

রামদীন। কেও রামলাল! তবে তোরি এই কাজ।

রাম। চিনিছিস; তবে এই নে, আত্মরক্ষা সকলেরই ধর্ম্ম। (পুনর্ব্বার ছুরিকাঘাত।)

রামদীন। খুন ক'ল্লে, খুন ক'ল্লে!

(রামদীনের পতন।)

রাম। শেষ হ'য়েছে, আর নড়ে না, দূর কর, বুড়োর উপর ছুরী চালালেম! (রামলালের প্রস্থান।)

(আলোক হস্তে কএক জন রক্ষক ও জগন্নাথের প্রবেশ।)

জগন্নাথ। (রামদীনকে দেখিয়া) কেও বাবু শাহাব, কি সর্ব্বনাশ ! এ কে ক'ল্লে, কে আছিস, শীগ্‌গির আয়, বাবুকে খুন ক'রেছে।

রামদীন। (চক্ষুঃ চাহিয়া) কে জগন্নাথ !

জগন্নাথ। (নিকটে মুখ লইয়া) আজ্ঞা এ কে ক'ল্লে ?

সকলে। কি হ'য়েছে ! কি হ'য়েছে !

জগন্নাথ। আর কি, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বাবুকে কে মেরেছে, তোরা ধ'রে বাড়ী নিয়ে আয়। (ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রামদীনের বাটীর এক গৃহ।

(কৃপারাম, রামদীনের কর্ম্মচারী ও প্রহরী, হীরালাল এবং রাজরক্ষকচয়ের প্রবেশ।)

হীরা। এ কে ক'ল্লে, তোমরা জান ?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞা না, তবে অদ্য বৈকালে একখানা পত্র পাওয়া অবধি কেমন চঞ্চল হয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর কা'কে কিছু না ব'লে একলা বাইরে গিয়েছিলেন। এই মাত্র অন্দরের দিকে মহা কোলাহল শুনে গিয়ে দেখি যে, তিনি প'ড়ে র'য়েছেন, প্রাণত্যাগ হ'য়েছে, আমরা তুলে বাড়ীতে এনেছি।

হীরা। কি পত্র, তোমরা তার কিছু জান ?

কর্ম্ম। আজ্ঞা না, তিনি হাতে ক'রে বেড়াচ্ছিলেন দেখেছিলাম মাত্র।

হীরা। আচ্ছা, তোমরা ভাল ক'রে দেখ গে দিকিন, তাঁর কোমরবন্ধে টন্ধে থাক্‌তে পারে।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

(রামলালের প্রবেশ।)

রাম। কি হ'য়েছে, রামদীন না মারা প'ড়েছে ?

হীরা। হ্যাঁ হে।

রাম। কে মেরেছে, তার কোন সন্ধান হ'য়েছে ?

হীরা। কৈ না, কিছুই হয় নাই—(পত্রহস্তে কর্ম্মচারীর প্রবেশ) এই যে পত্র পেয়েছ।

রাম। কি পত্র দেখি, (পত্র লইয়া পাঠ এবং কৃপারামের প্রতি কটমটিয়ে দৃষ্টিপাত) মহারাজ! লোক টের পাওয়া গেছে। (কুমারের হস্তে পত্রপ্রদান।)

হীরা। (পত্র পাঠ করিয়া) হুঁ তাইত, কে আছিস! ওকে বাঁধ।

রাজরক্ষক। আজ্ঞা কাকে!

হীরা। (অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া) ঐ নরাধমকে বাঁধ।

কৃপারাম। (কর যোড় করিয়া) কুমার!

রাম। বাঁধ, কথা কইতে দিস্‌নে। (বন্ধন) এখন দেখ, ওর কাপড়ে কিছু আছে কি না ?

রক্ষক। (বস্ত্র মধ্য হইতে একখানা পত্র বাহির করণ) আজ্ঞা এই এক খানা চিঠি।

রাম। (পত্র লইয়া পাঠ) কুমার! ঠিক, কোন ভুল নাই, ওরি কাজ। (কুমারের হস্তে পত্র প্রদান।)

হীরা। (পত্র পাঠ করিয়া) ঠিক! রামেশ্বর! তুমি একে আজ কারা-গারে আবদ্ধ ক'রে রাখ গে, কল্য রাজসমক্ষে এর বিচার হবে।

কৃপা। কুমার! আমি কি অপরাধ ক'রেছি ?

হীরা। (মহা ক্রুদ্ধ হইয়া) কি অপরাধ! নরাধম! পাপিষ্ঠ! পামর! তুই আবার অপরাধের কথা ক'স, কাল মশানে তোর কি অপরাধ বল্‌ব, কে আছিস ওকে মাত্তে মাত্তে নিয়ে গিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখ গে যা। যা নিয়ে যা।

(কএক জন রক্ষক কৃপারামকে লইয়া প্রস্থান।)

নরাধম, পাপিষ্ঠ, পামর, ওকে পুত্রের মত দেখ্‌ত, নরাধম, পাপিষ্ঠ, পামর।

রামলাল। (করযোড়ে) কুমার! বোধ হয় আপনি অবগত নহেন, যে রামদীনের মালতী ব'লে এক কন্যা বৈ আর কেউ নাই, সেও

পরম সুন্দরী ও যুবতী ; এক্ষণে তার রক্ষাকর্ত্তা আপনি, অদ্যই যদি একটা বন্দোবস্ত না করেন ত, পাঁচ ভূতে লুটে খাবার সম্ভব।

হীরা। ঠিক ব'লেছ। ওহে তোমাদের প্রধান কর্ম্মচারী কে?

জগন্নাথ। আজ্ঞা, আমি।

হীরা। দেখ, তোমার উপর সমস্ত ভার রইল, যদি কোন কিছু নষ্ট হয় ত তুমি দায়ী।

রাম। আজ্ঞা তা হ'লেই হ'য়েছে, ডাইনের হাতে পো সমর্পণ। আজ্ঞা! তার অপেক্ষা আপনি মালতীকে রাজ অন্দরে পাঠিয়ে দিন, যুবতী কন্যা এখানে একলা রাখা বিধেয় নহে। আর কোতোয়াল মহাশয়কে সমস্ত বাটীতে চৌকী বসাতে আদেশ করুন।

হীরা। ঠিক ব'লেছ। দেখ হে, তোমরা সংবাদ দাও, যে এখনি রাজ অন্দরে যেতে হবে। যাও।

কর্ম্মচারী। (করযোড়ে) আজ্ঞা কাকে সংবাদ দিব?

হীরা। রামদীনের কন্যা মালতী দেবীকে।

কর্ম্ম। আজ্ঞা! আজ্ঞা! তিনিত হেতায় নাই।

রাম। হেতায় নাইত কোথায় আছেন।

কর্ম্ম। আজ্ঞা কৃপারাম বাবু এই মাত্র কোথায় পাঠিয়ে দেছেন।

রাম। মিছে কথা,, মার শালাকে! (ধরিয়া প্রহার।) তবে তোরাও এর ভিতর আছিস।

কর্ম্ম। দোহাই কুমার! দোহাই কুমার! আমরা কিছু জানিনে, আমরা জানিনে।

রাম। জানিসনে ত তোরা ছেড়ে দিলি কেন? বল শালারা বল।

কর্ম্ম। আজ্ঞা! আমরা কি কর্‌ব, কৃপারাম বৈত মালতী দেবীর আর অন্য অভিভাবক নাই, তিনি পাঠিয়ে দিলেন, আমরা কি কর্‌ব?

হীরা। ওহে এত ভয় কি, কৃপারাম ত আমাদের হাতে, এত ভয় কি, ছেড়ে দাও।

রাম। আজ্ঞা কি জানি, ব্যাটা যে পাজী, কি ক'রেছে বল্‌তে পারিনে। (কর্ম্মচারীর প্রতি) আচ্ছা কোথায় নিয়ে গেছে জান?

কর্ম্ম। আজ্ঞা তা আমরা জানি না।

হীরা। তার ভাবনা নাই, যখন ধাড়ী ধ'রে রেখেছি, তখন কোথা যাবে, এখন এস, কোথা পাঠিয়েছে বার করা যাকগে।

(প্রস্থান।)

রাম। কোতোয়াল ভাই সাবধান, একটি জন-প্রাণীকেও ছেড় না।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজকন্যার গৃহ।

মল্লিকা আসীন।

মল্লিকা। (গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে স্বগত) কাল রাত্রের ব্যাপা-রটা কি, বৈকালে এক খানা চিটি লিখিয়ে নিয়ে গেল। রাত্রে এল, দেখি গাময় রক্ত, যেন ঠিক উন্মাদ, জিজ্ঞাসা কল্লুম, আমাকে ছোরা মাত্তে এল; বাবা ভয়ে এখন আমার গা কাঁপ্‌চে।

(যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। বাঃ! বেশ কাজ ক'রেছিস, ও বাক্সটা আবার ও দিকে নিয়ে গেছিস কেন?

মল্লিকা। (চম্‌কিয়া) তা নিয়ে গেলেমই বা; তোর বাবু গিন্নীপণা দেখে আর বাঁচা যায় না।

যমুনা। আমরণ! আমার আবার গিন্নীপণা কোথা দেখ্‌লি; কাল যে দিদী তোকেই বাক্সটা ও দিকে রাখ্‌তে বারণ ক'ল্লেন। তোর কি হ'য়েছে, কানের মাথা খেয়েচিস্, সব বিষয়েই অন্যমনস্কা, যা ক'রিস সবি ছাই পাঁশ; আজ কাল তোর কি হ'য়েছে?

মল্লিকা। হুঁ হুঁ, আমি যা করি সব ছাই পাঁশ, আর উনি যা করেন সব হীরের টুক্‌রো, আমার সতী সাবিত্রী আর কি; হাতী শালে হাত নাড়্‌লেন হাতী হ'ল, ঘোড়া শালে হাত নাড়্‌লেন ঘোড়া হ'ল, রান্না ঘরে হাত নাড়্‌লেন একুণ ব্যঞ্জন অন্ন হ'ল। এখন গিন্নীপণা রেখে এই ঘরটায় হাত নাড় দেখি, ধূলোয় ধুলো হ'য়ে র'য়েছে।

যমুনা। আচ্ছা নাড়চি নাড়চি, এখন তুই বাক্সটা এ দিকে রাখ দে।
মল্লিকা। তা আমি এখন রাখছি, এখন সাবিত্রী দিদি! ঝাঁটাটা ধর্‌য দেখিন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিন্নীপণা আর ভাল লাগে না। (হস্তে ঝাঁটা দেওন ও যমুনার ঝাঁট দেওন ও মল্লিকার হাস্য)

(নন্দের প্রবেশ।)

যমুনা। আমরণ! আবার হাস্‌চিস কি! (উঠিয়া নন্দকে দর্শনে ঝাঁটা ত্যাগ) ওমা! তুমি আস্‌বে জান্‌লে কে ঝাঁটায় হাত দিত! (বদনে বসন প্রদান)
মল্লিকা। (নাসিকায় হস্ত দিয়া) কি লজ্জা! কি লজ্জা! (যমুনাকে ধাক্কা দিয়া) যা, শীগ্‌গির গিয়ে থালায় জল রেখে ডুবে ম'রগে।
যমুনা। সত্যি ভাই, এত সকালে যে চাঁদের উদয় হবে, কে জানে বোন!

(উভয়ের গলবস্ত্র হইয়া নমস্কার।)

নন্দ। শুভাশীর্ব্বাদমস্তু, বেঁচে থাক, বেঁকে থাক।
মল্লিকা। বলি প্রভু! কি মনে ক'রে? আজ এত উতলা কেন?
নন্দ। এই বোন, তোমাদের নিকট এলেম।
মল্লিকা। তাতো দেখ্‌তে পাচ্চি, আমরা ত আর কানা নই।
নন্দ। (কর যোড়ে) আজ বড় বিপদে প'ড়েছি।
মল্লিকা। তাত সর্ব্বদাই প'ড়ে থাক, এটাত বড় নতুন কথা নয়, কিছু নতুন বল।
নন্দ। তোদের পায়ে ধরি বোন, একটু স্থির হ।
যমুনা। ধরি ধরি বল, ধর কৈ, অমন বাজে কথা আমরা স্থির হ'য়ে শুন্তে পারিনে।
নন্দ। তোদের পায়ে ধরি, আজ একটু আমায় কৃপা কর।
মল্লিকা। এক কথা একশ বার ভাল লাগে না, পা ছেড়ে আর কিছু ধর।
নন্দ। পা ছেড়ে আর কি ধ'র্ব্ব! তবে তোমাদের হাতে ধরি।
যমুনা। শুন্‌লি ভাই, পায়ে থেকে হাতে উঠেছেন, দেখিস ভাই, এখনিই মাথায় উঠ্‌বেন।

(বহির্দ্দেশ হইতে যমুনা! মল্লিকে! তোরা কোথায়! দৌড়ে শুনে যা!)

যমুনা। চুপ চুপ, দিদি আস্‌চেন।

(রাজকুমারী কমলার প্রবেশ।)

উভয়ে। এই যে দিদি, আমরা হেতা।

নন্দ। দেবি! আশীর্ব্বাদ করুন। (নমস্কার)

কমলা। (মৃদু হাস্য) সকাল থেকে বুঝি এই কাজে মেতেছিস, আমার ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেল, সমস্ত দিন বুঝি হৈ হৈ ক'রে বেড়াতে হয়।

উভয়ে। কৈ না দিদি, এই যে আমরা ঘরটা পরিষ্কার ক'চ্ছিলাম।

কমলা। এখন ঘর রেখে এদিকে শোন দেখিন।

উভয়ে। কি দিদি! (উভয়ের নিকটে গমন।)

কমলা। ঐ উদ্যানে একটি ভদ্রলোককে বন্দী ক'রে রেখেছে, কোতোয়াল টোতোয়াল তাকে ঘিরে রয়েচে, কি হ'য়েচে জানিস ?

উভয়ে। কৈ কোথায়! আমরা ত তার কিছু জানিনে।

নন্দ। (করযোড়ে নিকটে গমন) মা! যদি অনুমতি হয় ত আমি বলি, ঐ বন্দীরই জন্যে আপনকার এ কুপোষ্য আপনকার নিকট এসেছে।

মল্লিকা। বাঃ! এই না ব'ল্লে যে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'ত্তে এসেছ।

কমলা। আঃ! স্থির হ না (নন্দের প্রতি) ওকে জান ? বল দেখি।

নন্দ। মা! ও শঙ্করলালের পুত্র। শঙ্করলাল মহারাজার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। দেবি! আপনি ওকে অনেক বার দেখে থাক্‌বেন, আপনি কি চিন্‌তে পার্‌লেন না!

কমলা। কৈ, আমি ত ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনে, যে লোকে ঘিরে র'য়েছে।

নন্দ। দেবি! আপনকার আশ্রয় পাবার অগ্রে আমি শঙ্করলালের আশ্রয়ে ছিলাম, তার অন্ন অনেক দিন অবধি খেয়েছি। মা! আমার প্রাণ নিয়ে যদি ওকে খালাস দেয় ত আমি স্বীকৃত আছি। মা, ওর মার ঐ বৈ আর কেউ নাই; মা, আপনি যদি আজ না কৃপা করেন ত ওর মার সর্ব্বনাশ হবে। কুমার ওর উপর মহা ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন; মা, আমায় এই ভিক্ষা দিন, আপনি একটিবার কুমার সাহেবকে ব'লে ওকে মুক্ত ক'রে দিন, তা না কর্‌লে ওর নিতান্ত প্রাণসংশয়।

কমলা। কেন ও কি ক'রেছে, দাদার এত রাগ হ'ল কেন ?

নন্দ। মা, আমি এর সবিশেষ জানি নে, তবে লোকে বল্‌চে যে কুমার নাকি রামলালের সহিত রামদীনের কন্যা মালতীর বিবাহ দিবেন স্থির ক'রেছিলেন।

মল্লিকা। (চমকিয়া) কার বিবাহ! কার সঙ্গে স্থির হ'য়েছিল?

কমলা। আঃ! কথার উপর কথা ক'স কেন, স্থির হ'য়ে শোন না, (নন্দের প্রতি) তার পর ?

নন্দ। মা! লোকে বল্‌চে—কিন্তু মা, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও বিশ্বাস করি না, যে ও রামদীনের কন্যাকে লয়ে পালাচ্ছিল, রাজকুমার ধ'রে ফেলেছেন; কি সর্ব্বনেশে অসম্ভব কথা! মা, আমি ওকে শৈশব কাল অবধি জানি, এ কাজ কি সম্ভব! মা, আপনি যদি তাকে জান্‌তেন ত এ কথা কখন বিশ্বাস কর্‌তেন না, তার মতন ভাল ছেলে আপনকার রাজ্যে আর দুটি নাই, যেমন সুপুরুষ, তেমনি বীর, তেমনি ধীর।

কমলা। সত্য! আচ্ছা! তুমি কেন দাদাকে একবার ব'লে দেখ না।

নন্দ। মা! তার কি ত্রুটি ক'রেছি, তাঁর নিকট কোন আশা নাই। আর মা! বিশেষ সেই রামলেলেটা—সেটা কি কথা কইতে দেয়। মা! এক্ষণে নিরাশ্রয়ের আপনিই আশ্রয়দাত্রী, আপনি মনে কর্‌লে তার প্রাণ রক্ষা হয়। মা, আপনি একটি বার কুমার সাহেবকে ব'ল্লেই সব রক্ষা হয়। মা! ওর মার ঐ বৈ আর কেউ নাই, অনাথিনীর আশীর্ব্বাদে আপনকার মঙ্গল হবেই হবে। মা! সে দিনরাত তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে।

কমলা। আচ্ছা, আমি বল্‌লে যদি দাদা না শুনেন, তবে কি হবে ?

নন্দ। দেবি! তা কি হ'তে পারে, কুমার আপনকার অনুরোধ কি এড়াতে পার্‌বেন। (কমলার সন্দিগ্ধ ভাবে মস্তক সঞ্চালন) মা, আপনকার চেষ্টায় যদি না হয় ত "নিরাশ্রয়ো মাং জগদীশ রক্ষঃ," তাঁর মনে যা আছে তাই হবে।

কমলা। আচ্ছা! আমি ব'লে দেখি -মল্লিকে, আজ, দাদা বাবুকে ডেকে আন্‌গে যা দেখিন্।

মল্লিকা। (যমুনার কানে কানে) যমুনা, যা না বোন, আমার একটু কাজ আছে সেরে আসি।

যমুনা। (অন্তরালে) কি লা?

মল্লিকা। (অন্তরালে) এখন যা না, ব'লব এখন।

কমলা। আয় না, কি ক'চ্চিস।

যমুনা। এই যে দিদি, চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

নন্দ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ) এক্ষণে পরমেশ্বর করুন যেন দেবী কৃতকার্য্য হন।

মল্লিকা। হুঁঃ, তা হ'লেই সব রকমে ভাল হয়—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ) দেখ ভাই, তুমি ব'ল্লে যে—যে রামলালের সঙ্গে রামদীনের কন্যার বিয়ে—সে কি কুমার দিচ্চেন, না রামলাল নিজে ক'চ্চে?

নন্দ। বোন, আমি নিজে কিছুই জানি নে, তবে লোকে ব'লছে যে রামলাল নাকি প্রথমে বিবাহ কর্‌তে চায়, রামদীন তাতে সম্মত হয় নি; তার পর রামলাল কুমারকে বলেন, কুমার রামদীনকে অনুরোধ ক'রে পাঠান।

মল্লিকা। তুমি ঠিক জান, রামলাল স্বইচ্ছায় আপনি বিয়ে কর্‌তে চায়।

নন্দ। বোন! তাই ব'লচি, লোকে ত এই কথা বল্‌চে।

মল্লিকা। তোমার লোকেরদের মুখে আগুণ, তারা অমনি ব'লে থাকে।

নন্দ। যে আজ্ঞা!

মল্লিকা। এখন তুমি কি জান, বল্‌তে পার? মেয়েটি কোথায়, মেয়েটিকে ধ'ত্তে পেরেছে।

নন্দ। না বোন্! তাকে ধ'ত্তে পারে নি, লোকে ব'ল্‌ছে সে কৃপারামের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে।

মল্লিকা। কেন রামদীন কোথায়, সেও কি কৃপারামের দুর্গে পালিয়েছে?

নন্দ। সেকি বোন, তুমি কি জান না, রামদীনকে যে কাল রাত্রে কে ছোরা মেরে, মেরে ফেলেছে।

মল্লিকা। কাল রাত্রে রামদীনকে ছোরা মেরে, মেরেছে; কে মেরেছে?

নন্দ। লোকে ব'ল্‌ছে যে কৃপারাম মেরেছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

মল্লিকা। (স্বগত) কাল রাত্রে ছোরা মেরে, মেরে ফেলেছে, রামলাল এ কাজ তবে তোমার। (যমুনার প্রবেশ) কি যমুনা, কি হ'ল ?

যমুনা। (দুঃখিত ভাবে মস্তক নাড়িয়া) না ভাই ! কিছু হ'ল না।

নন্দ। তবে বোন ! উপায় কি !

যমুনা। জগদীশ রক্ষাকর্ত্তা, আর উপায় কি ? (নন্দ মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া উপবেশন) ভয় কি ভয় কি ? দিদি ব'লেছেন, যেমন ক'রে পারেন ওকে খালাস ক'রে দেবেন, না হয় মহারাজের নিকট যাবেন ব'লেছেন। আর আমরা আছি, ভয় কি ?

নন্দ। (উভয়ের হস্ত ধরিয়া) দেখ বোন ! তোমরাই আমার আশা ভরসা।

উভয়ে। ভয় কি ? আমরা প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ব, এখন বেলা হ'ল, তুমি এস, আর আমরাও ওর চেষ্টা করিগে।

নন্দ। যে আজ্ঞা বোন !

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজকুমারীর গৃহ।

(যমুনা ও মল্লিকা আসীন, কমলার প্রবেশ।)

যমুনা। এই যে দিদি ! কি হ'ল ?

কমলা। (হাস্য বদনে) হ'য়েছে, হ'য়েছে, বাবার নিকট হ'তে এক জন বন্দীকে মুক্ত কর্‌বার অনুমতি বার ক'রেছি।

যমুনা। কেমন ক'রে পার্‌লেন ?

কমলা। কেন, ব্রত উদযাপন কর্‌ব, এক জন বন্দী মুক্ত কর্‌তে হয় ব'লে।

যমুনা। আপনার আবার কি ব্রত হ'ল, এখন ত আর কোন ব্রত নাই ! গত মাসে শেষটি উজিয়েছেন যে !

কমলা। ও তাই তাই, এ যে বন্দিমুক্তি ব্রত, বাবা আমার ব্রতের কি ধার ধারেন ? আমি বল্‌লাম, তিনি শুন্‌লেন। কোতোয়ালকে ডেকে অনুমতি দিলেন ; কিন্তু তাতে ত হয় না, আমি বল্‌লাম, আমি নিজে দেখে ছেড়ে দেব। বাবা কি সম্মত হন ? কত ক'রে সম্মত ক'রেছি। এখন শীঘ্র আয়, কোতোয়ালের সঙ্গে গিয়ে খালাস ক'রে দিয়ে আসি'গে, দাদা জান্‌তে পার্‌লে সব পণ্ড হবে।

যমুনা। দিদি ! কাজটি কি ভাল হ'চ্চে, আমি বলি কাজ নেই ; তিনি টের পেলে কি রক্ষা রাখ্‌বেন ?

মল্লিকা। ঈষ ! আজ বড় সাবধানী হ'য়েছেন, দাদা বাবু রক্ষা রাখ্‌বেন না ; তাতে আমাদের ভয় কি। না দিদি ! তুমি ওর কথা শুন না, তাই ব'লে বুঝি একটি ভদ্রলোকের ছেলের মিছামিছি প্রাণ যাবে।

যমুনা। মিছামিছি আবার কি, অমন তর খুনের প্রাণ গেলেই পৃথিবী যুড়য়, পৃথিবীর পাপ যায়।

মল্লিকা। ঈষ ! কত দিন থেকে তুই পুণ্যির ছালা বেঁধেচিস।

কমলা। আচ্ছা, তুই তবে থাক, মল্লিকে তুই আমার সঙ্গে আয় ; ওকে আজ থেকে দাদার কর্ম্ম ক'ত্তে ব'লিস ; আমার কোন কাজে যেন আর হাত দেয় না।

যমুনা। সে কি দিদি ! আমি একটা কথার কথা ব'ল্‌ছিলাম ব'লে কি রাগ ক'ত্তে হয়, আপনি রাগ ক'ল্লে আমরা দাঁড়াব কোথায় !

কমলা। আচ্ছা ! এখন দাঁড়াতে হবে না, আমার সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

(শৃঙ্খলবদ্ধ কৃপারাম, রামলাল ও প্রদীপ-হস্তে রামসিংহের প্রবেশ।)

রামলাল। দেখ রাম সিং ! বড় সাবধান ! আমি এসেছি, কেউ যেন টের পায় না ; আমি তোমাকে রাজবাটীর জমাদারের কাজ ক'রে

দেব। এখন ঐখানে প্রদীপটা রেখে যাও। দেখ! বড় সাবধান!

রামসিংহ। যে আজ্ঞা! (প্রদীপ রাখিয়া প্রস্থান)

রামলাল। তবে কৃপারাম বাবু! আপনি কেমন আছেন? আপনার শুয়ে শুয়ে মালতী সম্ভোগ হ'চ্চে না কি? এক্ষণে (শৃঙ্খল দেখাইয়া) মালতীর কোমল বাহুদ্বয় আলিঙ্গনে কেমন সুখানুভব হ'চ্চে।

কৃপারাম। (স্বগত) যা ইচ্ছা বলুক, কোন উত্তর দেব না। (ফিরিয়া উপবেশন)

রাম। কেন হে মুখ ফেরালে যে! ঘুমুবে, আলো চক্ষে ভাল লাগে না, তা হবারি কথা, সমস্ত রাত্রি আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয়েছে, একটিবারও চক্ষু মুদ্রিত কর্‌তে অবকাশ পাও নাই, ঘুম পাবারই কথা। একটি বালিশ এনে দেব! মালতীকে ডেকে দেব, গায়ে হাত বুলাবে? আহা! মানুষটি কি শান্ত দেখেছ! কাকেও একটি উচ্চ কথা কন না, তবে দু এক বার আমাকে ভাল বেসে পামর, পাষণ্ড, অধম, নরাধম ব'লে থাকেন। বলি ও শান্ত মানুষটি! একটি বার কথা কও দেখিন। আরে ম'লো কথা কয় না যে, রাতারাতী বোবা হ'য়ে গেল নাকি; রোস, দেখ্‌চি। (কক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া এক খোঁচা)

কৃপা। (সরোসে দণ্ডায়মান) পাষণ্ড! পামর! তুই কখনই ক্ষত্রিয়-সন্তান ন'স। তোর জন্মের অবশ্যই ব্যতিক্রম থাকবে, তা না হ'লে তুই শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দীর নিকট পুরুষত্ব দেখাতে আসিস। তোর অভিসন্ধি কি, খুন ক'র্ব্বি?

রাম। (স্বল্প পিছাইয়া) মহাশয় মনে করেন কি? এই কারাগার থেকে প্রাণ লয়ে আবার বার হ'বেন? (ছুরিকা দৃঢ় ধরিয়া জামা গুড়ান)

কৃপা। (বিস্মিত হইয়া) বলিস কি! তুই না ভদ্রসন্তান, খুন ক'র্ত্তে এসেচিস!

রাম। মহাশয়ের সঙ্গে মিষ্টালাপ ক'র্ত্তে এসেছি। এখন রাম নাম সম্বল করুন; আপনার অন্তিম কাল উপস্থিত। (ছুরিকা উত্তোলন)

(রামসিংহের দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ ও হস্ত ধারণ।)

রামসিংহ। পালাও পালাও ! কোতোয়াল সাহেব, আর কএক জন এই দিকে আস্‌চে।

রামলাল। (চমকিয়া) বটে, তবে শীঘ্র হাত ছাড়, কাজ শেষ ক'রে যাই, রাজা রাজড়ার কাজ কি জানি, যদি ছেড়ে দেয়। (হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা)

রামসিংহ। বাঃ ! বেশ, মজার কথা, উনি কাজ সেরে যান, আর আমার কাল মাথা যাক। তা হবে না, এখন বার হ'য়ে আসুন।

রামলাল। আরে মুক্ষু ! তুই এর বুঝিস কি ? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

রামসিংহ। খেপেচেন না কি ; ঐ পায়ের শব্দ হ'চ্চে ; পালাও পালাও, তোমারও মাথা যাবে, আমারও মাথা যাবে। (বলপূর্ব্বক বাহিরে আনয়ন ও দ্বার রুদ্ধকরণ)

রুপা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) নিরাশ্রয়ো মাং জগদীশ রক্ষঃ।

(দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কোতোয়াল, কমলা, মল্লিকা ও যমুনার প্রবেশ।)

কোতোয়াল। এর নাম রুপারাম ; এই রামদীনকে খুন ক'রেছে। এর এক প্রকার বিচার হ'য়ে গেছে, তবে বড় বাপের ব্যাটা ব'লে এপর্য্যন্ত মশানে দিতে অনুমতি হয় নাই। তেমন বাপের বেটা, কি দুঃখের কথা, আবার ওর মার ঐ বৈ আর কেউ নাই ; কি দুঃখ !

কমলা। (অন্তরালে) মল্লিকে ! কোতোয়াল সাহেবকে একটিবার বাইরে দাঁড়াতে বল না ? আমরা সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করি। উনি থাক্‌লে সব কথা বলবে কেন ?

মল্লিকা। কোতোয়াল সাহেব ! দেবী ব'ল্‌ছেন, আপনি একটিবার বাইরে দাঁড়ান, আমরা দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনার সমক্ষে ত উনি উত্তর দেবেন না।

কোতোয়াল। যে আজ্ঞা ! (কোতোয়ালের প্রস্থান)

কমলা। মল্লিকে ! তুই জিজ্ঞাসা কর্ না রামদীন ওঁর কি এত অনিষ্ট ক'রেছিল যে উনি তার প্রাণ নিলেন।

মল্লিকা। দেবী জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন, তুমি রামদীনকে মেরেছ কেন ?

রুপা। (করযোড়ে) দেবি ! এমন অসম্ভব কথা আপনি কখন মনে

স্থান দেবেন না, রামদীন আমাকে স্বীয় পুত্রের মত স্নেহ কর্‌তেন, তাঁর প্রাণ নষ্ট ক'রে আমার লাভ কি? কিছুই ত নয়, তবে আমি কেন তাঁকে নষ্ট কর্‌ব? দেবি! আমি জগদীশ্বরকে সাক্ষী ক'রে দেবীর সমক্ষে ব'লছি, আমি তাঁর কোন অনিষ্ট করি নাই। আমি তাঁকে স্বীয় পিতার তুল্য দেখ্‌তাম; দেবি! এর অধিক আমি আর কি বল্‌ব।

মল্লিকা। (কমলার প্রতি) দিদি! আমি যা ব'লেছিলাম তাই সত্যি, উনি তাকে মার্‌বেন কেন?

যমুনা। আচ্ছা! তবে লোকে যে ব'ল্‌ছে, তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে অস্বীকার ক'রে রামলালের সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন ব'লে তুমি তাকে নষ্ট ক'রেছ, এ কথা সত্য কি না?

মল্লিকা। তা হবে কেন, তা ত নয়, রামলালের সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকার ক'রেছিলেন; এঁর সঙ্গেই বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। (কৃপা প্রতি) না গো না?

যমুনা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, উনি বড় জানেন! ওঁর সঙ্গে হবে কেন! রাজকুমার রামলালের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছিলেন।

মল্লিকা। তা হ'লেই বা কি? রামদীন ত তাতে রাজী হয় নি।

যমুনা। শেষে ত হ'য়েছিল। ও গো! তার নামি তাই।

মল্লিকা। বটে।

কমলা। আঃ! তোরা গোল ক'রে মরিস্ কেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর্ না।

মল্লিকা। হ্যাঁ, তাই ক'চ্চি। হ্যাঁ গা! তোমার সঙ্গে আগে সম্বন্ধ হ'য়েছিল? না?

যমুনা। না গো! রামলালের সঙ্গে আগে সম্বন্ধ হ'য়েছিল? এই কি না?

কৃপা। আজ্ঞা! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ হবে কি! তাকি হয়!

যমুনা। কেমন শুন্‌লি, রামলালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছিল।

কৃপা। আজ্ঞা! রামলাল বিবাহ কর্‌তে চায় বটে, কিন্তু বাবু তাতে সম্মত হন নি।

মল্লিকা। এখন ত শুন্‌লি, রামলালের সঙ্গে আগে হয় নি?

কমলা। (বিরক্তি ভাবে) আঃ! তোরা চুপ্ ক'র্ব্বিনে, আমি কোতোয়াল মশায়কে ডাক্‌ব। মিচে ঝগড়া ক'রে মরিস্ কেন, উনি কি বলেন শোন না।

মল্লিকা। তাই ত ক'চ্চি, আপনি——

যমুনা। আঃ! তুই ত কথার উপর কথা ক'য়ে যত গোল ক'চ্চিস্।

কমলা। (ক্রুদ্ধভাবে) কোতোয়াল মশায়কে ডাক দেখিন।

উভয়ে। কেন দিদি!

কমলা। তোদের দুজনকে বার ক'রে দেবার জন্যে।

উভয়ে। (যোড় করে) আর হবে না দিদি!

কমলা। আচ্ছা মল্লিকে! তুই জিজ্ঞাসা কর।

(কোতোয়ালের প্রবেশ।)

কোতো। মা! এস্থান অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অনেক ক্ষণ থাক্‌লে অসুখ হবার সম্ভব, আর রাত হয়েচে।

কমলা। আচ্ছা! এঁর শৃঙ্খল খুলে দাও, এঁকে আমি মুক্ত কর্‌তে চাই।

কোতো। (চমকিয়া) দেবি! কুমার সাহেব——

কমলা। আমি কিছু শুন্‌তে চাইনে; তুমি শীঘ্র এর শৃঙ্খল খুলে দাও।

কোতো। (স্বগত) ভদ্র লোকের ছেলেটা যদি বেঁচে যায় ত মন্দ কি, (শৃঙ্খল মোচন) (প্রকাশ্যে) মা! তবে আমার কোন দোষ নাই। (অন্তরে দণ্ডায়মান)

কমলা। মল্লিকে! তুই ওঁকে বল্, আমি যেমন ওঁকে মুক্ত ক'রে প্রাণ দিলাম, উনি যেন তার পরিবর্ত্তে বাড়ী গিয়ে মালতীকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন।

মল্লিকা। (চমকিয়া) মালতীকে হেতা এনে কি হবে দিদি?

কমলা। তোর সে খোঁজে কাজ কি; দাদাকে দিয়ে গোল মেটাব, বুঝেচিস।

মল্লিকা। (শীহরিয়া) হুঁঃ।

কমলা! কৈ বল্ না।

মল্লিকা। (কু-প্রতি) রাজকুমারী বল্‌চেন, যে তিনি আপনাকে খালাস ক'রে দিলেন, আপনি শীঘ্র আপনার দুর্গে গিয়ে মালতীকে বিবাহ

করুন গে, একটুও বিলম্ব করবেন না। বিবাহ ক'রে রাজকুমারীর নিকট পাঠিয়ে দেন গে, যান। তা হ'লে সব গোলযোগ চুকে যাবে।

যমুনা। বাঃ! ও কি হ'ল, ঐ কথা বুঝি দেবী ব'লতে বল্‌লেন, সবতাতেই গিন্নীপণা, দুটো কথা কইতে পারেন না।

কমলা। (বিরক্তি ভাবে মল্লিকার হস্ত টানিয়া) আমি বুঝি ঐ কথা বল্‌তে বল্‌লাম।

মল্লিকা। কেন, তাইতো আপ্‌নি ব'ল্‌তে বল্‌লেন। শীগ্‌গির ক'রে পাঠিয়ে দিতে বল্‌ব? (কৃ-প্রতি) ও গো! তুমি শীঘ্র বিবাহ ক'রে পাঠিয়ে দাও গে।

যমুনা। (মল্লিকাকে ঠেলিয়া সরাইয়া) তা কেন, তাত নয়—ও গো! তুমি মালতীকে কোতোয়ালের সঙ্গে রাজকুমারীর নিকট পাঠিয়ে দাও গে, তা হলেই সব চুকে যাবে।

মল্লিকা। আমিও ত তাই ব'ল্‌ছিলাম;—তুমি এখনি গিয়ে বিবাহ ক'রে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও গে।

যমুনা। না লো না—বিবাহ পেলি কোথেকে———

(দ্রুতবেগে নন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। মা! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে, রাজকুমারকে রামলাল গিয়ে ব'লেচে, তিনি শীঘ্র আস্‌চেন। মা! এই বেলা ছেড়ে দিন, এসে প'ল্লে আর উপায় নাই।

সকলে। তবে তুমি এই সময় পালাও।

(দ্রুতবেগে রামলালের প্রবেশ।)

রামলাল। কোতোয়াল! খবর্দ্দার! ছেড় না, ছেড় না! রাজকুমার আস্‌চেন! (পথ আগলান।)

কমলা। কে আস্‌চে? দাদা আস্‌চেন, তুই পথ আগ্‌লাস। কে আছিস বাঁধ। (দ্বারবানের দ্বারা ধৃত) কোতোয়াল! দাদা আস্‌বার অগ্রে যদি কৃপারামকে ফটকের পার না ক'রে আস্‌তে পার ত, তোমার মাথা আমি নেবই নেব। এখন শীঘ্র নিয়ে যাও।

(কোতোয়াল কৃপারামকে লইয়া প্রস্থান।)

রামলাল। দে-বি- ! আ-মি-আমি———

কমলা। তোদের মতন পাজী লোকের পরামর্শেই দাদা এই সকল অত্যাচারে লিপ্ত হন। বাঁধ, ঐ কড়াতে বাঁধ, বন্দী হ'য়ে কারাগারে রাত্রি যাপন করা কি সুখ, তোমায় দেখাচ্চি।

(রামলালকে বন্ধন।)

মল্লিকা। দিদি ! রাজকুমার আস্‌চেন, আপনি ওকে ছেড়ে দিন, আপনকার পায়ে ধরি, রাজকুমার দেখ্‌লে হিতে বিপরীত হবে ; আপনি ছেড়ে দিন, আর বাঁধবেন না।

নন্দ। দেবি ! মল্লিকে মন্দ কথা বল্‌চে না, ওকে ছেড়ে দিন। আর আমরা এই সময়ে স'রে পড়ি। ঐ বুঝি আস্‌চেন ! (পদশব্দ।)

(নন্দের নারীগণের পশ্চাদ্ভাগে লুকান।)

(কুমার হীরালালের প্রবেশ।)

হীরালাল। কৈ কৃপারাম কোথায় ! (চতুর্দ্দিক অবলোকন) রামলাল একি, তোমায় বাঁধলে কে !

রাম। কুমার ! "রাজারাজড়ায় যুদ্ধ হয়, উলুখাঁকড়ার প্রাণ যায়।"

হীরা। (দ্বারবানের প্রতি) তোদের কে বাঁধতে হুকুম দিলে ?

দ্বারবান। (যোড় করে) কুমার —কুমার—(কমলার প্রতি দৃষ্টি।)

হীরা। (রোষভরে নিকটে গমন) কুমার—তোর মাথা, কে তোকে হুকুম দিলে ?

দ্বারবান। (সভয়ে পিছাইয়া) কুমার ! মা—মা—(কমলার প্রতি দৃষ্টি)

কমলা। (অগ্রসর হইয়া) আমি হুকুম দিয়েছি !

(কোতোয়ালের পুনঃ প্রবেশ।)

হীরা। (কোতোয়ালের প্রতি) এই যে ! কৃপারামকে যে তোমার হেপাজাতে রেখেছিলাম, সে কোথায় ?

কোতোয়াল। আজ্ঞা ! এই মাত্র দেবী———

হীরা। দেবী তোমার মাথা, এখনি তাকে হাজির কর। না পার ত তোমার বাল বাচ্ছা এক গাড় কর্‌ব। (গলা ধারণ) তাকে বার কর।

কোতোয়াল। কুমার ! আমার উপর বৃথা রাগ করেন, আমি আপন-

কারদিগের আজ্ঞাবাহক, যেমন অনুমতি কর্‌বেন তেমনি কর্‌ব, আমার দোষ কি !

কমলা। (হস্ত ধরিয়া) দাদা ! আপনি কোতোয়ালের উপর বৃথা রাগ ক'র্‌চেন, কোতোয়ালের দোষ কি, মহারাজ হুকুম দিয়েছেন, আমি ছেড়ে দিতে আজ্ঞা দিয়েছি, তাই ছেড়ে দিয়েছে।

হীরা। (ফিরিয়া ভ্রূকুটি) মহাশয়কে মহারাজ কবে হ'তে রাজমন্ত্রীর পদে বরণ ক'রেছেন, যে সকল রাজকার্য্যেই হস্তার্পণ কর্‌চেন। স্ত্রীলোক অন্দরে থাক্‌লে ভাল দেখায় না।

কমলা। দাদা ! আজ আপনি কি হ'য়েছেন ? আপনার যা মুখে আস্‌চে তাই ব'ল্‌চেন। আয় যমুনা তোরা আয়, আমি বাবার নিকট যাই, গিয়ে বলি গে ; দাদা আমাকে যা মুখে এল তাই ব'লে গালাগালি দিলেন। মহারাজ অনুমতি দিলেন, আমি কল্লেম। তিনি রাজা না উনি রাজা।

(কমলা চক্ষে বসন দিয়া যমুনা ও মল্লিকা সহ প্রস্থান।)

(নন্দের প্রকাশ।)

হীরা। এই যে পাজী, এত ক্ষণ ওদের পিছনে লুকিয়েছিল। (ত্রস্থ গিয়া ভূতলে নিপাতন) কে আছে ! বাঁধ। (বন্ধন)

নন্দ। ও বাবা গেলুম যে, তোমাদের দোহাই ! আমি কিছু জানি না।

হীরা। বাঁধ শালাকে বাঁধ, শালা নষ্টের মূল, এখনি নিয়ে গিয়ে মাথা কেটে ফেল্‌ গে যা।

নন্দ। ও মা ! ও দেবি ! এই বারে গেলুম যে, মা ! কোথায় গেলে।

(কমলার পুনঃ প্রবেশ)

হীরা। তোর মার নিকুচি ক'রেচে। এই খানেই তোকে দক্ষিণ মশান দেখাচ্চি। (তরবার নিষ্কোসিত করিয়া উত্তোলন।)

কমলা। (হস্ত ধারণ) একি দাদা ! তুমি নন্দকে মার্‌বে কেন, আমার আশ্রিত লোককে মার কেন ! তোমার লোকদের তুমি মার গে।

হীরা। কমলা ! হাত ছেড়ে দাও, আমি ওকে মার্‌বই মার্‌ব। ঐ যত নষ্টের মূল। (হস্ত ছাড়াইয়া লওন।)

কমলা। আপনি কখনই পার্‌বেন না, আমি থাক্‌তে ত পার্‌বেন না।

(নন্দকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা।)

হীরা। এখন নাই হ'ক, এর পরে কি পার্ব্ব না। আচ্ছা! তুমি কেমন ক'রে রাখ্‌তে পার আমি দেখ্‌ব।

কমলা। দাদা! তুমি যদি নন্দের প্রাণ লও ত আমি এই দিব্য কর্‌চি, আমি রামলালের রক্ত না দেখে জলগ্রহণ করব না, তা না পারি ত আমার নাম কমলাই নয়।

কোতোয়াল। (ত্রস্থ নিকটে আসিয়া) কুমার! মহারাজ আস্‌চেন।

(রাজা প্রতাপসিংহের প্রবেশ।)

প্রতাপ। এ কি! ছি ছি! হীরা! তোমার এই কাজ, একটা তুচ্ছ বিষয় লয়ে ভাই ভগ্নীতে কলহ! ছি—এত বড় হ'লে, আর কবে বুদ্ধি হবে। কমলা! মা! তোর এই কাজ, বড় ভায়ের সঙ্গে এমন তর বচসা ক'ত্তে আছে! বড় হ'চ্চিস, বুদ্ধি হবে, শান্ত হবি, না ভায়ে বোনে ঝগড়া!

কমলা। (চক্ষে বসন দিয়া) আমি বুঝি ঝগড়া ক'চ্চি, আমিত কিছুই বলিনি। আপনাকে ব'লে একটি কএদী ছেড়ে দিয়েছি ব'লে দাদা এসে আমাকে যা ইচ্ছা তাই ব'ল্লেন; মহারাজের মন্ত্রী হ'য়েছি, আর কত কি হ'য়েছি ব'ল্লেন; আর আমার সমস্ত লোকের মাথা কাট্‌তে অনুমতি দিয়েছেন। (ক্রন্দন)

প্রতাপ। অ্যাঃ! সে কি হীরা?

হীরা। আজ্ঞা! ওর কথা শোনেন কেন, আমি এত বারণ কর্‌লাম, তথাপি আপনকার নিকট হ'তে ফাকী দিয়ে ব্রতের নাম ক'রে এসে কৃপারামকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে। ঐ নন্দই তার মূল, ওকে আমি এর প্রতিফল দেবই দেব।

কমলা। ঐ শুন্‌লেন, উনি আমার সমস্ত আশ্রিত লোকের মাথা নেবেন, তা হ'লে আমিও ওঁর রামলালের মাথা নেব। (ক্রন্দন)

প্রতাপ। খেপী আর কি! স্ত্রীলোকে এমন কথা মুখে আন্তে আছে, তোমার বড় ভাই, কোথা মান্য ক'র্ব্বে, খেপী আর কি। আচ্ছা! কেউ কারুর লোকের মাথা নিয়ে কাজ নাই।

হীরা। আজ্ঞা! সে যা বলুন, আমি নন্দকে এর প্রতিফল দেবই। না হয় আমিও দেশত্যাগ ক'রে যাব, এমন রাজ্যে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

প্রতাপ। খ্যাপা আর কি? একেই বলে খ্যাপা। ছেলে মানুষ, ছোট বোন, একটা আব্দার ক'রেছে, না উনিও ছোট ছেলের মত আব্দার ধ'ল্লেন; খ্যাপা আর কি! (কমলার প্রতি) দেখ দেখি খেপী, এমন কাজ করে, তোর দাদার যাতে মানহীন হয় এমন কাজ ক'র্‌তে আছে? আমি কি জানি, কৃপারামকে ছেড়ে দেবে। যা'ক, সে কোথায় যাবে এখুনিই তাকে ধ'রে আন্‌ব। আচ্ছা হীরা! তুমি নন্দের উপর রাগ ক'র না, তোমারি আশ্রিত, ওর উপর কি রাগ করে। আর খেপীও রামলালকে ছেড়ে দিক, আর খেপী যেমন কৃপারামকে ছেড়ে দেছে, তুমিও তেমনি তাকে যেখানে পাও ধ'রে আন গে। এ বেশ হ'ল, কেমন? আয় মা আয়, ভাই বোনে এমন ক'রে কি কলহ ক'ত্তে হয়।

কমলা। তবে আমার ছেড়ে দিয়ে কি পুণ্য হ'ল? সেই যদি ধ'রে এনে মাথা নেবেন, তাতে আমার বরং উল্টে মহাপাপ হবে।

প্রতাপ। খেপী আর কি, মাথা নিতে যাবে কেন, ধ'রে আন্‌বে, ধ'রে আন্‌বে। আয় এখন আয়।

(মস্তকে হস্ত দিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা।)

হীরা। রামলাল শীঘ্র সেজে এস, আজ রাত্রেই শেষ ক'ত্তে হবে, দেরি হ'লে পালাবে।

কমলা। ঐ যে মেরে ফেল্‌বেন ব'ল্‌চেন, আপনি বারণ ক'রে দিন।

প্রতাপ। না না মা'র্ব্বে কেন? না হে! মার ধোর ক'রনা—এস—

(কমলার মস্তকে হস্ত দিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান।)

হীরা। কোতোয়াল তুমিও সেজে এস।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক গৃহ।

হীরালাল ও এক জন কিঙ্করের রণসজ্জা।

হীরা। হুঁ, ঐ পায়ের বন্ধটা বেশ ক'রে টেনে দে—(কমলার ও মল্লিকার প্রবেশ ও কমলার বদনে বসন দিয়া ক্রন্দন) বেশ হ'য়েচে; ও কে! (ফিরিয়া দর্শন) দে আমার তরবার দে।

(কিঙ্করের নিকট হইতে তরবার গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যোগ।)

কমলা। (ক্রন্দন করিতে করিতে ত্রস্ত গিয়া পদ ধারণ) দাদা! আর আমি এমন কর্ম্ম কখন ক'র্‌ব না, এবারটি আমায় মাপ করুন।

হীরা। (ত্রস্ত ধরিয়া উত্তোলনের চেষ্টা) একি কমলা! ছি ছি! তার এত কান্না কেন, উঠ উঠ।

কমলা। না আমি কখনই উঠ্‌ব না! আগে বলুন যে আমাকে ক্ষমা ক'রেচেন, আমার উপর রাগ করেন নি, তবে উঠ্‌ব।

হীরা। না না রাগ ক'র্ব্ব কেন, খেপী আর কি! উঠ উঠ। (উঠিয়া কমলার চক্ষে বসন দিয়া ক্রন্দন) এর নাম কি পাগ্‌লামী। আবার কাঁদে, কি হ'য়েচে।

কমলা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দাদা! আপনি যদি রাগ করেন ত আমার আবদার কে রাখ্‌বে, মা নেই যে তাঁর কাছে ক'র্ব্ব। (ক্রন্দন)

হীরা। দেখ দেখিন, কথা ব'ল্লে, কোন কথা শুন্‌বে না, আর এম্‌নি ক'রে কাঁদ্‌বে; আমার কি ইচ্ছা, তোমাকে কিছু বলি; তুমিই ত পাকে প্রকারে আমাকে বলাও, সে যা হ'ক, তার আর এত কান্না কেন, আমি বল্‌চি, নন্দকে কিছু বল্‌ব না; হ'য়েছে ত?

কমলা। দাদা! আমি ছোট বোন, মেয়ে মানুষ, কম বুদ্ধি, আমি একটা মন্দ কাজ ক'রেছি ব'লে কি আপনিও কর্‌বেন; আমি আপনার অমতে কৃপারামকে মুক্ত ক'রেছি ব'লে কি আপনি তার প্রাণ নষ্ট কর্‌বেন——

হীরা। আহা! আমার কি কম-বুদ্ধি, নেই আঁকড়ে বোনটি, যা একবার ধর্‌বেন, তা কার সাধ্য ছাড়ায়! বোন! ও কোটটি ছাড়, ওটি আমি পার্‌ব না।

কমলা। (চক্ষুঃ হইতে অঞ্চল লইয়া) দাদা! ওটি আপনাকে পাত্তেই হবে, ওটি না পাল্লে আমার নামে জন্মের মত কলঙ্ক হবে, আশা দিয়ে অন্যথা ক'র্‌লে আমার মহাপাতক হবে, আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌ব না, আপনাকে পাত্তেই হবে।

হীরা। বেশ কথা ব'ল্লে, তুমি যদি লজ্জায় মুখ দেখাতে না পার ত আমি কেমন ক'রে পার্ব্ব। আমার বুকে ব'সে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্চে, তা বুঝি দেখ্‌তে পাচ্চ না। কমলা! তুমি ও কথার নাম ক'র না, আমি ওটি পার্ব্ব না, তুমি আমায় বৃথা আকিঞ্চন ক'র না।

কমলা। দাদা! আপনকার বুকে ব'সে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্চে কি! আপনি আমার কথা রাখ্‌বেন না তাই বলুন, আমি ত আপনকার কেউ নই, রামলাল আমার চেয়ে আপনকার আত্মীয়; যান, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন গে।

(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

হীরা। তা কমলা! তোমার যা ইচ্ছা তাই বল না কেন, ওটি আমি পার্ব্ব না।

কমলা। তা পার্ব্বে কেন, আমি ত রামলাল নই, আমি ওঁর এক মাত্র সহোদরা ভগিনী বৈ ত নই, আমার মান অপমান দুঃখ সুখ আপনকার পক্ষে কি!

হীরা। তা তোমার যা ইচ্ছে বল না কেন।

কমলা। (চক্ষে অঞ্চল লইয়া) দাদা! আপনকার দুঃখিনী ভগিনীর উপর স্নেহ কি একেবারে গেছে!—দাদা! আপনি কৃপারামের মাথা নেন গে, কিন্তু ফিরে এসে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, দাদা! এই আপনকার সহিত আমার শেষ দেখা, এ অপমান আমি কখনই সহ্য কর্‌ব না। রামলাল কীটানুকীট, তার কথা আমা অপেক্ষা ভারী হ'ল। আমি কি এ রাজ্যে কেউ নই, আমার মা নাই ব'লে কি

আমি বানে ভেসে এসেচি ; দাদা ! আপনি রামলালের মনস্কামনা পূর্ণ করুন গে, কিন্তু দুঃখিনী ভগিনী এজন্মের মত বিদায় লয়।

(বসিয়া ক্রন্দন।)

হীরা। কমলা ? ছি ছি ! এর নাম কি কথা ! তোমার আজ কি হ'য়েছ, তোমার এত জেদ কেন ? (স্বযত্নে চক্ষু হইতে হস্ত মোচন করিয়া) কমলা ! তোমার এত আকিঞ্চন কেন, তোমার কি ইচ্ছা, যে কৃপারাম আমার অপমান অগ্রাহ্য ক'রে মালতীকে বিবাহ করে, আমি হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌ব। কমলা ! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার বোধ নাই যে রাজার অপমানে প্রজার অপমান, প্রজারা এমন কাপুরুষ রাজাকে রাজ্য দেবে কেন ? কমলা তুমি খেপেচ, মালতীকে উদ্ধার ক'রে যদি রামলালের সহিত বিবাহ না দিতে পারি ত আমাদের এ রাজ্য থাকা দুঃসাধ্য।

কমলা। আমি কি মেয়েটির রামলালের সহিত বিবাহ দিতে বারণ ক'চ্চি, আপনি কৃপারামের প্রাণদণ্ড কর্‌বেন কেন ; সেত মেয়েটিকে নিয়ে পালায়নি।

হীরা। সে পালায়নিত ভূতবুড়ীর মা নিয়ে পালিয়েছে, অবশ্য ভিতরে সড় ছিল।

মল্লিকা। (যোড় করে) কুমার ! যদি অনুমতি করেন ত আমি একটি কথা বলি।

হীরা। কি বল।

মল্লিকা। কুমার ! আপনকার যদি শুদ্ধ মালতীকে উদ্ধার কর্‌বার মানস থাকে, ত আমায় সঙ্গে ক'রে লয়ে চলুন, তা না হয়, আপনি এইখানে থেকে আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি যে আমি নিরুদ্বিগ্নে অদ্যই মালতীকে দেবীর নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌ব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কৃপারাম যাবার সময় অঙ্গীকার ক'রে গেছে, যে যদি মালতী তাঁর দুর্গে থাকে ত আমি গেলেই তিনি আমার সহিত তাঁহাকে দেবীর নিকট পাঠিয়ে দিবেন।

হীরা। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এ বেশ কথা, কিন্তু যদি না হয়, ত আমার দোষ নাই, কেমন কমলা এইত।

কমলা। হ্যাঁ, যদি না দেয় ত আপনকার যা ইচ্ছা তাই কর্‌বেন, অনর্থক প্রাণ নষ্ট করেন কেন।

হীরা। (হাসিয়া) আচ্ছা, তবে মল্লিকাকে শীঘ্র সাজিয়া আস্‌তে বল, আমরা এখনই রওনা হব। তবে আমি আসি, মল্লিকা শীঘ্র এস, আমি দাঁড়াতে পার্‌ব না।

মল্লিকা। কুমার! আর একটি কথা আছে; আমি আপনকার সহিত যাচ্চি কেউ যেন টের পায় না। কেবল কোতোয়াল মশায়কে গোপনে বলে যাবেন, আমি তাঁর সঙ্গে যাব।

হীরা। আচ্ছা যা ইচ্ছা তাই ক'রো, কিন্তু দেখ আমার কোন বদনাম না হয়, এখন শীঘ্র এস।

মল্লিকা। আজ্ঞা, আমি এই চল্‌লাম, দিদি আস্থন।

কমলা। মল্লিকা (হস্ত ধরিয়া) তুই যদি নিরুদ্বিগ্নে এই কার্য্যটি সমাধা কর্‌তে পারিস ত ফিরে এলে যা চাইবি আমি তাই তোকে দেব।

মল্লিকা। তবে দিদি আমি আগেই চাই, আমি নিশ্চয় পার্‌ব জানি।

কমলা। কি চাস বল?

মল্লিকা। দিদি! মালতীকে যেন রামলাল কখন বিয়ে কর্‌তে না পারে, এই আমার ভিক্ষা। এখন চলুন, দেরি হ'লে কুমার বিরক্ত হবেন। দেখ্‌বেন, ভুল্‌বেন না।

কমলা। আচ্ছা, তুই একবার এনে দে, কে বিয়ে করে দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের দুর্গ।

কৃপারাম ও মল্লিকা।

কৃপা। আমিত প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না, মনুষ্যের মান গেলে আর বাঁচিয়া সুখ কি! কুমারকে বল্‌বেন যে আমি তাঁর দাস, তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, যে এ কার্য্য প্রাণ থাক্‌তে কেউ পারে কি না। আমাকে রামে মাল্লেও মারে, রাবণে মাল্লেও মারে, তবে ক্ষত্রিয় সন্তান হ'য়ে এমন কাপুরুষের মত ঘৃণিত কার্য্য কর্‌ব কেন? রামলালের সঙ্গে মালতীর বিবাহ আমি প্রাণ থাক্‌তে দিতে দিব না।

মল্লিকা। রামলালের সঙ্গে বিবাহ না দিবার উপায় ত আপনকার হস্তে র'য়েছে, আপনি স্বয়ং কেন মালতীকে বিবাহ ক'রে আমার হস্তে সমর্পণ করুন না, আমি এক্ষণেই একেবারেই রাজকুমারীর হস্তে সমর্পণ করিগে।

কৃপা। (জিহ্বা কাটিয়া) কি বলেন, আমি কি মালতীকে বিবাহ কর্‌তে পারি!

মল্লিকা। তবে আপনকার এ বিসম্বাদ মিটাবার ইচ্ছা নাই, তাই বলুন। বিবাহ কর্‌তে পারেন না, কি?

কৃপা। বিবাহ কর্‌ব কি, মালতী যে আমার সম্পর্কে ভগিনী হন।

মল্লিকা। বলেন কি! আপনকার ভগিনী! তবে উপায়! রামলাল ত তবে মালতীকে বিবাহ কর্‌বে!

কৃপা। তাত আমি প্রাণ থাক্‌তে দিব না, আর মালতীও প্রাণ থাক্‌তে সম্মত হবে না।

মল্লিকা। তাত আর আপনকার কথায় রবে না, রাজকুমার দিলে কে রাখ্‌বে।

কৃপা। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ ত নয়।

মল্লিকা। সে আর কতক্ষণ, শুদ্ধ আমার ফিরে যাবার অপেক্ষা বৈত নয়।

কৃপা। অসহায়ের সহায় জগদীশ!

মল্লিকা। শুদ্ধ জগদীশ্বরের উপর মাদার দিলে কি হবে, তার অপেক্ষা আমি যা বলি যদি সম্মত হন ত হয়। আপনি মালতীকে দিতে স্বীকৃত হ'ন, আমি এখন আপনকার সহিত বিবাহ হ'য়েছে ব'লে ল'য়ে যাব। একবার রাজকুমারীর নিকট পৌঁছিতে পা'ল্লে আর কোন ভাবনা নাই।

কৃপা। আমার সহিত বিবাহ হয়েছে! এ কথা ত আমি মুখথেকে বার কর্‌তে পার্‌ব না।

মল্লিকা। তবে আপনি নিতান্তই শুন্‌বেন না।

কৃপা। আমি পারি কৈ।

মল্লিকা। (কৃপারাম-দত্ত অঙ্গুরী দেখাইয়া) এ অঙ্গুরী চেনেন?

কৃপা। (দেখিয়া) হুঁ, চিনি।

মল্লিকা। কি ব'লে দিয়েছিলেন, মনে আছে।

কৃপা। হুঁ, মনে আছে, প্রাণ চান্‌ত দিব।

মল্লিকা। আমরা প্রাণ চাই নে, তুমি এইটিতে সম্মত হও। তা না হ'লে সব দিক্ নষ্ট হয়।

কৃপা। প্রাণই স্বীকার ক'রেছি, প্রাণ নিন, ওটি পার্‌ব না।

মল্লিকা। কি আপদ! তোমার মত একগুঁয়ে মানুষ ত আমি কখন দেখি নি। তবে বাবু তোমাকে খুলে বলি, মালতীকে যদি রামলাল বিয়ে ক'রে ত আমার প্রাণ থাকা ভার হবে; তোমায় প্রাণ দিয়েছি, এখন আমার প্রাণ বাঁচাও।

কৃপা। আর কোন উপায় থাকে ত বলুন। আমি আমার মুখ থেকে ভগিনীকে বিবাহ করেছি, এ কথা সকলের সমক্ষে বল্‌তে পার্‌ব না।

মল্লিকা। আচ্ছা, তোমায় না বল্‌তে হ'লেই ত হ'ল, আমি এখন বল্‌ব, তুমি তাতে কোন কথা কৈও না। এতে সম্মত হ'তে ত পারেন।

রূপা। আমাকে না যদি বল্‌তে হয় আর আপনকার প্রাণ বাঁচে তো পারি।

মল্লিকা। পারেন্ তো?

রূপা। হুঁ।

মল্লিকা। দেখ্‌বেন যেন অন্যথা না হয়।

রূপা। না, অন্যথা হবে না।

মল্লিকা। তবে এখন আমি আসি।

রূপা। আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, বল্‌বেন?

মল্লিকা। কি কথা! বলুন।

রূপা। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা, কাননে যে স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলাম, তিনি কে? আপনকারদিগের সখী, না আর কেউ?

মল্লিকা। সে কি! আপনি কি তখন তা স্থির কর্‌তে পারেন নাই, আর একবার স্পষ্ট দেখ্‌লেন, তবুও কি জান্‌তে বাকী আছে?

রূপা। কৈ আর একবার কোথায় দেখ্‌লাম!

মল্লিকা। কেন, তোমার শৃঙ্খল মুক্ত কে কর্‌লে, ভাল ক'রে বুঝি দেখনি।

রূপা। (চমকিয়া) রাজকুমারী না আমায় মুক্ত ক'রে দিলেন?

মল্লিকা। হুঁ, তিনি।

রূপা। (শীহরিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস) তবে আপনি আসুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের এক প্রাঙ্গন।

মালতী আসীনা।

মালতী। এইখান দিয়ে মল্লিকাকে যেতে হবে, এইখানে বসি, তা হ'লে দেখা হবে। (একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এক আসনে উপবেশন।)

(মল্লিকা ও কুমার হীরালালের প্রবেশ।)

হীরা। (মালতীকে দেখিয়া চমকিয়া স্বল্প পিছাইয়া দণ্ডায়মান) বাঃ!

কি সুন্দরী ! এই মালতী ? তবে কৃপারামের তত দোষ নাই, আমি পাইলেও সহজে ছাড়্‌তে পার্‌তাম না।

মল্লিকা। কৈ (দেখিয়া) তাইত (হীরার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) আপনকার কি এত সুন্দরী বোধ হ'চ্চে।

হীরা। তোমার বুঝি সুন্দরী বোধ হ'চ্চে না ! তোমার দোষ নাই, এ স্ত্রীজাতীর দোষ, নিজে ভিন্ন কাকেও সুন্দরী দেখে না।

মল্লিকা। কুমার ! আমি তা বল্‌চি না, উনি অদ্বিতীয় সুন্দরী তার কোন ভুল নেই। আমি বল্‌তেছি, যদি আপনকার চক্ষে এত সুন্দরী বোধ হয়েছে, তবে পরকে দিবেন কেন, আপনি ল'ন না কেন ?

হীরা। (জিহ্বা কাটিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তবে ধর্ম্ম কোথায় ! রামলালকে যে আমি বাক্‌দত্ত হয়েছি।

মল্লিকা। (হাসিয়া) তবে সত্য বল্‌তে কি, ও মেয়েটিকে আমি চিনি না।

(মালতী দেখিতে পাইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দ্বারের এক বাল ভেজাইয়া দিয়া দণ্ডায়মান।)

হীরা। মল্লিকে ! কে ও জিজ্ঞাসা কর্ না ; দ্বার দেয় যে।

মল্লিকা। কে গা আপনি ? (অগ্রসর হওন)

হীরা। (মল্লিকার হস্ত ধরিয়া) মল্লিকে ! তুমি যদি আর একবার মুখ দেখাতে পার ত, তুমি যা চাবে তাই দিব। (স্বগত) দুর্গা করুন মালতী যেন না হয়।)

মল্লিকা। আপনি কি খেপেচেন, ভদ্রলোকের মেয়ে মুখ দেখ্‌বেন কি ব'লে। আর ও দেখাবে কেন।

হীরা। তোর পায়ে ধরি, (মালতী দুই দ্বার রুদ্ধ করণ) ঐ যে দোর দেয়।

মল্লিকা। তবে আপনি একটু স'রে দাঁড়ান, আমি দেখ্‌চি।

হীরা। আচ্ছা আচ্ছা ! আমি দাঁড়াচ্চি ! (হীরার প্রস্থান।)

মল্লিকা। (স্বগত) (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ) পরমেশ্বর করুন তাই হ'ক, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারুক। (দ্বারে হস্ত দিয়া খুলিয়া) আপনি কে ? কৃপারামের ভগিনী ?

মালতী। হুঁ ! আপনকার নাম কি মল্লিকা, আপনি কি দূতী হ'য়ে এখানে এসেছেন ?

মল্লিকা। হুঁ, আমার নামি মল্লিকা! (মৃদুস্বরে) রাজকুমারী তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি যা বলি, শীঘ্র শুনুন, তা না শুন্‌লে কোন প্রকারে রক্ষা নাই; আপনার নামইত মালতী?

মালতী। হুঁ, আমি আপনকার সহিত দেখা কর্‌ব ব'লে হেতায় দাঁড়িয়ে র'য়েছিলাম।

মল্লিকা। কেন? আচ্ছা সে কথা এখন পরে হবে, এখন আমি যা বলি শীঘ্র শুন, আমি এক্ষণি ঐ আমার সঙ্গের লোকটিকে তোমার নিকট এনে তোমার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে প্রাণগেলেও মালতী ব'লো না, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে; কৃপারামের প্রাণ যাবে, আর তোমারও রামলালকে বিবাহ কর্‌তে হবে।

মালতী। (সভয়ে) তবে আমি কি বল্‌ব?

মল্লিকা। তুমিত কৃপারামের সম্পর্কে ভগিনী?

মালতী। হুঁ।

মল্লিকা। তবে তাই বো'ল না।

মালতী। আর্ কি নাম ব'ল্‌ব।

মল্লিকা। নাম নাম-ব'লো মাধবীলতা; (হীরার উকি মারা) এখন বাইরে আস্থন, (হস্ত ধরিয়া বাহিরে আনন।)

মালতী। আচ্ছা! দেখ্‌বেন আপনি আমাদের ভরসা।

মল্লিকা। (হীরার প্রতি) আপনি এদিকে আস্থন, (হীরার প্রবেশ) ইনি কৃপারামের ভগিনী, এঁর নাম মাধবীলতা (মালতী প্রতি) আপনি এঁকে একটিবার মুখ দেখান, (হীরার প্রতি) আর আপনিও এঁকে বেশ ক'রে দেখে রাখুন; আপনি এক্ষণে এঁদের রক্ষাকর্ত্তা; যদি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে আবশ্যক হয় ত আপনি এঁকে চিন্‌তে পার্‌বেন। (মালতীর অবগুণ্ঠন উত্তোলন।) (হীরার প্রতি হাসিয়া) আপনি বেশ ক'রে দেখ্‌লেন ত; ইহার পর দেখ্‌লে ত চিন্‌তে পার্‌বেন?

হীরা। হুঁঃ পার্‌ব বৈ কি, কিন্তু একটিবার চাইলে ভাল হয় না, একটিবার চাইতে বলুন।

মল্লিকা। সত্যই ত; আপনি চোক বুজে র'য়েছেন তা আমি দেখি নি; এঁর নিকট লজ্জা কর্‌বেন না; ইনিই আপনকারদিগের সহায়, এঁর সঙ্গে কথা কইতে হবে, লজ্জা কর্‌লে কর্ম্ম চল্‌বে কেন, এঁকে আপনার লোক বিবেচনা ক'র্ত্তে হবে, লজ্জা ক'রো না লজ্জা ক'রো না, চাও।

হীরা। মল্লিকে ঠিক ব'লেছে; আপনি আমাকে পর ভাব্‌বেন না, আমি আপনারি লোক, আমাকে আপনকার দাস জান্‌বেন। (মল্লিকার জিহ্বা কাটিয়া হাস্য, হীরা চক্ষু টিপিয়া) কেমন মল্লিকে! আমি ওঁর আপনারি লোক।

মল্লিকা। কথাই ত, আপনি অনুগ্রহ না কর্‌লে কে কর্‌বে।

মালতী। (ভূতলে চাহিয়া) আপনি এমন কথা বল্‌বেন না; আমাদের এ বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রে দিন, আমরা আপনকার চিরকাল দাস দাসী হ'য়ে থাক্‌ব। (কর যোড়ে) বলুন যে আমাদের এ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্‌বেন।

মল্লিকা। (পশ্চাৎ হইতে) ছেড় না, পা ধর্ গে, ছেড় না।

হীরা। না না, এমন কাজ কর্‌বেন না।

মালতী। (হীরার প্রতি বদন তুলিয়া দৃষ্টি) (স্বগত) কুমার! (ত্রস্ত বসিয়া পদ ধারণ করিতে গমন); প্রকাশ্যে, আপনি রক্ষা করুন।

হীরা। (ধরিয়া) ওঠ ওঠ, আমি ক'র্ব্ব বৈ কি, তুমি এক তিলও সন্দেহ ক'র না।

মালতী। আমি তা ছাড়্‌ব না, আপনি আপনকার তরবার ছুঁয়ে বলুন।

হীরা। তরবার কি, এই আমি স্ত্রীলোকের মস্তক ছুঁয়ে বল্‌ছি, (মস্তকে হস্তার্পণ) আমি কৃপারামকে রক্ষা কর্‌ব। এখন উঠুন।

মালতী। দেব! আপনি যেমন সুখী কর্‌লেন, মা ভবানী করুন, যেন আপনি তেমনি চিরসুখী হন।

মল্লিকা। উনি যদি তোমাকে এত সুখী কর্‌লেন, তার পরিবর্ত্তে তুমি বুঝি ভবানীর উপর ভার দিয়ে কথায় সার্‌লে।

মালতী। আমি দুঃখিনী তাতে অবলা স্ত্রীজাতি, আমার কথা বৈ আর

কি আছে যে দিব ; আমার কি এমন ভাগ্য যে ওঁর এ ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব।

হীরা। যদি এ ঋণ পরিশোধ কর্‌বার ইচ্ছা থাকে ত পারেন ; অনুমতি দেন ত আমি বলি। আপনকার কাছে আমারও একটি চাবার আছে। (বসিয়া কর ধারণ) তবে কি চাব ? কৈ কোন উত্তর দিলেন না যে ! চাব না ?

মালতী। (হস্ত টানিয়া লইয়া) আমি এমন কথা বলি নে, তবে আমি স্ত্রীলোক, আমি আপনাকে দিতে পারি এমত কিছু চাবেন।

মল্লিকা। (স্বগত) ষাঁড়ের শত্রু বাঘে নিয়েছে। (প্রকাশ্যে) কুমার ! আপনি চা'ন না।

হীরা। ছি ছি মল্লিকে, কুমার কে।

মল্লিকা। (কর যোড়ে) কুমার ! স্ত্রীলোকের সঙ্গে আর প্রবঞ্চনা উচিত হয় না।

(অবগুণ্ঠন টানিয়া মালতীর অল্প সরিয়া উপবেশন।)

হীরা। ওকি আপনি যে স'রে বস্‌লেন, তবে কি আমায় দেবার ইচ্ছা নাই।

মল্লিকা। আপনি চা'ন না কেন ? না দেবার ইচ্ছা থাক্‌লে এতক্ষণ উঠে যেতেন।

হীরা। তবে আমি চাই। আমি তোমাকেই চাই।

মালতী। কুমার ! আমি আপনকার দাসী, আমার সঙ্গে পরিহাস কি আপনকার শোভা পায়।

হীরা। (হস্ত ধরিয়া) সে কি মাধবি ! তুমি পরিহাস মনে ক'র না আমি সত্য বল্‌ছি, আমি মনের সহিত বল্‌ছি।

(মালতীর মৌনভাবে স্থিতি।)

মল্লিকা। (স্বগত) একেবারে পাকাপাকি ক'রে ফেলি, আর ছাড়া নয়। (প্রকাশ্যে) কুমার ! স্ত্রীলোকে ও বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারে না, আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি কৃপারাম বাবু'কে ডেকে আনি।

হীরা। মল্লিকে ! তোমার বুঝি আর দেরি সয় না। আগে মাধবী হুঁ দিন, তার পরে অন্য বিবেচনা।

মল্লিকা। কুমার! আমি তা বল্‌চি নে, কৃপারাম বাবু অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা কর্‌চেন।

হীরা। অনেকক্ষণ ক'রছেন ত আর একটু ক'র্‌লে বড় অধিক কষ্ট হবে না।

মল্লিকা। মালতী দিদি! এমন কপাল সকলের হয় না, একটিবার হুঁ দিলে যদি রাজরাণী হওয়া যায় ত আমি একবার ছেড়ে একশবার হুঁ দিতে পারি। একটিবার হুঁ দাও না কেন, সব চুকে যাক। একটি-বার হুঁ দাও।

মালতী। কি বল্‌ব।

মল্লিকা। বল হুঁ।

মালতী। হুঁ।

হীরা। (হস্ত ধরিয়া) সত্য হুঁ, মনের সহিত হুঁ।

মল্লিকা। কুমার! মনের সহিত কি না, এই দেখুন না কেন? (অবগুণ্ঠন উত্তোলন) এতেও যদি আপনি সন্তোষ না হন ত, বল্‌তে পারি না।

(মালতীর অবগুণ্ঠন দেওন।)

হীরা। (হস্ত ধরিয়া) ও কি তা হবে, আমার জিনিস আমি দেখে নি আগে।

মল্লিকা। কুমার! যদি এখন অনুমতি হয় ত কৃপারাম বাবুকে ডেকে আনি। অদ্যই বিবাহ হ'ক।

হীরা। (হাসিয়া) আমার ইচ্ছা তাই। তবে কি না, লোকে নিন্দা কর্‌বে। এর পর আমি বল্‌ব এখন।

মল্লিকা। তবে মালা বদল ক'রে রাখুন, আমি সাক্ষী রৈলাম। কুমার! আমার ঘটকালিটে যেন ভুল্‌বেন না।

হীরা। তার কি আর ভুল আছে, তুমি যা চা'বে তাই দেব। কি চাই বল।

মল্লিকা। কুমার! যদি সদয় হলেন, তবে এই ভিক্ষা দিন, যে আমার আবশ্যক হ'লে আমি চাব।

হীরা। আচ্ছা তাই দেব।

মল্লিকা। কুমার! আমায় মাপ কর্‌বেন, আপনি রাজকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, ভুল্‌বার সম্ভব, স্মরণার্থ ঐ অঙ্গুরীটি দিন।

হীরা। (হাসিয়া) এই লও। (অঙ্গুরী প্রদান।)

মল্লিকা। (লইয়া) কুমার! তবে মালা বদল করুন। (মালা বদল।) কুমার! কৃপারাম এই দিকে আস্‌ছেন, এখন ছেড়ে দিন (মালতীকে ধরিয়া অন্তরে) তোমার এঁ ওঁড়্‌নাখানি শীঘ্র বদ্‌লাইয়া অন্য রঙ্গের আর একখানি ওড়্‌না পর গে। আর তোমায় হেতায় আন্‌লে বেশ ক'রে মুখ ঢেকো; আমি যা ইচ্ছে বলি না কেন, কোন কথা কহিও না।

মালতী। কেন কি হবে, আমায় আগে বল।

মল্লিকা। ঐ তো দোষ, এর পরে শুন না কেন, রাজরাণী ক'রে দিলাম, তবুও বিশ্বাস হয় না।

মালতী। আচ্ছা, আমি উড়্‌না বদ্‌লাই গে। (প্রস্থান।)

মল্লিকা। (স্বগত) এত দূর অবধি ত সুপথ হ'ল, কিন্তু যদি কুমার টের পান তো কি হবে। আচ্ছা! একবার ব'লে দেখি না। (প্রকাশ্যে) কুমার! আপনি কি কর্‌লেন, ও মেয়েটি কে? মালতী ত নয়।

হীরা। (চমকিয়া) কি বল্‌লে মালতী! (মহাক্রোধে) মল্লিকে! তুমি জেনে এ কাজ ক'রেছ, তুমি স্ত্রীলোক অবধ্য, কিন্তু উল্টা গাধা ভুল না।

মল্লিকা। (সভয়ে স্বগত) তবেই সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) কুমার! আমায় মাপ কর্‌বেন, আমি মালতীকে চিনিনে।

(কৃপারামের প্রবেশ।)

কৃপা। (নমস্কার করিয়া) কুমার! আমি আপনকার দাস; দাসকে বন্দী কর্‌বার জন্য এত কষ্ট লওয়া আপনকার উপযুক্ত হয় নাই, আপনি আজ্ঞা কর্‌লেই আমি আপনি হাজির হতাম। কুমার! এ সমস্তই আপনকার, তবে আমার বলা বাহুল্য মাত্র, আপনি রাখ্‌লে আপনকারই রৈল, নষ্ট কর্‌লে আপনকারি নষ্ট হ'ল, আপনকার নিকট আমার মান অপমান কি! তবে লোকে প্রাণ অপেক্ষা মানকে বড় দেখে, রামলালও আপনকার প্রজা, আমিও আপনকার প্রজা, যদি আমার মানহানি ক'রে তার মান বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ হয় ত আপনি করুন। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়সন্তান, আমার অগ্রে মস্তক ল'য়ে পরে যেন করেন, আমার এই ভিক্ষা।

হীরা। কৃপারাম! তুমি যে সকল কাজ করেছ, তা শুদ্ধ রামলালের বিপক্ষে হ'ত, তা হ'লে রাজবিচারে যেমন হ'ত তেমনি হ'ত, আমার হস্তার্পণের কোন কারণ থাক্‌ত না। কিন্তু তুমি বিলক্ষণ বুঝেছ যে এক্ষণে আমার মান লয়ে টানাটানি, সুতরাং মালতীকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রে আমার মানরক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য, তুমি মালতীকে আমার হস্তে দাও. তোমার মান আমার; ইহা অপেক্ষা আর কি বল্‌ব।

কৃপা। কুমার! আমি আপনকার বন্দী, আপনকার যাহা ইচ্ছা তাই করুন।

মল্লিকা। (স্বগত) আর অধিক কথা ভাল নয়। (প্রকাশ্যে) কুমার! অনুমতি হয় ত মালতী দেবীকে আন্‌তে বলি (এক জন প্রহরীর প্রতি) তুমি মালতী দেবীকে লয়ে এস। (হীরার প্রতি) কুমার! এক্ষণে মালতীকে লয়ে আমাকে যাত্রা কর্‌তে অনুমতি কর্‌লেই সমস্ত চুকে যায়। (রামলালের প্রবেশ।) (স্বগত) সর্ব্বনাশ এসে পড়্‌ল যে!

হীরা। এই যে রামলাল! রামলাল! কৃপারাম মালতীকে আমার হস্তে অর্পণ কর্‌চেন, অদ্য মল্লিকার সঙ্গে রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করা যাক, কি বল।

রামলাল। কুমার! তা অপেক্ষা আমার হস্তে সমর্পণে ত কোন দোষ হ'তে পারে না। আর সর্ব্ব প্রকারে সুবিধা হয়।

হীরা। মন্দ কি! সেই ত সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা। (স্বগত) কমলা আবার কি একটা বাধিয়ে বস্‌বে।

মল্লিকা। কুমার! আপনি কুমারীর নিকট কি ব'লে আমাকে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, বোধ হয় ভুলে গেছেন। একেবারে তাঁর নিকট পাঠাবেন, আপনি স্বীকার ক'রে এসেছেন।

হীরা। কৈ না, বরং কমলা মালতীর সঙ্গে রামলালের বিবাহ দিতে ব'লেছেন।

মল্লিকা। কুমার! আপনি যদি এ কথা বলেন ত আমি আর কি বল্‌ব, তবে আমাকে একটি ভিক্ষা দিবেন ব'লেছেন, আমাকে সেই ভিক্ষাটি দিন।

(অবগুণ্ঠনাবৃত মালতীর প্রবেশ।)

হীরা। কি আপদ, মেয়েরা যা একবার ধরে, কার সাধ্য তা ছাড়ায়, এ নিয়ে গিয়ে যে কি লাভ ত আমি দেখ্‌তে পাচ্চি না। তুমি নিয়ে গেলেই সন্তুষ্ট হও? নিয়ে যাও, আপদ যাক। যাও নিয়ে যাও।

মল্লিকা। কুমার! তবে বিদায় হই। (মালতীর হস্ত ধরিয়া) এস দিদি এস।

রামলাল। কুমার!

হীরা। (পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া) কিছু ভয় নাই হে, কিছু ভয় নাই। ও তোমারি হবে। তবে সব দিক যদি বজায় থাকে ত হানি কি। (কৃপারামের প্রতি) কৃপারাম তবে তুমি শীঘ্র আমার শিবিরে এস।

রামলাল। (শীঘ্র মল্লিকার নিকট গিয়া) (অন্তরালে) মল্লিকে এর শোধ দেব।

মল্লিকা। সে গুড়ে বালী, মালতী কে শুন্‌বে ত এস।

(রামলালের ও মালতীকে লইয়া মল্লিকার সঙ্গে প্রস্থান।)

কৃপা। কুমার! আপনি অগ্রসর হ'ন, আমি শীঘ্র আস্‌ছি। (প্রস্থান)

(দ্রুতপদে রামলালের প্রবেশ।)

রাম। কুমার! সব পণ্ড হ'ল সব পণ্ড হ'ল, আমাদের পরিশ্রম বৃথা হ'ল।

হীরা। কেন কি হ'য়েছে!

রাম। কুমার! কৃপারাম মালতীকে বিবাহ করেছে, কুমার! এ অপমান আপনকার, এ কলঙ্ক আপনকার।

হীরা। কে বল্‌লে বিবাহ ক'রেছে?

রাম। আজ্ঞা মল্লিকা আমায় বাহিরে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, তাই রাজকুমারীর নিকটে লয়ে যেতে এত জেদ। কুমার! এ কলঙ্ক রাখ্‌বার স্থল নাই।

হীরা। তাইত, এ কাজটি বড় গর্হিত হয়েছে, যা হক, যদি যথার্থই হয়ে থাকে ত কৃপারামের মাথা নিয়ে লাভ কি, তুমিত আর বিধবা বিবাহ কর্‌বে না; তবে আর লাভ কি, তা অপেক্ষা তোমাকে একটি পরম সুন্দরী কন্যা দেখে বিবাহ দিব, আর—আর মালতীর বাপের সমস্ত বিষয় দিব, কেমন! এখন এস।

রাম। কুমার! এ অপমান যদি আপনকার সহ্য হয়, আমি দাস কি বল্‌ব।

হীরা। (স্বগত) তাইত কাজটা বড় গর্হিত করেছে, আমাকে উল্‌টে পাল্‌টে বেবাগে ফেল্‌ছে। (প্রকাশ্যে) এখন, এস পরে দেখা যাবে।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামলালের শিবির।

রামলাল ও মল্লিকা।

রাম। মল্লিকা, আমি এই তরবার স্পর্শ ক'রে দিব্য কর্‌ছি যে, কুমার যদি আমাকে শূলে দেন, শালে দেন, হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলেন, তথাপি আমি তোমাকে বিবাহ কর্‌ব না। তুমি রূপারামের সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিয়ে ভাব্‌চ আমার হাত পা বেঁধেচ; এত তা হয় নি, এ তোমার নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হয়েছে। মালতীকে পেলে চাই কি তোমায় বিবাহ কর্‌তাম, আর এখন বল্‌তে কি, আমি তাই স্থির করেছিলাম, কিন্তু এখন যদি আমাকে টুকুরো টুকুরো ক'রে কেটে ফেলে ত তোমাকে বিবাহ কর্‌ব না।

মল্লিকা। তোমার যদি একথা মনে ছিল ত আগে আমায় বল্‌লে না কেন? তা হ'লে আমি এতে ত আর হাত দিতাম না, আমার ত আর তোমার ঘরণী হবার সাধ নেই, তবে আত্মঘাতিনী না হ'তে হয় এই আমার আশা। আমার উভয়েই সঙ্কট, আত্মহত্যায় নরক, ভ্রূণ-হত্যায়ও নরক।

রাম। এ যদি জান ত আমার সঙ্গে লাগ্‌লে কেন। নরক থেকে বাঁচাতে তোমাকে কেউ পারে না; এক আমি পারি, তা তুমি সে পথে কাঁটা দিয়েছ। আমি যদি একটি আঙ্গুল লাড়্‌লে তুমি উদ্ধার হও, তো তা অবধি আমি নাড়্‌ব না। আমার মুখের গ্রাস মালতীকে বঞ্চিত ক'রেছ।

মল্লিকা। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা! আমি যদি মালতীকে তোমায় দিয়ে দি, তা হ'লে বিবাহ কর?

রাম। ও কথায় কি আর আমি ভুলি, এখন সে কাল গেছে, এখন নিজের সামলাও গে। কাল কুমারকে বল্‌ব যে তোমার পেট হ'য়েছে।

মল্লিকা। আর কে ক'রেছে, বুঝি আমি বল্‌তে জানি নে।

রাম। ব'লো ব'লো, ওকথা কে বিশ্বাস ক'র্ব্বে, আমি 'না' বল্‌লেই চুকে যাবে, তোমার ত আর 'না' বল্‌বার যো নাই, হাতে নাতে। (ভ্রূকুটি করিয়া হস্ত নাড়ন।)

মল্লিকা। রামলাল! (পদতলে উপবেশন) রামলাল! তুমি আমার ধর্ম্মরক্ষা কর। আমি তোমার নিকট আর কিছুই চাই নে। তোমার ঘরণী হবার আমার আশাও নাই, ইচ্ছাও নাই, তবে যে এত কর্‌চি শুদ্ধ এই গর্ভস্থ সন্তানটির জন্যে। রামলাল! এটি ত সুদ্ধ আমার নয়, এটি তোমারও সন্তান।

রাম। কেমন ক'রে স্থির কর্‌ব, যে এক জনের সঙ্গে পারে, সে কি অন্য আর এক জনের সঙ্গে পারে না।

মল্লিকা। রামলাল! সে বিষয় তুমি বেশ জান। ও কথায় আমার আর রাগ হয় না, ভয়ও হয় না; যে সমুদ্রে শুয়েছে, তার শিশিরে কি ভয়। রামলাল! আমি এখন একটি কথা বলি শুন, আমার নিজের জন্যে এমন কাজ কর্‌তাম না, তোমাকে পাবার জন্যেও কর্‌তাম না, তবে এই গর্ভস্থ শিশুটির জন্যে এ বিশ্বাসঘাতিনী হ'চ্চি। রামলাল! তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে আমার এই কলঙ্ক দূর কর, আমি মালতীকে তোমাকে দিচ্চি;

রাম। আহা! শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আমি গ'লে পড়্‌লাম, উনি মালতীকে আমায় দেবেন, মালতীকে পেয়ে আর লাভ, এঁট পাত বৈত নয়; তাত আমি নিজেও পারি। বিবাহত আর ফেরে না।

মল্লিকা। কেন ফির্‌বে না; ফেরে, তুমি আমায় বিবাহ কর, মালতীর সঙ্গে তোমার বিবাহের কোন বাধা থাক্‌বে না।

রাম। মানে! একি সাপের মন্তর, বিষ নেইতো বিষ নেই। একবার বিবাহ সম্পন্ন হ'লে বুঝি আবার ফেরে, কি বোকা বোঝাচ্চেন।

মল্লিকা। রামলাল! মালতীর বিবাহ হয় নি।

রাম। বিবাহ হয় নি! তবে সকলে যে ব'লছে? এ তোমার মিথ্যা কথা।

মল্লিকা। মিথ্যা কথা নয় সত্যি কথা, এই তোমার গা ছুঁয়ে ব'লচি। মালতী সম্বন্ধে কৃপারামের ভগিনী হয়। ভায়ের সঙ্গে কি বিবাহ হয়?

রাম। বল কি, সত্য!

মল্লিকা। মাইরি, তোমার গা ছুঁয়ে ব'লচি, তুমি আমাকে এখনি বিবাহ কর, আমি তোমার বাটীতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিচ্চি, মালতী আমার জন্যে আম-বাগানে অপেক্ষা কর্‌চে। আমি গেলেই রওনা হয়।

রাম। সঙ্গে কে কে আছে, কত লোক আছে?

মল্লিকা। বড় বিস্তর নেই, ছ জন।

রাম। বটে, (গাত্রোত্থান।)

মল্লিকা। (চমকিয়া) রামলাল! কোথায় যাও!

রাম। এক ঘণ্টা বাদে বল্‌ব এখন, (স্কন্ধে হস্ত দিয়া) এখন এইখানে ব'সে থাক দেখি। (জনান্তিকে) কে আছিস এদিকে আয়।

মল্লিকা। রামলাল! তুমি মালতীকে ধ'ত্তে যাচ্ছ না কি; রামলাল! এমন কুপরামর্শ ক'র না, তোমার পায়ে ধরি, এমন কাজ ক'র না, তুমি সবিশেষ জান না, কুমার টের পেলে তোমার মাথা রাখ্‌বেন না।

রামলাল। আপাতক ত আমার মাথা আমার আছে, এর পর দেখা যাবে।

মল্লিকা। আচ্ছা! তুমি কেমন ক'রে পার দেখা যাবে, (উঠিতে চেষ্টা) ছেড়ে দাও, আমি চেঁচাব।

(এক জন দ্বারবানের প্রবেশ।)

রাম। (ওড়না দিয়া মুখ চাপিয়া) একে একেবারে আমার বাটীতে লুকিয়ে পৌঁছাও গে, কেহ যেন টের পায় না।

(মল্লিকাকে লইয়া প্রস্থান।)

ছুঁড়ীর যদি ঐ টানটি না থাকৃত ত কার সাধ্য আঁটে। আমার চোকে ত সাফ ধুল দিয়েছিল। বাহবা! দেখে বিবাহ ক'ত্তে ইচ্ছা যাচ্চে, বাঘের বাঘিনী যোটে—

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সদানন্দের পাকগৃহ।

সদানন্দের খঞ্জনী বাজাইয়া গীত, ও রামের রূটী প্রস্তুত করণ।

নন্দ "আরে আরে খেলত চারি ভাই।
রাজা দশরথ ঘরে নহবত বাজে।
আউর ঘর ঘর বাজে বাতাই।
আঙ্গিনাকে খেলত চারি ভাই।"

রামা। উনুনটা যে নিবে যায়, জ্বলিয়ে দে না।

রাম। আচ্ছা! দি (উনুনে ফুৎকার।)

নন্দ। দেখিস বেটা! সে দিনের মত যদি ছুঁয়ে নষ্ট ক'রে ফেলিস্ তো তো'র মাথা কুটে ডাল ক'রে নেব। (দ্বারে করাঘাত শব্দ) কেও? (পুনঃ করাঘাত শব্দ) আরে কেও? রামা! দেখ্‌তো এমন সময় আবার কার মাথার টনক ন'ড়্‌লো।

রাম। (দ্বার উদ্ঘাটনান্তর দর্শন করিয়া) কে গা বাছা!—

নন্দ। বাছা কি রে!—মেয়েমানুষ নাকি! (ত্রস্ত গাত্রোত্থান।)

(যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। আমি যমুনা।

নন্দ। অ্যাঃ যমুনা! দেখি, (নিকটে গিয়া দর্শন) তাই তো—যমুনাইতো।

আমার কি সুপ্রভাত রামা আসন নিয়ে আয়. আসন নিয়ে আয়, (ধাক্কা মারিয়া) এত দিনে আমার ঘরে লক্ষ্মী এলেন।

(রামার প্রস্থান।)

যমুনা। আমি আর ব'সব না।

নন্দ। সে কি ! এমন কথা কি হয় ! ও রামা কোথায় রে ! আরে ব্যাটা কি করে ! (গাত্রবস্ত্র লইয়া ঝাড়িয়া পাতন) ব'স ব'স।

যমুনা। আমি আর ব'স্‌তে পারি নে।

নন্দ। পা ধোয়া হয় নাই। ওরে রামা ! জল জল।

(আসন হস্তে রামার প্রবেশ।)

(হস্ত হইতে আসব কাড়িয়া লইয়া এক চড় মারিয়া) আরে আসন কে চায়. পা ধোবার জল, পা ধোবার জল, পা ধোবার জল আন।

রাম। আজ্ঞা ঐ যে জলের ঘটী র'য়েছে।

নন্দ। তাই তো, (জলের ঘটী লইয়া) এস পা ধুয়ে দি।

রাম। (ঘটী ধরিয়া) আজ্ঞা আমি দিচ্চি।

নন্দ। (মহাক্রোধে) আরে ম'লো ব্যাটা ! তুই দিবি কি রে ! আমার লক্ষ্মী তুই পা ধুয়ে দিবি ! (হস্ত উত্তোলন।)

(রাম ঘটী ত্যাগ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান।)

যমুনা। (ঘটী ধরিয়া) আঃ কি কর, পা ধোব কি, আমি যা বলি শোন।

নন্দ। সে কি যমুনা ! যদি এ হতভাগার গৃহে অনুগ্রহ ক'রে এলে তো পায়ের ধুলা দিয়ে যাবে না।

যমুনা। জল দিয়ে ধুলে কি আর ধুলো থাক্‌বে, কাদা হ'য়ে যাবে যে।

নন্দ। তার ভয় কি, শুখিয়ে নেব। তা না হ'লে যদি পায়ের ধুলো পায়ে ক'রে নিয়ে যাও।

যমুনা। এখন সে কথা থাকুক, ঘটী রেখে আমার সঙ্গে এস, দেবী ডাক্‌চেন।

নন্দ। সে এখন যাব, এখন তো আগে ব'স।

(চাদরের উপর আসন পাতন।)

যমুনা। (আসন সরাইয়া চাদর লইয়া ঝাড়িয়া) এই নাও। শীগ্‌গির আমার সঙ্গে এস।

নন্দ। (গাত্রবস্ত্র লইয়া) এত তাড়াতাড়ি কি, একটু কি আর বস্‌তে পার না। আহা! দাঁড়িয়েই ঘরের এত শোভা হ'য়েছে, ব'স্‌লে কেমন দেখায় একবার দেখ্‌ব না।

যমুনা। তামাসা রেখে এখন শীগ্‌গির এস। দিদি রাগ ক'র্‌বেন।

নন্দ। অ্যাঁঃ! এখনি যেতে হবে?

যমুনা। এখনি বৈ কি।

নন্দ। (রা, প্র) তবে রামা! শীগ্‌গির রুটীগুল শেঁকে নে, (য, প্র) তুমি একটু ব'স; ডালটা হ'ল ব'লে। (উনুনে ফুৎকার।)

যমুনা। ডাল হবে কি। দিদি ব'ল্লেন, যেমন দেখ্‌বি অম্‌নি ধ'রে নিয়ে আস্‌বি।

নন্দ। কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন, খেয়ে নিই না।

যমুনা। খাবে কি! তাঁর ভারী কি দরকার প'ড়েছে, এখনি তোমাকে কোথা পাঠাবেন, তোমায় যেতে হবে।

নন্দ। অ্যাঁঃ! উপস্থিত অন্নটা—ছেড়ে যেতে কি আছে।

যমুনা। তবে তুমি যাবে না। আমি বলি গে।

নন্দ। আঃ! রাগ কর কেন, এই যাচ্চি যাচ্চি, তবে কি না, উপস্থিত রুটীগুল।

যমুনা। এসে খেও, এসে খেও।

নন্দ। তাই বেশ, তাই বেশ। তবে কোথা যেতে হবে জান।

যমুনা। সহরের বা'র কোথা পাঠাবেন।

নন্দ। সহরের বা'র! তবেই তো—

যমুনা। তবেই তো আবার কি? তুমি না যাও, আমায় বল, আমি তাঁকে বলি গে, এতক্ষণ তিনি কত রাগ ক'চ্চেন।

নন্দ। রাগ ক'র্বেন কেন, রাগ ক'র্বেন কেন, এই যে আমি যাচ্চি। তবে কি না, উপস্থিত রুটীগুল—

যমুনা। এসে খেওনা কেন, তোমার তো আর কেউ কেড়ে নেবে না।

নন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ব'লেছ, আজ না হয়, কাল সকালে খাব। (রা প্র) রামা! বেশ ক'রে শেঁকে রাখ, বেশ ক'রে শেঁকে রাখ।

যমুনা। রাখ্‌বে এখন, রাখ্‌বে এখন, তুমি এস।

নন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ! এই যে যাচ্চি, এই যে যাচ্চি।

রামা। আজ্ঞা আর ডালের হাঁড়িটে।

যমুনা। তুই নামিয়ে রাখিস এখন।

নন্দ। অ্যাঁঃ! ডালের হাঁড়ী তাইতো, (যমুনার হস্ত ধরিয়া) বোন! যদি না আস্‌তে পারি, তুমি এসে নামিয়ে রেখ—রাখ্‌বে তো।

যমুনা। রাখ্‌বো রাখ্‌বো, এখন এস।

(হস্তে ধরিয়া টানিয়া লওন।)

নন্দ। দেখিস রামা! ছুস্‌নে, যমুনাকে ডেকে নামিয়ে রাখিস।

যমুনা। না না, ছোঁবে না, এস এস (টানন।)

নন্দ। আর রুটীগুল বেশ ক'রে ঝেড়ে তুলে রাখিস।

যমুনা। এস না, রাখ্‌বে এখন।

নন্দ। আর দেখ্, ডুখানার বেশী খাস্‌নে, খবরদার ব্যাটা।

যমুনা। আঃ! এস না।

নন্দ। চল চল, দেখিস ব্যাটা খবরদার। (হস্ত টানিয়া প্রস্থান।)

পট-পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথিমধ্যে অভ্র উদ্যান।

নন্দলাল আসীন।

নন্দ। হরিবোল হরি! হরিবোল হরি! আমাদের মত লোকের বেঁচে সুখ কি, আর ম'রেও বা সুখ কি, বেঁচেও গাধার খাটুনি, ম'রেও গাধার খাটুনি, জগদীশ্বর জানেন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ) রাজকুমারী ডেকে বল্‌লেন, নন্দ! তোমায় সংবাদ আন্‌তে যেতে হবে।—আমি বল্‌লাম যে আজ্ঞা মা! একটা ঘোড়া আজ্ঞা ক'রে দিন।—তিনি বল্‌লেন 'না' ঘোড়া চ'ড়ে যাওয়া হবে না, লোকে টের পাবে, তুমি চুপি চুপি গিয়ে সংবাদ আন গে। আমি বল্‌লাম, যে আজ্ঞা মা! তবে জন কয়েক রক্ষক আজ্ঞা ক'রে দিন। তিনি বল্‌লেন, তাও হবে না, তোমাকে একলা যেতে হবে। আমি বল্‌লাম, যে আজ্ঞা

মা! তবে কিছু আহারের অনুমতি ক'রে দিন, আস্‌তে যেতে অনেক রাত হবে। তিনি বল্‌লেন, খেলে তুমি চল্‌তে পার্‌বে না। (সে কথা বড় মিথ্যা নয়) সুধু পেটে যাও, সংবাদ আন গে, আমি তোমায় এক মাস ব'সে খাওয়াব। আমি বল্‌লাম, যে আজ্ঞা মা! তবে চল্‌লাম। এখন বাবা পা! (পদে চপেটাঘাত) তোমায় বলি, আমায় ছেলে বেলা হ'তে যত "যে আজ্ঞা" বার করতে হয়েছে, যদি সব একত্র করা যায় তো বিন্ধ্যাচলের চেয়ে উচ্চ হয়। বাবা! তুমি দুই একটা 'যে আজ্ঞা' বার কর্‌তে এত কাতর! বাবা! তুমি দেবীর কত ঘি দুধ মাখন আটা খেয়েছ, তাঁর কাজে একটা "যে আজ্ঞা" বার ক'রে হন হন ক'রে চল দেখিন। যাবে না? আজ খেতে দেয়নি? নেই দিলে বাবা! ফিরে এলে তো এক মাস ধ'রে ব'সে খাবে; এতেও মন উঠে না। না বাবা! তুমি বড় নীচ, তবে ফিরে চল, তোমার কপালে এক মাস খাওয়া নাই; আর তোমার কপালে সুধু এত পথ ফিরে যাওয়া আছে। (বসিয়া পদে হস্ত বুলাইয়া চাপড়) লক্ষ্মী আমার চল, এত অবোধের মত 'না' ব'ল না। ও কে!

(ত্রস্ত উঠিয়া বৃক্ষান্তরে লুকান।)

(গীত গাইতে গাইতে গঙ্গারামের প্রবেশ।)

গঙ্গা। রাম লক্ষ্মণ সীতা সুন্দরী বৈঠে পঞ্চবটীকা বনমে।
কাঞ্চন মৃগীরূপ ধরি নিশাচর ছলনে আই একক্ষণমে॥

(ময়নারামের প্রবেশ।)

ময়না। জয় জয় রাম জয় জয় রাম! ও কে? কেও? কেও?

গঙ্গা। কে যায়?

ময়না। মানুষ।

গঙ্গা। তা তো দেখ্‌তে পাচ্চি।

ময়না। কৈ পাচ্চ; মিছে কথা বাবা!

গঙ্গা। আরে ম'ল, এক লাঠীতে মাথা ভেঙ্গে দেব, জান না।

ময়না। আমার হাতে বুঝি আর লাঠী নেই। আমি বুঝি আর ভাঙ্‌তে জানিনে।

গঙ্গা। কে ও! ময়নারাম না কি।

ময়না। চিন্‌তে পেরেছ, বেরাল দাদা!

গঙ্গা। এত অন্ধকারে কি তোমায় সহজে চেনা যায়, মিশিয়ে আছ যে ভাই! চিন্‌তে অনেক কাঠ খড় লাগে।

ময়না। চোকে চিন্‌লে, না কানে চিন্‌লে।

গঙ্গা। কানে কানে।

ময়না। তবে যে এতক্ষণ বড় দেখ্‌তে পাচ্চি ব'লে ধাপ্পাবাজী ক'চ্ছিলে। (দাড়ি ধরিয়া) "স্বভাব দোষ কি বংশীধারি, ভুল্‌তে পেরেও পার না।"

গঙ্গা। আচ্ছা! ও কথা রেখে, তুই এর মধ্যেই যে ফিরে যাচ্ছিস, কেন, কি হ'ল, বল দেখিন।

ময়না। কিছু না, কিছু না।

গঙ্গা। সে কি, লড়াই হয় নাই?

ময়না। কিছু না, কিছু না।

গঙ্গা। লুটপাট!

ময়না। কিছু না, কিছু না, কিছু না।

গঙ্গা। তবে কি হ'ল!

ময়না। কিছু না, সব ফাঁকি।

গঙ্গা। সব ফাঁকি কি।

ময়না। বামুনের খোলাকাটা সার।

গঙ্গা। বলিস কি! রুপারাম লোড়্‌লে না।

ময়না। কিছু না, কিছু না।

গঙ্গা। আরে ম'লো, কিছু না তো সেই অবধি ক'চ্চিস, কিছু না টা কি।

ময়না। শুন্‌বি।

গঙ্গা। কি বল দেখিন।

ময়না। প্রথমতঃ, কুমার যে রাগভরে এলেন, আমরা আঁচলুম, এসেই লড়াই হবে। তা না হ'য়ে মল্লিকা দূতী হ'য়ে গেল। এই প্রথম কিছু না।

গঙ্গা। তার পর।

ময়না। দ্বিতীয়তঃ, কৃপারাম এমত কুলাঙ্গার যে ক্ষত্রিয়ের ছেলে হ'য়ে অমনি অমনি মালতীকে মল্লিকার সহিত রাজবাটীতে পাঠিয়ে দিলে। এই দ্বিতীয় কিছু না।

গঙ্গা। বলিস্ কি!

ময়না। আর তৃতীয় হ'চ্চে, আমাদের হুঁকুত্তে ফুঁকুত্তে এসে লাভের মধ্যে "কিছু না।" দাদা সাধে কি এতগুল "কিছু না" মুখথেকে বেরচ্চে।

গঙ্গা। বলিস কি ভাই! আমার তো শুনে পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে গেল, কোথা আমি ছুটে আস্‌চি, মনে কচ্চি যে কতই না লুটপাট হ'চ্চে। সব ফাকি।

ময়না। সব ফাকি, সব ফাকি, এখন চল, ঘরে গিয়ে ঘুমুই গে, চল।

গঙ্গা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তাই চল ভাই! আর হেথা থেকে কি হবে, "রাম লক্ষ্মণ সীতা" (গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

নন্দ। যাঃ! সব কাজ সারা হ'য়েচে, সংবাদ তো পেয়েচি, দেবীকে শোনাই গে, (নেপথ্যে মার ধর শব্দ।) (চমকিয়া) এ আবার কি! ডাকাতী না কি! কি সর্ব্বনাশ! এই দিকে আস্‌চে যে, কোথায় লুকাই, (বৃক্ষান্তরালে লুকান।)

(দ্রুতবেগে মালতীর প্রবেশ।)

মালতী। (সভয়ে) ওমা একি হ'ল, আমি কোথায় যাব, এই যে আমায় ধ'ত্তে আস্‌চে।

(দ্রুতবেগে রামলালের প্রবেশ।)

রাম। মালতী ভয় কি, আমি আছি ভয় কি, এস আমার সঙ্গে এস। (হস্ত ধারণ।)

মালতী। (সভয়ে) তোমার পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও, আমার কিছু ব'ল না, আমার যা আছে সব খুলে দিচ্চি।

রাম। সে কি মালতি! তুমি আমায় চিন্তে পাচ্চ না, আমি যে রামলাল, আমার সঙ্গেইতো তোমার বিবাহ হবে। এস আমার বাটীতে এস, তোমায় নিয়ে যাই (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ।)

মালতী। (চমকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি) কে, রামলাল! হাত ছাড়, (সবলে হস্ত

ছাড়ান) নরাধম পাপিষ্ঠ, তুই আমার হাত ধ'রেচিস, তোর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, কেন, আমার কি মর্‌বার স্থান নাই, আমার কি দুকড়ার দড়ী যুট্‌বে না।—তোর আমার সমুখে এত বড় কথা কইতে লজ্জা হ'চ্চে না, ভয় হ'চ্চে না; আমার পিতার বিনা অপরাধে প্রাণ নিয়েছিস, তার শোধ তোকে আমি দেবই দেব।

নন্দ। (জনান্তিকে) এ কি, মালতী আর রামলাল যে! বটে, (পশ্চাদ্ভাগে গমন।)

রাম। আহা কি মধুর বাক্য! শুনে গা জুড়িয়ে গেল, প্রেয়সি! দোষ ক'রে থাকি দণ্ডবিধান কর।

নন্দ। এই দণ্ডবিধান লও। (মস্তকে দণ্ডাঘাত ও রামলালের পতন।)

মালতী। ওমা এ কে! (প্রস্থান।)

নন্দ। (পুনর্ব্বার আঘাত) এই নে, সে দিন কারাগারের শোধ, আর এই এর পর যা কত্তিস তার শোধ, (দণ্ড উচ্চ করণ এবং অন্তরে কোলাহল শব্দ।) এ আবার কি, এই যে অনেক বেটা এসে প'ল্ল, সর্ব্বনাশ! কি করি! এইবারে মাল্লে যে! (হাত পা ছড়াইয়া শয়ন।)

ময়না ও গঙ্গারামের পুনঃ প্রবেশ।

ময়না। ওরে ভাই! এইখানে কি মার মার শব্দ হ'চ্চিল, গেল কোথা।

গঙ্গা। এই যে ভাই! একটা প'ড়ে র'য়েছে।

ময়না। ম'রেছে।

গঙ্গা। বল্‌তে পারিনে।

ময়না। মরুক আর না মরুক, অজ্ঞান ত হ'য়ে আছে। কোমরটা হাত বুলিয়ে দেখ।

গঙ্গা। ওরে ভাই! একটা গেঁজে ভরা টাকা।

ময়না। কেটে নে, কেটে নে, আদা বখ্‌রা ভাই।

গঙ্গা। (কাটিয়া লইয়া) ওরে ভাই! ঐ আর একটা।

ময়না। বটে ত, শীগ্‌গির দেখ। (নিকটে গিয়া কক্ষ হইতে গেঁজিয়া কাটিয়া লওন।)

গঙ্গা। ওরে ভাই! কে আস্‌চে। (কটিবস্ত্রে গেঁজিয়া লুকান)

(কোতোয়াল ও কএক জন প্রহরীর প্রবেশ।)

কোতো। এই দিকে এসেছে ব'ল্লে, দেখ দেখিন। (ময়না ও গঙ্গাকে দেখিয়া) ও কে রে ?

ময়না। আজ্ঞা, আমরা, ময়না আর গঙ্গারাম।

কোতো। ও প'ড়ে কে রে, দেখ দেখিন, ম'রেছে না কি ?

প্রহরী। (নিকটে গিয়া উত্তমরূপে দর্শন ও মস্তক উত্তোলন) আজ্ঞা না, রামলাল বাবু !

রাম। উঁঃ উঁঃ ! আমি কোথায় ?

কোতো। কেও রামলাল ! ধর ধর, তোল তোল।

রাম। (চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া,) আমি কোথায় ? মালতী কোথায় ?

কোতো। কৈ তাঁর ত কোন সন্ধানি পাচ্চি না।

রাম। (ত্রস্ত উঠিয়া বসিয়া আগ্রহ সহ) তোমরা ধর্‌তে পারনিত।

কোতো। দেখ্‌তেই পেলেম না, তা ধ'র্ব্ব ?

রাম। তবেই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। মল্লিকা কোথায় জান ?

কোতো। আজ্ঞা তারও ত কোন সন্ধান পাচ্চি না।

রাম। দুজনকেই পাচ্চ না, তবেই হ'য়েছে, ও সব ঐ ছুঁড়ীর ষড়্‌যন্ত্র, ও ওরি কাজ, আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য ওরি কাজ।

কোতো। আপনি বড় মন্দ কথা বলেন নি, কএক দিন থেকে ও ছুঁড়ীকে কেমন কেমন বোধ হ'য়েছিল, সে দিন আমাতে আর নন্দতে সচক্ষে প্রত্যূষে কৃপারামকে অন্দরের বাগান থেকে বা'র ক'রে দিতে দেখেছি।

রাম। বটে, তবে আমি যা শুনেছিলাম তাই সত্য।

কোতো। আজ্ঞা, কি শুনেছিলেন।

রাম। এখন সে কথা থাক, আমায় ধ'রে কুমারের নিকটে নিয়ে চল, কৃপারাম কেমন লোক তিনি শুনুন। (স্বগত) এবারে যদি কৃপারামের মাথা না নিতে পারি ত আমার হা'র।

(উঠিয়া এক জন প্রহরি-সহ প্রস্থান।)

১ম প্রহরী। আজ্ঞা ! নন্দও হেতা প'ড়ে।

কোতো। কৈ, সে হেতায় কোথেকে এল। দেখ দেখ।

২য় প্র। (নাসিকায় হস্ত দিয়া) আজ্ঞা, নিঃশ্বাস পড়্‌ছে না।

কোতো। বলিস কি, ভাল ক'রে দেখ।

২য় প্র। আজ্ঞা কৈ না, নিঃশ্বাস প'ড়্‌ছে না।

কোতো। আহা! সদানন্দ লাল এত দিনে তোমার আনন্দ ফুরাল, এমন একটি কাজ ছিল না, যে তার ভিতর তোমার হাত থাকৃত না। এ কথা শুনে কমলা দেবী কত দুঃখ কর্‌বেন, রাজপুরে এমন লোক নাই যে, এ সংবাদ পেলে দুঃখ কর্‌বে না। আহা! কমলা দেবী সে দিন আমাকে বল্‌লেন যে, মল্লিকেটা বড় ছিপ্‌লে, যমুনার সঙ্গে নন্দের বিবাহ দেবেন। এই তোমার বিবাহ হ'ল, আহা! দোষে গুণে একটা লোক ছিল। কে আছিস মুখটা ঢেকে দে, যেন শেয়াল কুকুরে খায় না। লোক ডেকে এখন নিয়ে যাস, দু এক জনের কাজ নয়।

(নন্দের বদনে বসন দিয়া সকলের প্রস্থান।)

গঙ্গা। সবাই গেছে, এস ভাই, ভাগ ক'রে নি।

ময়না। (উভয়ে বসিয়া প্রথমে নন্দের গেঁজে খুলন) ওহে! একটি স্থপারী, ৪টি এলাচ, একটি চুনের ডিপা, দুডেলা মিছরি, দুটো লেবু, একটা ঢেঁপুয়া পয়সা যে।

গঙ্গা। আরে ম'ল, এ বেটা কে হে, একটা পয়সা! নে ভাই ভাগ নে, শীগ্‌গির নে (উভয়ে ভাগ করণ।)

নন্দ। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) র'স শালারা, দুজন বৈত নয়, (উঠিয়া নিকটে গিয়া) আর আমার ভাগ কৈ, (যষ্টির আঘাত।)

গঙ্গা ও ময়না। গেছি বাবা! পলাওঁ। (উভয়ের প্রস্থান।)

নন্দ। আঃ! আচ্ছা বেঁচে গেছি, রামলাল শালা আমি প'ড়ে আছি টের পেলে কি রক্ষা রাখ্‌ত। তবে ম'রে ত বড় মন্দ কাজ করিনি—শাককে শাক ঐ কিসে মূলা অবধি হ'ল। (গাঁজিয়া নাড়ন)। না ম'লেও কি কোতোয়াল সব ব'ল্‌ত—দেবী কি সত্য সত্যই এ কথা ব'লেছিলেন; যখন কোতোয়াল ব'লেছে, তখন সত্য বটে, তার কোন ভুল নাই; তবে ত ম'রে বড় ভাল হ'য়েছে। (পদে চপেটাঘাত করিয়া) চল বাবা পা! এখন ত জোর পেয়েছ, চল বাবা! এখন বিয়ে ক'ত্তে চল। (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

কুমার হীরালাল সিংহ ও কৃপারাম।

হীরা। কৃপারাম! এর অর্থ কি? তুমি বলছ যে তোমার সহোদরা নাই। আমি যা স্বচক্ষে দেখ্‌লাম, তা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা। মাধবী নাম্নী কোন স্ত্রীলোক তোমার দুর্গে নাই।

কৃপা। কুমার! আমার দুর্গে আমার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী ও মালতী ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোক ছিল না। তবে যদি আমার মাতার কোন কিঙ্করীকে দেখে থাকেন।

হীরা। (ঘৃণা সহ) কি আশ্চর্য্য! কিঙ্করী!—আমি কি এত কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য যে আমার ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাই। কৃপারাম! তোমার এ প্রবঞ্চনার কারণ কি? তুমি ভেবেছ যে, তোমার সহোদরার প্রতি আমি কোন অন্যায় আচরণ কর্‌ব। ইহা তুমি মনে স্থান দিও না, আমি তাকে আমার সহধর্ম্মিণী কর্‌বার ইচ্ছায় তোমাকে বল্‌চি। এতে তোমার কি প্রতিবন্ধকতা থাক্‌তে পারে?

কৃপা। (কর যোড়ে) কুমার! এতে কার প্রতিবন্ধকতা থাকে, তবে আমার ত সহোদরা ভগিনী নাই, এই প্রতিবন্ধক। কুমার! আমার বোধ হ'চ্চে, কেউ আপনাকে প্রবঞ্চনা ক'রে থাক্‌বে।

(এক জন দ্বারবানের দ্রুতবেগে প্রবেশ।)

দ্বার। (কর যোড়ে) কুমার মল্লিকা আর মালতীকে এক দল দস্যুতে হরণ ক'রে ল'য়ে গেছে। রামলাল বাবু হত হ'য়েছেন।

হীরা। রামলাল হত হ'য়েছে! মালতীদের দস্যুতে হরণ ক'রেছে। কোথায়? তোরা কি ক'চ্ছিলি?

(রামলালের প্রবেশ।)

এই যে রামলাল! কি হ'য়েছে। কোতোয়াল কোথায়?

রাম। কুমার! আর হবে কি, এ অধীনের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কেবল

প্রাণ নিয়ে এসেছি, সেও দৈব আনুকূল্যে। কোতোয়াল মহাশয় যদি এসে পৌঁছিতে না পার্‌তেন ত কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যেত।

হীরা। সে কি! ব্যাপার কি, খুলে বল দেখিন।

(কোতোয়ালের প্রবেশ।)

রাম। কুমার! যদি অনুমতি কর্‌লেন ত আমি সমস্ত প্রকাশ ক'রে বলি? কুমার! মল্লিকার সঙ্গে মালতীকে পাঠাতে আমি এত বারণ কর্‌লাম, তথাপি আপনি শুন্‌লেন না। কুমার! আমি মল্লিকার চরিত্র বিশেষ রূপে জানি, সে আমার নিতান্ত শত্রু।

হীরা। সে কি! তোমার সঙ্গে তার শত্রুতার কারণ কি?

রাম। কুমার! যদি অপরাধ ক্ষমা করেন ত বলি। কুমার! কিছু দিন হ'ল, ওর লক্ষণ দেখে আমার বড় সন্দেহ হ'য়েছিল।

হীরা। কি সন্দেহ।

রাম। গর্ভের।

হীরা। (সরোষে লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া) রামলাল! সাবধানে কথা কৈও, প্রমাণ না কর্‌তে পার্‌লে মাথা যাবে। এ কথা বড় আশ্চর্য্য! এ রাজ্যে কার মাথার উপর মাথা, যে এমন দুঃসাহসি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে। রামলাল! তোমার ভুল—এ তোমার সন্দেহ মাত্র—এ তোমার নিশ্চয় ভুল।

রাম। কুমার! মল্লিকা যে গর্ভবতী তাহার কোন সন্দেহ নাই, আমি তাকে হাতে নাতে ধ'রেছিলাম। সেই অবধি আমার যাতে অনিষ্ট হয়, সে এই চেষ্টায়েই ফির্‌চে।

হীরা। বটে! তবে এত দিন বলনি কেন?

রাম। আজ্ঞা! দুই কারণে বলি নাই, প্রথমতঃ, স্ত্রীহত্যা মহাপাপ, দ্বিতীয়তঃ, মল্লিকা আমায় শাসাইয়েছিল, যদি আমি প্রকাশ করি তো সে আমার নামই কর্‌বে।

হীরা। লোকটা কে?

রাম। কুমার! সে সময়ে আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই নাই, কিন্তু এখন আর কোন সন্দেহ নাই। বোধ হয়, দেব! আপনিও এখন স্থির কর্‌তে পার্‌বেন, তা না হ'লে এত চেষ্টা কেন?

হীরা। এ সব কাজে কেবল সন্দেহেই দণ্ডবিধান করা উচিত নয়, একটি স্পষ্ট সাক্ষী আবশ্যক।

কোতো। কুমার! যদি অনুমতি হয় ত নিবেদন করি, পরশ্ব অতি প্রত্যুষে আমি স্বচক্ষে মল্লিকাকে অন্দরের উদ্যান হ'তে কৃপারামকে চুপি চুপি বা'র ক'রে দিতে দেখেছিলাম।

হীরা। বটে, তবে ত এ স্পষ্ট প্রমাণ হ'চ্চে, কে আছিস,—মল্লিকাকে হেথায় ল'য়ে আয়।

রাম। আজ্ঞা! মল্লিকা কোথায়, সেইত মালতীকে ল'য়ে পলায়ন করেছে, তাকে এমত দুষ্কর্ম্ম হ'তে নিবারণ কর্‌তে চেষ্টা পাওয়াতেই ত আমার এ দুর্গতি হয়েছে, কুমার! সে মালতীকে ল'য়ে পলায়ন করেছে।

হীরা। মালতীকে ল'য়ে পলায়ন করেছে। বটে! তার জন্যেই আমার সঙ্গে আস্‌বার তার এত আকিঞ্চন। রামলাল! তুমিত তাদের পলায়ন কর্‌তে দেখেছ; আচ্ছা! তাদের সঙ্গে কয় জন স্ত্রীলোক ছিল, মালতী, মল্লিকা, আর একটি ছিল কি না, বল্‌তে পার।

রাম। (স্বগত) আর একটি আবার কে, ব'লে ফেলি হুঁ। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা ছিল।

হীরা। (কৃপা প্রতি) তবে রে নরাধম! এই না বল্‌ছিলি, মালতী ভিন্ন আর কেউ নাই, কে আছিস,—বাঁধ। কোতোয়াল! কাল প্রত্যুষে ওর মস্তকচ্ছেদ ক'রে আমাকে সংবাদ দিতে চাও, দেখ, অন্যথা হয় না যেন।

কৃপা। কুমার! —(বন্ধন)

হীরা। তোমার মত পাপিষ্ঠ লোক যত শীঘ্র পৃথিবী হ'তে যায়, ততই মঙ্গল। এস,—এখন কোথায় নিয়ে পলাল, তার সন্ধান করি গে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

রাজকুমারী কমলার গৃহ।

কমলা আসীনা।

কমলা। (পত্রপাঠ) "বিবাহ করিয়াছেন, আমি লইয়া যাইতেছি—"

(অজ্ঞাতে যমুনার প্রবেশ।)

(দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ) কৃপারাম! কৃপারাম! তুমি এত অন্ধ, এতেও জান্‌লে না যে আমি তোমায় কত ভালবাসি, স্ত্রীলোকে কি কখন প্রাণ থাক্‌তে মুখে ফুট্‌তে পারে, আমা অপেক্ষা কি মালতী তোমার মনোনীত হ'ল।

যমুনা। দিদি! কৃপারাম অন্ধ হ'ক আর না হ'ক, আমরা তাঁর অপেক্ষা যে অন্ধ তার কোন ভুল নেই। আমরা এ কথার বাষ্পও জান্‌তে পারি নি।

কমলা। (চমকিয়া ফিরিয়া) কেও যমুনা! তুই কখন্ ঘরের ভিতর এলি।

যমুনা। (মৃদু হাসিয়া) অনেক ক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কমলা। (সলজ্জ ভাবে) সব শুনেচিস?

যমুনা। যদি আর কিছু বাকী থাকে ত' বলুন।

কমলা। বাকী আর কি আছে—শুনেচিস না শুন্তে আছিস, এখন মল্লিকে ফিরে এসেচে কি না, বল্‌তে পারিস? কাল রাত্রেই আস্‌বার কথা ছিল, এখন পর্য্যন্ত তার দেখা নাই কেন। একবার বাইরে জেনে আয় দেখিন, কি হ'য়েছে। দাদা ত ফিরে এসেছেন শুনেছি, তবে সে কেন আস্‌চে না; জেনে আয় দেখিন।

যমুনা। তা যাচ্চি দিদি! কিন্তু দিদি! আমাকে এর বিন্দু-বিসর্গ জানালেন না কেন? আমি কি এত অবিশ্বাসী, আর মল্লিকাকে দূতী ক'রে পাঠালেন। আমরা উভয়েই দাসী। আমায় বলুন আর নাই বলুন,

তাতে দুঃখ নাই ; কিন্তু দিদি ! আমি তোমার নিকট কি অবিশ্বাসের কাজ ক'রেছি, দিদি ! তোমা বৈ এ পৃথিবীতে আর আমার কে আছে ! (চক্ষে অঞ্চল প্রদান।)

কমলা। (হস্ত ধরিয়া) যমুনা তুই মিছে অভিমান ক'চ্চিস ; মল্লিকে এর কিছুমাত্র জানে না, আর সেই বা কি ক'রে জান্‌বে, আমি নিজেই জান্‌তাম না। ওর জন্যে আমার কাল অবধি একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ হ'য়েছে, কিছুই ভাল লাগে না। কাল রাত্রে আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না, নন্দকে ডেকে চুপি চুপি পাঠিয়েছিলাম ; কৈ সেও ত ফিরে এল না। কে জানে কি ঘ'টে থাক্‌বে, তা না হ'লে, এরা এতক্ষণ আস্‌চে না কেন। যমুনা তুই শীগ্‌গির গিয়ে খবর নিয়ে আয় দেখিন। (গলা ধরিয়া) যমুনা ! তুই যখন জেনেচিস, তখন তোকে বল্‌তে আমার আর লজ্জা কি, আমার প্রাণের ভিতর কেমন ক'চ্চে, আমি যে তাকে এত ভালবাসি তা আমি জান্তেম না। তার অনেক শত্রু, কি জানি কি হ'ল। (চক্ষে জল নিঃসরণ।)

যমুনা। (চক্ষের জল মুছাইয়া) ভয় কি দিদি ! আমি এখনি সব জেনে আস্‌চি।

কমলা। তবে তুই শীগ্‌গির যা। দেখিস, যেন শীগ্‌গির ফিরে আসিস ; পথে কারুর সঙ্গে গপ্প টপ্প করিস্ নে ; আমি তোর জন্যে হা পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাক্‌লাম, জানিস।

যমুনা। সে কি দিদি ! আমি যাব আর আস্‌ব।

কমলা। তবে তুই শীগ্‌গির যা, (গলা ত্যাগ) দেখিস, শীগ্‌গির আসিস।

(যমুনার প্রস্থান।)

(এক জন কিঙ্করীর প্রবেশ।)

কিং। দেবি ! একটি মেয়ে মানুষ আপনার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে এসেছে, এখানে নিয়ে আস্‌ব ?

কমলা। কে রে ! তুই চিনিস ?

কিং। কৈ দিদি ! আমি তাকে কখন দেখিনি, কিন্তু দিদি ! ব'ল্‌তে কি, মেয়েটি যে সুন্দরী, কি বল্‌ব।

কমলা। মল্লিকে সঙ্গে আছে, না একলা, (স্বগত) মালতী না কি।

কিং। একলা এসেছেন।

কমলা। আচ্ছা নিয়ে আয়। (কিঙ্করীর প্রস্থান) এত সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে কে আস্‌বে।

(দ্রুতবেগে নন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মা কোথায়! এই যে মা; মা সর্ব্বনাশ হ'ল,—আমাদের এত চেষ্টা বৃথা হ'ল; কৃপারামকে মশানে নিয়ে যাচ্চে। মা! আপনি বৈ তাঁর কেউই সহায় নাই। মা! এই বারটি রক্ষা করুন, আমি ওঁকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ ক'রে পলাই। (কমলার মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন) ও কি মা! আপনি যে ব'স্‌লেন; মা! একটি বার উঠুন; এইবার বাঁচান, আর বস্‌বার সময় নাই।

কমলা। (ত্রস্ত উঠিয়া অস্থির ভাবে) নন্দ! ঠিক ব'লেছ, আর বস্‌বার সময় নাই।—নন্দ! যমুনা কোথায়! দাদা কোথায়! এখন সব গেল কোথায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। হা বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল, আমার কপালে কি এই লিখেছিলে! দাদা! দাদা! তোমার মনে কি এই ছিল!

(দ্রুতবেগে যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। দেবি! সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! এখন উপায় কি, কৃপারামকে মশানে—

কমলা। (গলা জড়াইয়া) যমুনা কি হবে, যমুনা কি হবে, যমুনা তুই ছেড়ে এলি কেন, এতক্ষণে যে সর্ব্বনাশ হ'ল।

যমুনা। দেবি! তার ভয় নাই; কোতোয়ালকে আমি ব'লে এসেছি, যে আমি ফিরে না গেলে যেন কোন মতে কিছু ক'রে বসে না। আপনি কুমারের নিকট যা'ন, না হয় মহারাজের নিকট চলুন।

কমলা। (আগ্রহ সহ হস্ত ধরিয়া) তাই চল, তাই চল (থামিয়া।) যমুনা! আমি কি বল্‌ব—আমি কেমন ক'রে বল্‌ব—যমুনা, আমার কি হবে। (ক্রন্দন)

যমুনা। ভয় কি দিদি! এখন কি লজ্জা ক'ল্লে চলে, নন্দ! তুমি কোতোয়াল মহাশয়ের নিকট যাও, দেখ যেন আমি না ফিরে গেলে কিছু

করেন না। তাঁর কানে কানে ব'ল, যদি কিছু হয় ত তাঁর নিশ্চয় মাথা যাবে।

কমলা। যমুনা তুইও যা, তুই প্রাণ দিয়েও আমার প্রাণ রাখিস ; যমুনা আজ যদি বাঁচাতে পারিস ত তোকে আমার প্রাণ দিয়েও এ ধার শুধ্‌তে পার্‌ব না। যা যা, শীগ্‌গির যা। নন্দ ! তুমিও যাও, দেখ, যদি বাঁচাতে পার ত তোমাকে রাজা ক'রে দেব।

নন্দ। মা ! তার কোন কসুর হবে না, যত ক্ষণ প্রাণ থাক্‌বে, তত ক্ষণ দেখ্‌ব।

(মালতীকে লইয়া এক জন কিঙ্করীর প্রবেশ।)

কিঙ্করী। এই মা এসেছেন, (মা, প্র) এই কমলা দেবী।

নন্দ। এই যে মালতী দেবী, কেমন ক'রে এলেন, (ক প্র) দেবি ! এই মালতী দেবী।

কমলা। মালতী ! এই কি মালতী ? (ছুটিয়া ধারণ) বোন ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কৃপারামকে মশানে নিয়ে গেছে। (গলা ধরিয়া) হায় কি হ'ল ! (ক্রন্দন)

মালতী। সেকি দেবি ! মশানে নিয়ে গেছে, দেবি ! তবে কি হবে ! দেবি ! আপনি আমাদের আশা ভরসা, আপনি এর কোন উপায় করুন। (পদ ধারণ) (কমলা বসিয়া গলা ধরিয়া ক্রন্দন।)

নন্দ। ভয় কি ভয় কি দেবি ! আপনি এত অস্থির হবেন না। মালতী দেবী এসেছেন, ভালই হ'য়েছে। আপনি ওঁকে নিয়ে একেবারে মহারাজের নিকট যা'ন ; আপনকারদিগের দুজনের উপরোধ কখনই এড়াতে পার্‌বেন না।

কমলা। ঠিক ব'লেচ, ঐ বৈ আমাদের আর উপায় নাই। (ত্রস্ত মালতীর হস্ত ধরিয়া উঠিয়া) এস বোন, এস, আর বিলম্ব করা নয় ; যমুনা, নন্দ, তোমরাও শীঘ্র যাও, একটুও দেরি ক'র না (মা, প্র) এস বোন, এস। (উভয়ের প্রস্থান।)

নন্দ। যমুনা ! চল বোন, চল, প্রাণ থাক্‌তে ছাড়্‌ব না। আমার কোষ্ঠীতে অপঘাত লিখেছে, কেমন ক'রে এড়াব, এস।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর গৃহ।

রাজা প্রতাপ সিংহ মালা জপিতেছেন।

(দ্রুতবেগে কমলা ও মালতীর প্রবেশ।)

কমলা। বাবা ! আপনি রক্ষা করুন ! আপনি রক্ষা করুন ! (পদধারণ)

মালতী। মহারাজ ! আপনি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। (পদতলে পতন)

রাজা। (ত্রস্ত ধরিয়া) কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে !

কমলা। বাবা ! দাদা আমার উপর রাগ ক'রে কৃপারামকে এক্ষণি মশানে পাঠিয়েছেন।

রাজা। (ত্রস্ত উঠিয়া) সে কি ! মশানে পাঠিয়েছে ! এ কথা কি হ'তে পারে !

কমলা। আজ্ঞা ! এতক্ষণে বুঝি শেষ হ'য়ে গেল। বাবা ! আপনি বাঁচান, আপনি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে।

রাজা। বটে, কে আছিস রে—

(এক জন কিঙ্করের প্রবেশ।)

শীঘ্র কুমারকে হেতা ডেকে নিয়ে আয়।

কমলা। বাবা ! মশানে নিয়ে গেছে, সেখানেও এক জন লোককে পাঠিয়ে দিন।

রাজা। হুঁ, ঠিক—আর এক জনকে শীঘ্র মশানে পাঠিয়ে দে, কোতোয়ালকে গিয়ে বলে যে কৃপারাম আর যে যে আছে, সকলকে হেতা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।

কিঙ্কর। যে আজ্ঞা ! (কিঙ্করের প্রস্থান।)

রাজা। (পদ-সঞ্চারণ) কি আপদ, ছেলে মানুষ কোন বোধ নাই; রাগ হ'ল তো মাথা কেটে ফ্যাল, (ক, প্র,) ব'স মা, ব'স, (মা, প্র) এ কে ? যমুনা—না—যমুনা তো নয় !

কমলা। বাবা ! ইনি মালতী, কৃপারামের স্ত্রী।

রাজা। অ্যাঁঃ ! কৃপারামের স্ত্রী ! ব’স মা, ব’স, ভয় কি মা, কিছু ভয় নাই।

(কুমার হীরালালের প্রবেশ।)

(হী প্র) ও হে ! তুমি নাকি কৃপারামকে মশানে দিয়েছ।

হীরা। আজ্ঞা, হ্যাঁ।

রাজা। সে কি! এমন কাজ কর্‌তে আছে। সে এক জন আমার প্রধান অমাত্যের ঐ মাত্র পুত্র ; কি এমন দোষ করেছে যে, তাকে মশানে দিয়ে নির্ব্বংশ কর্‌ছ।

হীরা। মহারাজ! প্রথমতঃ রামদীনের প্রাণ সংহার করেছে, তা আপনি অবগত আছেন। তার পর মালতীকে হরণ ক’রে আমার অপমান ক’রে বলপূর্ব্বক বিবাহ ক’রেছে। আমি সসৈন্য যাবা মাত্র অত্যন্ত নম্রতা সহকারে আমার শরণ লয়; মালতী ও তার ভগিনীকে মল্লিকার সঙ্গে কমলার নিকট পাঠাতে আমার হস্তে অর্পণ করে ; আমি ভাব্‌লাম সব সত্য, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ’লাম। এখন শুনি যে মল্লিকা মালতী ও তার ভগিনী, সকলে দেশ ত্যাগ ক’রে পলাচ্ছিল, রামলাল টের পাওয়াতে তাকে প্রায় প্রাণে নষ্ট ক’রেছিল, ভাগ্যক্রমে কৃপারামকে আমি ছাড়ি নাই, তা না হ’লে সেও পলাত। বিশেষতঃ আর যে একটি কাজ করেছে তা আপনকার কর্ণগোচর হবা মাত্র আপনি ওর মস্তক ল’তে কালবিলম্ব কর্‌বেন না।

কমলা। (স্বগত) দাদা টের পেয়েছেন না কি।

হীরা। মহারাজ ! এতেও সে যদি দণ্ডনীয় না হয়, তবে দণ্ডনীয় কিসে হবে, বল্‌তে পারি না। মহারাজের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, কিন্তু আমি এ অপমান সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আমি চল্‌লাম, আমায় বিদায় দিন।

(গমনোদ্যোগ।)

রাজা। খ্যাপা আর কি ! ব’স ব’স, এ সব কাজ কি রাগের কাজ, আমিও এককালে তোমার মত বালক ছিলাম, হুট বল্‌তে লোকের মাথা নিতে যেতাম। বাবা ! তোমাকে সার কথা বলি। রোষপর

বশ হ'য়ে কখন লোকের মাথা নিতে যেও না, শেষে অনেক মনস্তাপ পাবে, স্থির জেনো।

হীরা। মহারাজ! আমার রাগ দেখ্‌লেন কোথায়?

রাজা। বাবা! তুমি ছেলে মানুষ, তোমার যদি সে বোধ থাক্‌বে তো আমাকে বল্‌তে হবে কেন। এখন স্থির হ'য়ে শুন দেখিন। তুমি বল্‌ছ যে রামদীনকে মেরেছে।—যদি তাই হবে তো রামদীন মর্‌বার সময় তার কন্যা মালতীকে কৃপারামের দুর্গে পাঠাবে কেন। আর মালতী জেনে শুনে তাকে বা বিবাহ কর্‌তে সম্মত হবে, একি সম্ভব?

হীরা। মহারাজ! জোরের কাছে কি আছে; জোর ক'রে বিবাহ কর্‌লে কে রাখ্‌তে পারে।

রাজা। মিছে কথা। এই মালতী তোমার সমক্ষে র'য়েছেন, তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

হীরা। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) ইনি মালতী!

রাজা। হুঁ! ইনিই মালতী। অতএব তুমি যা সত্য ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস ক'রেছিলে, তা মিথ্যা হ'তে পারে। মালতী যে পলায়ন করেন নাই, তাও প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চ। আর মনে কর, আর যে সকল অপরাধে তুমি কৃপারামের প্রাণ নষ্ট কর্‌তে চাচ্চ, সে সকল যদি পরে এই প্রকার মিথ্যা সপ্রমাণ হয়, তা হ'লে কি কৃপারামের আবার প্রাণ দিতে পার্‌বে। তখন কি কর্‌বে বল দেখিন, তোমার মনস্তাপের কি সীমা থাক্‌বে, এ অতুল ঐশ্বর্য্যে কি তোমার মনঃ স্থির হবে? বাবা! আমি তোমায় সুপরামর্শ দিচ্চি, কখন ভুলো না, যা নিলে দিতে পার্‌বে না, এমন দ্রব্য, সন্দেহ স্থলে, কখন লইও না, তা অপেক্ষা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ ক'রে রেখো।

(কোতোয়ালের প্রবেশ ও নমস্কার।)

রাজা। এই যে (কো, প্রতি) কৃপারাম কোথায়?

কোতো। আজ্ঞা! রাজসভায় রেখে এসেছি।

রাজা। বেশ ক'রেছ। এক্ষণে আমি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা ক'রে স্বয়ং এর বিচার কর্‌ব, ইত্যবসরে তুমি সমস্ত তথ্য লবে, এর ভিতর যে

কএক জন লোক আছে, তাদের সমস্তকে হাজির ক'রে রাখ্‌বে, আর দেখ—(কোতোয়ালকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান।)

(কোতোয়ালের অনুসরণ।)

মালতী। (জনান্তিকে কমলাকে) দেবি! এই সময় কুমারকে বলুন না।

কমলা। যে রাগ ক'রেছেন, ব'লে আর কি হবে।

মালতী। বলুন না, চেষ্টায় কি না হয়।

কমলা। (নিকটে গিয়া) দাদা! আপনি আমার উপর রাগ ক'রেছেন।

হীরা। (রাগতঃ ভাবে) কমলা! তোমার দাদা কে? তুমি আমার সহোদরা ভগিনী, অন্য কেউ হ'লে আমি তাকে বুঝিয়ে নিতাম। তুমি আমার বিরুদ্ধে এত কেন যে কর্‌ছ তা তুমিই জান। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর গে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো যে তোমার আর দাদা নেই। (ফিরিয়া দাঁড়ান।)

মালতী। (গলদেশ হইতে হার লইয়া কমলার হস্তে দিয়া কর্ণে কর্ণে) কুমারকে দিন।

কমলা। (জনান্তিকে) কেন এ কি হবে।

মালতী। দিন না, এখন দেখ্‌তে পাবেন।

কমলা। কি ব'লে দেব।

মালতী। আপনার হার আপনি নিন। (সরিয়া দাঁড়ান।)

কমলা। দাদা! যদি আমার উপর এতই রাগ ক'রেছেন, তবে আপনার হার আপনি ফিরিয়ে নিন।

হীরা। (ফিরিয়া) কি হার!

কমলা। এই নিন, (হার প্রদান।)

হীরা। (হার গ্রহণ ও চমকান) কমলা! এ হার কোথা পেলে! সবাই কি তোমার নিকট পৌঁছেছেন। তবে মল্লিকা আর-আর—কৃপারামের সহোদরা কোথায়। (মালতীর প্রতি দৃষ্টি, মালতী কর্ত্তৃক অবগুণ্ঠন উত্তোলন, পুনর্ব্বার আচ্ছাদন, কুমার কর্ত্তৃক ত্রস্ত অবগুণ্ঠন ধারণ।)

হীরা। মাধবি! (মালতী হস্ত ছাড়াইয়া অবগুণ্ঠন দেওন।)

কমলা। "বিস্মিত হইয়া) ওকি ছি ছি দাদা বাবু, একি! একি! ছেড়ে

দিন, ছেড়ে দিন, আপনি পাগল হ'য়েছেন? পরের স্ত্রী, করেন কি! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, না হয় আমি সবাইকে ডাকি।

হীরা। কার স্ত্রী কমলা? এ যে মাধবী, কৃপারামের সহোদরা।

কমলা। আমরি কি নেকী বোঝাচ্চেন! ও কৃপারামের সহোদরা। আমি যেন কিছুই জানিনে, ও যে মালতী, কৃপারামের স্ত্রী। যারে নিয়ে এত হেঙ্গাম হ'চ্চে। ওমা! তাই এত হেঙ্গাম! এত দিন তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। এই জন্যে দাদা বাবুর কৃপারামের উপর এত রাগ। কৃপারামের প্রাণ না নিলে আর এর শোধ যায় না, ওমা ছি ছি! তাই এত রাগ।

(বদনে বসন দিয়া গমনোদ্‌যোগ।)

হীরা। (কমলার পথ আগলিয়া) কমলা! কর কি কর কি, আমার কথা শুন।

কমলা। কথা আর শুন্‌ব কি দাদা! আমার সমক্ষে এই কাজ, আপনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আমার সমক্ষে পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্ব্বেন, একটুও লজ্জা হয় না। ঐ বাবা আস্‌চেন, আমি তাঁকে সব ব'ল্‌চি, এই জন্যে কৃপারামের উপর আপনার এত রাগ।

হীরা। কৈ! মহারাজ আস্‌চেন? (ব্যগ্র হইয়া) কমলা! তুমি এর কিছু ব'লো না, আমি তোমাকে এখন সব বল্‌ব। দেখ, কিছু ব'লো না।

কমলা। ঐ আস্‌চেন, ঐ আস্‌চেন।

হীরা। দেখ, কিছু ব'লো না। (হীরার প্রস্থান।)

কমলা। কেমন তাড়িয়েছি।—বাবা! দাদার রকম দেখে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, আয় বোন, পলাই, আর হেতায় থাকা নয়।

মালতী। ভয় কি, আপ্‌নি একটু দাঁড়ান না।

কমলা। (অবাক হইয়া) সে কি!

মালতী। আপনার দাদা যা বল্‌লেন, তাই সত্য, কেবল মাধবীর বদলে মালতী হ'লেই ঠিক হ'ত।

কমলা। কি হ'ত!

মালতী। কৃপারামের ভগিনী মাধবী নয়, মালতী।

কমলা। তুমি কি কৃপারামের ভগিনী?

মালতী। হুঁ।

কমলা। আর হার!

মালতী। ও হার কুমার আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।

কমলা। কেন দিয়েছিলেন?

মালতী। (হাসিয়া সলজ্জভাবে) আমার হার নিয়েছিলেন, তার পরিবর্ত্তে দিয়েছিলেন।

কমলা। বটে! কবে?

মালতী। কাল সন্ধ্যার সময়।

কমলা। (হাসিয়া) বটে! তা আমি জানিনে। আচ্ছা, আগে দেখা শুনা ছিল?

মালতী। না, কাল রাত্রে দেখা।

কমলা। ঘটক কে?

মালতী। মল্লিকা।

কমলা। সে ছুঁড়ী সর্ব্বঘটে আছে। আচ্ছা, তবে তুমি কৃপারামের স্ত্রী নও?

মালতী। (হাসিয়া) বলেন কি, ভাই বোনে বিয়ে নাকি।

কমলা। (গলা জড়াইয়া বদনে চুম্বন) তবে ভাই আমারই ভুল। তবে আর ভয় কি, এখন এস। দাদা কেমন হাঁ ক'রে চেয়েছিলেন, আমার এখনও হাসি পাচ্চে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গারামের গৃহের প্রকোষ্ঠ।

গঙ্গা। (স্বর্ণবলয় পিটিয়া সমান করিতে করিতে)

গীত।

রঘুবর কি সন্দেশ কহো কপি ;
রাঘবকি সন্দেশ কহো।
লঙ্কাপুরে এক বৈঠে নিশাচর,
ছলকে সীতা হরি লিন্থু রে।
তাহা ভাবি লক্ষ্মণ চিরদিন
ব্যাকুল ভৈয়ি রঘুবীর হো ॥

(হাতুড়ী রাখিয়া) র'স ; কেউ যদি শব্দ শুনে এসে পড়ে তো কি বল্‌ব, (চিন্তা করিয়া) হ'রে ! হ'রে !

(নেপথ্যে কি বাবা !)

গঙ্গা। (মুখভঙ্গি করিয়া) কি বাবা, তোর মাথা বাবা, এ দিকে এস বাবা। আরে ম'ল, এ দিকে আয় না, কি ক'চ্চিস,

(হরির প্রবেশ।)

হরি। কি বাবা ! ডাক্‌চ কেন ?

গঙ্গা। কি ক'চ্ছিলি বাঁদর ? তোর হাতে মাটী কেন ?

হরি। কৈ ! কি ! না ! (বস্ত্রে হস্ত মুচন।)

গঙ্গা। ঐ যে মাটী, কি ক'চ্ছিলি ?

হরি। আমি উটোনে পুকুর কাট্‌ছিলুম।

গঙ্গা। খুব কাজ ক'চ্ছিলে ; তোমার কপালে মাটীকাটাই বিধাতা লিখেচেন। এখন শীগ্‌গির গিয়ে আমার সিদ্ধির তোব্‌ড়া তুব্‌ড়ীটে নিয়ে আয় দেখিন।

হরি। বাবা! তোমার হাতে ও কি, সোনা ?

গঙ্গা। ও যা হ'ক না কেন ; তুই শীগ্‌গির গিয়ে নিয়ে আস্‌গে যা।

হরি। বাবা! আমার বালা গোড়িয়ে দেবে?

গঙ্গা। তোর মাথা গোড়িয়ে দেবে, লক্ষ্মীছাড়া! যা ব'ল্‌চি তাতে কান নেই; ওঁর বালা গোড়িয়ে দেবে! "গায়ের গন্ধে প্রাণ বাঁচে না, মাথায় ফুলল তেল।" যা, শীগ্‌গির নিয়ে আস্‌গে যা।

হরি। বাঃ! আমি তোমার সিদ্ধির ডুব্‌ড়ী কোথা খুঁজব, মা তো ঘরে নেই, বাজারে গেছে। অমন ক'রে গালাগাল দিলে আমি মা এলে ব'লে দেব।

গঙ্গা। তোর মাথা ক'র্ব্বি লক্ষ্মীছাড়া! আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েচে, (চাদরে বলয় ঢাকিয়া গাত্রোত্থান।)

হরি। আমি মার কাছে যাই। (গমনোদ্যোগ।)

গঙ্গা। আর তার কাছে যেতে হবে না, অম্‌নিতেই অধঃপথে গেছ। এখন এইখানে ব'সো। এত বড় ছেলে হ'ল যদি একটা কাজে লাগে।

(প্রস্থান।)

হরি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া চাদর উত্তোলন পূর্ব্বক বলয় গ্রহণ) খুব ভারী, মাকে ব'লে দুগাছা বালা গোড়িয়ে নেবো এখন।

(গঙ্গারামের সিদ্ধির থলি লইয়া প্রবেশ।)

গঙ্গা। আরে ম'লো লক্ষ্মীছাড়া, আবার ওতে হাত দিয়েছিস!

(হরির ত্রস্ত বলয় ত্যাগ করিয়া সরিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ।)

(বলয় গ্রহণ) নে এখন সিদ্ধি বাচ দেখিন। আবার চ'ল্লি কোথায়।

(দ্বারে করাঘাত।)

নেপথ্যে। গঙ্গারাম! গঙ্গারাম!

গঙ্গা। (ত্রস্ত বলয় চাদরে লুকাইয়া সিদ্ধি ঘোঁটন ও উচ্চৈঃস্বরে গীত।

"এ সব মুহুরী মোহরা, এ যমুনা।
এ যমুনা মায়ী পূরে সবকো-কামনা॥"

হরি। বাবা খুলে দেব?

গঙ্গা। না না; ইদিকে স'রে আয়। বল বাবা হেতা নেই, বাহিরে গেছে। (গীত) মুহুরী ইত্যাদি।

নেপথ্যে। ও গঙ্গারাম ও মুহুরী মোহরা ভায়া! দ্বোর খুলে দাও।

হরি। বাবা! ময়নারাম, খুলে দেব।

গঙ্গা। না না; খুলিস নে, ইদিকে আয়। (গীত)

নেপথ্যে। কে রে হরি! খুলে দে রে বাবা!

(হরির দ্বার উদ্ঘাটন।)

(ময়নারামের প্রবেশ।)

ময়না। (গঙ্গার দাড়ী ধরিয়া) বলি ও মুহুরী মোহরা ভায়া, কানে শীসে দিয়েছ।

গঙ্গা। যাঃ যাঃ! আর চালাকী ভাল লাগে না, তোর যত ভালমান্‌সী বোঝা গেছে।

ময়না। (চাদর তুলিয়া) আর তোমার ভালমান্‌সী বুঝি এই।

গঙ্গা। (ত্রস্ত হস্ত হইতে চাদর লইয়া পিছনে রাখন) বেশ বেশ, তোর কি, যা স'রে যা, পাজী। (ধাক্কা মারণ।)

ময়না। বটে রে পাজী, আমায় ভাগ দিবি নে।

গঙ্গা। কিসের ভাগ, তোর বাবার—যে ভাগ দেব। পাজীর ঘরের পাজী।

ময়না। পাজী পাজী করিসনে, মুখ সাম্‌লে কথা ক, এখনি কোতোয়ালকে ব'লে তোকে শিখিয়ে দেব।

হরি। বাবা দিসনে, আমি মাকে ডেকে আনি গে।

(পিছুন হইতে বলয় লইয়া প্রস্থান।)

গঙ্গা। কোতোয়ালকে ব'ল্‌বি? যা শালা, তোর কোতোয়াল বাপকে ব'ল্‌গে যা। বেরো আমার বাড়ী থেকে বেরো।

ময়না। বটে রে শালা! (উঠিয়া কটিবন্ধন।)

গঙ্গা। আয় শালা আয়—(উঠিয়া কটিবন্ধন।)

(দ্রুত হরির পুনঃ প্রবেশ।)

হরি। বাবা! বাবা! কোতোয়াল সাহেব এইদিক আস্‌চে।

গঙ্গা। (সভয়ে) আঁাঃ, কি রে, সত্যি! ময়না এ তোর কীর্ত্তি।

ময়না। (সভয়ে) মাইরি না ভাই।

নেপথ্যে। গঙ্গারাম! গঙ্গারাম!

গঙ্গা। ঐ রে! হ'রে হ'রে! বলিস বাবা—বাবা বাড়ী নেই।

ময়না। আমারও নাম করিসনে।

(গঙ্গা ও ময়নার প্রস্থান।)

নেপথ্যে। কে আছ, দ্বোর খোলো।)

(হরির দ্বার মোচন।)

(কোতোয়াল সদানন্দ ও প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।)

কোতো। (হরিকে ধরিয়া) তোর বাপ কোথায়?

হরি। আমি জানিনে।

কোতো। বটে, জানিসনে। কে আছিস, এর নাক কান কেটে নেতো।

(প্রহরিদ্বয়ের অগ্রসর হওন।)

হরি। (ভয়ে ক্রন্দন) ও বাবা! আমায় মেরে ফেল্লে, দৌড়ে এস!

কোতো। তবে রে পাজী! তোর না বাপ নেই। (প্র, প্র) খুঁজে দেখ তো কোথা লুকিয়ে আছে।। (প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান।)

নেপথ্যে। অত ঠেলাঠেলি ক'রিস কেন বাবা, যাচ্ছি বাবা, টানিস কেন বাবা।

(গঙ্গারামকে লইয়া প্রহরিদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

গঙ্গা। কোতোয়াল মহাশয় নমস্কার। (শশব্যস্তে) হরি! হরি! কোতোয়াল মহাশয়কে মোড়া এনে দে, মোড়া এনে দে।

(হরির প্রস্থান।)

কোতো। এখন মোড়া রেখে কোথা ছিলি বল; আমাদের ডেকে ডেকে গলা ফেটে গেল, হোঁস হয় নি।

গঙ্গা। (কর্ণে হস্ত দিয়া) আজ্ঞা! আমি একটু কম শুন্তে পাই, একটু ডেকে বলুন।

নন্দ। এ সিদ্ধি ঘুঁটছিল কে?

গঙ্গা। আজ্ঞা! আজ্ঞা! আমি অন্দরে ছিলাম, ময়নারাম সিদ্ধি ঘুঁট-ছিল।

কোতো। সে কোথায়?

(ময়নার কর-যোড়ে প্রবেশ।)

ময়না। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞা! আমি হেতায়।

কোতো। আরে ম'ল, তুই ব্যাটাই র'য়েছিস, আর আমাদের চেঁচিয়ে গলা ফেটে গেল।

নন্দ। বাবা! তোমার তো চেচান নয়, ও বাঘের ডাক, আমাদের অবধি পিলে চোম্‌কে যায়, তো ওরা গরিব লোক। দাদা তুমিত কম নও, যমের দোশর।

(হরির মোড়া লইয়া প্রবেশ।)

কোতো। আ হে না হে! তুমি বোঝ না।

নন্দ। একটু ক্ষান্ত পাও দাদা, তোমাকে দেখেই ওদের হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে গেছে। তুমি একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো, আমি জিজ্ঞাসা করি।

কোতো। (হাসিয়া) আচ্ছা তাই কর। (মোড়া গ্রহণ)

নন্দ। (গঙ্গার প্রতি) আচ্ছা! হেতায় আয়, তোদের কিছু ভয় নেই, আমি যা বলি তা শোন।

গঙ্গা। আজ্ঞা! (নিকটে গমন।)

নন্দ। কাল রাত্রে তোদের গঙ্গে পথে আস্‌তে একটি স্ত্রীলোকের দেখা হয়, সে তোদের রাজবাটী পৌঁছে দিতে বলে —

গঙ্গা। দোহাই কোতোয়াল সাহেব! আমি তার কিছু জানি নে, ও ময়না সব জানে।

ময়না। আমি জানি! দোহাই কোতোয়াল সাহেব, আমি কিছু জানি নে। ঐ গিয়ে ধ'রেছিল। সেটা পেৎনী।

গঙ্গা। আমি ধ'রেছিলুম না তুই ধ'রেছিলি, আমি আর কত বারণ কল্লুম, এত রাত্রে ধরিস্ নে — ধরিস্ নে, — তা কি ও শোনে, দোহাই মশাই! আপনার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি, সেটা পেৎনী।

কোতো। ওহে! তোমার কর্ম্ম নয়, আমি সব কথা বা'র ক'চ্চি।

(প্রহরীর প্রতি) বাঁধ তো শালাদের।

নন্দ। না না, একটু ঠাণ্ডা হও দাদা। (গঙ্গাকে অন্তরে লইয়া) কাল রাত্রে কার হাতের বালা খুলে নিয়েছিলি; ঠিক কথা বল, তোর কোন ভয় নাই; তা না হ'লে এখনি কোতোয়াল মহাশয়কে ব'লে দেব।

গঙ্গা। দোহাই মহাশয় ! এমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমি সব ব'ল্‌চি। আমি ছা-পোষা, আমায় মা'ল্লে কি হবে।

নন্দ। আচ্ছা, তুই যা যা জানিস, সব বল, উল্টে তোকে এখন পুরস্কার দেবো। তোর কিছু ভয় নাই।

গঙ্গা। আজ্ঞা, কোন ভয় তো নাই।

নন্দ। কিচ্ছু নাই, তুই বল। আয়, কোতোয়ালের নিকট বল।

গঙ্গা। আজ্ঞা, আপনার কাছে ব'ল্লে হয় না।

নন্দ। না না আয়, (নিকটে লইয়া) কোতোয়াল মহাশয় শুনুন। (ময়নার প্রতি) আর দেখ, তুই এই অবসরে সিদ্ধিটা তোয়ের ক'রে ফেল। কোতোয়াল মহাশয়কে আচ্ছা ক'রে খাওয়া।

ময়না। আজ্ঞা ! এখনি ক'রে দিচ্চি (ত্রস্ত সিদ্ধিঘোঁটন, ঘোঁটনা লইয়া সিদ্ধি ঘোঁটা।)

কোতো। আঃ ! যা ক'ত্তে এসেছো তাই কর, ও আবার কেন।

নন্দ। সিদ্ধিদাতা গণেশ ! কোন কার্য্যারম্ভে গণেশের অপমান ক'ত্তে নাই। আর বিশেষতঃ এত কথা ক'য়ে গলাটা শুকিয়ে উঠেচে। আমি তো আর সহর কোতোয়াল নই, যে ঘুস দেবে। তুমি ঘুস মনে কর, খেও না। আজ ব্রহ্মার মন্দাগ্নি !

কোতো। কেন হে, আমরা বুঝি ঘুস নি।

নন্দ। কে বলে ; তবে মান্ধাতার আমল অবধি একাল পর্য্যন্ত সহর কোতোয়ালদের হাতপাতা রোগ আছে ; হাতে কিছু ভারী গোছ না হ'লে রক্ষা থাকে না।

কোতো। বল কি, সবাই কি করে হে।

নন্দ। সবাই ! এমন কথা কে বলে, কার মাথার উপর মাথা, কিন্তু ভাই প্যায়দা ভায়ারা অবধি রেঁাদে বেরুলে পানের খিলিওলার দুটো খিলি বাঁচান ভার। তোমরা তো মাথায় থাক।

কোতো। আমাদের কুচ্ছ ক'চ্চ, এক দিন বুঝে নেব।

নন্দ। (যোড় করে) না দাদা ও কথাটি ব'ল না ; বুকে ব'সে রোজ দাড়ী উপ্‌ড়ো, আমি একটি কথা বলব না।

কোতো। তবে বুঝে সুজে কথা কৈও, আজ কাল আইন বড় কড়াক্কড়।

নন্দ। তা আর ব'ল্‌তে হবে না, তোমাদের পোহাবার। এখন দাদা, যা ক'ত্তে এসেছ, কর। তোমাদের শালগ্রামের শোওয়া বসা বোঝা ভার, আমার উপর কটাক্ষ টা আর কেন। আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াই, তোমরা শনির বাবা। • (পিছনে গমন।)

কোতো। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ভাল ! (গঙ্গার প্রতি) কাল রাত্রে তোর কি কি ঘ'টেছিল, বল।

নন্দ। কিছু ভয় নাই, সব বল, আমি তোর জামিন।

গঙ্গা। আজ্ঞা ! (নমস্কার) আজ্ঞা, কাল রাত্রে আমি আর ময়না, যখন আসি, তখন একটি স্ত্রীলোক আমাদের বলে যে আমাকে রাজবাটীতে পৌঁছে দাও। তা আমাতে আর ময়নাতে পরামর্শ ক'ত্তে ক'ত্তে সে কেমন ভয় পেলে, না কি হ'ল, স'রে গেল।

কোতো। তার পর।

গঙ্গা। আজ্ঞা—আজ্ঞা –তার পর—(মস্তক চুলকান।)

কোতো। আরে ম'লো, মাথা চুলকুস্‌ কি, ব'লে চল।

গঙ্গা। আজ্ঞা ! আমার কোন অপরাধ নাই।

কোতো। না না, ব'লে চল।

গঙ্গা। আজ্ঞা ! এই কমলা দেবীর সহচরী মল্লিকাকে।

কোতো। (চমকিয়া) কাকে ? তার পর ব'লে চল, ব'লে চল !

গঙ্গা। আজ্ঞা ! মল্লিকা দেবীকে রামলাল বাবুর লোকেরা মুখে কাপড় দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল।

কোতো। (আগ্রহ সহ) বলিস কিঁ, ঠিক দেখিচিস ? তার পর কোথা নিয়ে গেছে জানিস ?

গঙ্গা। আজ্ঞা ! জানি, রামলাল বাবুর বাড়ীতে নিয়ে গেছে।

নন্দ। (লম্ফ দিয়া) মার্ লিয়া "বকুলফুল তুল্‌তে গিয়ে পেলুম কানের সোনা। বাজা ভাই তিনতাধিনা ডালভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা॥"
শালাকে এইবারে মেরেছি। এ সংবাদ কে জান্‌ত বাবা; কেঁচো খুড়্‌তে এক সাপ বের ক'রে ফেলেচ। (নৃত্য)

কোতো। আরে থাম হে, থাম, (গঙ্গার প্রতি) তুই ঠিক জানিস।

গঙ্গা। আজ্ঞা ! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেচি।

কোতো। তবে আর বিলম্ব নয়। এস শীগ্‌গির এস। (গাত্রোত্থান।)

নন্দ। চল চল (ময়নার প্রতি) শীগ্‌গির ছেঁকে নে, শীগ্‌গির ছেঁকে নে।

কোতো। আর সিদ্ধি খেতে হবে না, এস এস (হস্ত ধরিয়া লওন।)

নন্দ। আরে যাও দাদা, উপস্থিত সিদ্ধি ফেলে যেতে আছে, আমি এই চোঁ ক'রে মেরে দি।

কোতো। আরে না হে, এস এস (টানন।)

নন্দ। আহে সিদ্ধিটা খেয়ে নি।

কোতো। না না, বিলম্ব হবে, তুমি জান না, সে বড় তৈয়েরী। (টানিয়া লওন।)

নন্দ। তবে তৈয়ের ক'রে রাখ, আমি যাবার সময় খাব, দেখিস।

কোতো। আরে এস (লইয়া চলন।)

নন্দ। চল চল—দেখিস বেটা, রাখিস, সব খাস নে। (সকলের প্রস্থান) খবরদার।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ক্রোড় অঙ্ক।

রামলালের বাটীর এক গৃহ।

খট্টাঙ্গে মল্লিকা অচেতন, এক জন কিঙ্করী নিকটে বসিয়া ব্যজন করিতেছে।

(দ্রুতবেগে রামলালের প্রবেশ।)

রাম। কৈ এখনও জ্ঞান হয় নাই, তবেই ত সর্ব্বনাশ।

কিঙ্ক। আজ্ঞা কৈ, এখনও ত হয় নাই।

রাম। তবে তোর মাথা এতক্ষণ কি ক'চ্চিলি। একটা দাঁতকপাটী আর ভাংতে পারিস নি। স্বধুই ব'সে ব'সে ঘুমুচ্চিস।

কিঙ্করী। আজ্ঞা! আমার দোষ কি, আমি ত সেই অবধি চেষ্টা ক'চ্চি।

রাম। তোর মাথা ক'চ্চিস। ওঠ এখন বেরো; তোর আর চেষ্টা ক'ত্তে হবে না।

কিং। ও মা! আমার দোষ কি!

রাম। আরে ম'লো, আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো যে ; যাঃ, বেরো, (ধাক্কা মারিয়া বাহির করণ ও অর্গল বন্ধ করণ) তাইতো এক্ষণে উপায় কি—(পদসঞ্চারণ) এক শত স্বর্ণমুদ্রা—যে মল্লিকার সংবাদ আন্‌তে পার্‌বে, তাকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে, কোতোয়াল এই ঢেড়রা দিচ্চে। এক শত স্বর্ণমুদ্রা—অনেক টাকা, আমার দাসেরা কি এ লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌বে ; দুই এক জন হ'লে হ'ত, আমি তার অধিক দিয়ে ক্ষান্ত রাখ্‌তে পার্‌তাম, প্রায় সকলেই জানে। কি উপায়! পলানই শ্রেয়ঃ, "যঃ পলায়ন্তি সজীবতি" তবে আর দেরী কেন—ও কিসের শব্দ! (ত্রস্ত উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দর্শন) কৈ কিছু নয়, (পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ করণ) আর দেরী নয়, কি জানি কি হয়, (কক্ষ হইতে চাবী বাহির করিয়া সিন্দুকে চাবী দেওন) আরে ম'ল বেকল হ'ল না কি? (বলপূর্ব্বক ঘোরাইয়া টানন ও চাবী ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতন) একি হ'ল (চাবি দেখিয়া) দেখ দেখ, কোন্ চাবি দিচ্চি! (পুনর্ব্বার চাবি লইয়া সিন্দুক খোলন, এবং সকল ভূষণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুদ্রার থোলে লইয়া কক্ষে বন্ধন) এই থাক্‌লেই সব রৈল, (বহির্দ্দেশে শৃঙ্খল রুদ্ধ শব্দ) ও কি! শিকলি দিলে নাকি! (ত্রস্ত অর্গল খুলিয়া টানন) সর্ব্বনাশ! এই যে শিকলি দিয়েছে, নিজের ফাঁদে নিজে পড়্‌-লাম—(দ্বারে আঘাত করিয়া) কেও কেও! লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! গণেশ! গণেশ! ঐ যে কথা ক'চ্চে—জগন্নাথ! জগন্নাথ! দ্বার খুলে দে! তোকে রাজা ক'রে দেব ; এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিস নে, আমার যা আছে তোদের সর্ব্বস্ব দেব, আমায় ছেড়ে দে। দিবিনে, শালার ব্যাটা শালারা র'স, আমি একবার যদি বা'র হ'তে পারি তো তোদের বাল-বাচ্ছা একগাড় ক'র্ব্বো (দ্বার ধরিয়া সবলে টানন, হাত ফস্‌কাইয়া পতন।)

মল্লিকা। (চমকিয়া খট্টাঙ্গে উঠিয়া উপবেশন) রামলাল! রামলাল!

রাম। এই যে জ্ঞান হয়েছে, (ছুটিয়া পদ ধারণ) মল্লিকে! তুমি আমায় রক্ষা কর, তুমি বৈ আর আমার কেউ নাই। মল্লিকে! তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব, মল্লিকে! তুমি আমার বাঁচাও।

মল্লিকা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে, আমার পা ছাড়।

রাম। মল্লিকে! আমায় বাঁচা, আমার প্রাণ তোর হাতে। আমায় ধ'ত্তে এসেছে। তোমার কথায় আমার মরণ বাঁচন।

মল্লিকা। কে ধ'ত্তে এসেছে?

রাম। কোতোয়াল আর কৃপারাম।

মল্লিকা। কোথায়? কোথায়?

রাম। এই ঘরের বাইরে।

মল্লিকা। বটে! তবে এই রক্ষা ক'চ্চি। (চীৎকার করিয়া) দোঁহাই মহারাজের, দোঁহাই আমায় খুন করে, তোমরা দ্বোর ভেঙ্গে এস।

রাম। (বদনে হস্ত দিয়া) মল্লিকে! মল্লিকে! চুপ কর চুপ কর, তুই আমার প্রাণ নিস্‌নে।

মল্লিকা। (হস্ত ছাড়াইয়া) নেব না ত কি, তোমার যদি দশটা প্রাণ থাকে তো দশটাই নিলে আমার এর শোধ যাবে না।

(দ্বার ভাঙ্গিয়া দ্বারবানদের প্রবেশ।)

প্রহরিচয়। মার মার।

রামলাল। (অসি নিষ্কোসিত করিয়া) খবরদার, যে এগোবে তার মাথা নেব।

কোতো। খবরদার রামলাল! তরবার ফেল; অমনি অমনি বন্দী হও, তা নৈলে মাথা নেব।

রাম। (মুখভঙ্গি করিয়া) অমনি অমনি বন্দী হব কেন, তোমরা শূলে দিয়ে মজা দেখ্‌বে; ক্ষত্রিয়ের ছেলে ল'ড়ে মরি, শূলে যাব কেন? আয়! যার ইচ্ছা এগিয়ে আয়! কিন্তু ব'লৃচি, প্রাণের যার আশা আছে, সে যেন এগোয় না।

মল্লিকা। ওকি! ওকি! (পিছন হইতে অসি সহ হস্ত ধারণ। রামলালের মল্লিকাকে বলে দূরে নিক্ষেপ ও একেবারে সকলকে পিছাইয়া, কোতোয়াল সহ যুদ্ধ। মল্লিকা পুনর্ব্বার পিছন হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ। এই অবসরে কোতোয়ালের খড়্গাঘাত। রামলালের পতন।)

মল্লিকা। (রামের উপরে পতন) ওগো! তোমরা আর মের না;

কোতোয়াল! তোমার পায়ে ধরি, একেবারে প্রাণে মের না, ও কিছু করে নি, ও আমাকে হেতায় আনেনি, আমি নিজে এসেছি। ওগো! স্ত্রীহত্যা ক'র না, ওগো! আমার সর্ব্বনাশ ক'র না। কোতোয়াল! ওকে ছেড়ে দাও; কোতোয়াল! তুমি রক্ষা কর। রামলাল একটিবার কথা কও, তুমি যা ব'ল্‌বে আমি তাই ক'র্‌ব, তুমি উঠ (উঠাইতে চেষ্টা।)

রাম। কেও মল্লিকে। (হস্তে জোর দিয়া উঠিয়া বসিয়া) দুশ্চারিণী পাপীয়সি! এখন তোমার রাক্ষসী মায়া দেখাতে এলে; এক ঘণ্টা আগে দেখাতে পার নি, (ত্রস্ত অস্ত্র লইয়া মল্লিকাকে আঘাত) এই এর শোধ নে, খানকী— (পতন)

মল্লিকা। বাবা! (পতন)

কোতো। হাঁ হাঁ ধর ধর।

প্রহরী। (মল্লিকাকে ধরিয়া দর্শন) আর ধর ধর! চুকে গেছে।

কোতো। বলিস কি, বাহিরে আন, বাতাসে আন, বাতাসে আন। আর ও শালাকে মেরে ফেল। ব্যাটা কি ভয়ঙ্কর লোক!

প্রহরী। আজ্ঞা আর কষ্ট পেয়ে মাত্তে হবে না, আপনিই হ'য়ে গেছে।

কোতো। তবে চল, আর কি হবে। (সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্কের ক্রোড় অঙ্ক।

কমলার গৃহ।

(নন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। কৈ কেউ তো কোথাও নাই! এই মনির মা ব'ল্লে যে যমুনা এই দিকে আছে, (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) যা বল যা কও, ছুঁড়ীর কি ল্যাজ্জৎ দেখেচ বাবা! যদিও মল্লিকে ছুঁড়ী ওর চেয়ে কিছু রং ফর্সা আর বয়সেও কম ছিল বটে, কিন্তু ছুঁড়ীটে যে বাচাল, দেখে ভয় হ'ত, সুন্দরী হলে কি হবে। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" আমার আধা বয়সীই ভাল; দূর কর, সে নামে আর কাজ নাই, "গতস্য

শোচনা নাস্তি।” কুমার ও দেবী উভয়কেই প্রসন্ন ক’রেছি, এখন যা চাই তাই পাই। (চমকিয়া) এই যে যমুনা এদিকে আস্‌চে, লুকিয়ে দাঁড়াই।

(যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। মাগো মা! এ কএক দিন কি হ’য়েছে ; যেন সকলকে ভূতে পেয়েছে, মার মার, কাট কাট, বৈ আর কথা নাই। বাবা ভাল-বাসার এমত লাঞ্ছনা আমিতো স্বপ্নেও জানি নে। আমি তো ম’লেও কাহাকেও ভালবাস্‌ব না।

নন্দ। (স্বগত) তবেই হ’য়েছে।

যমুনা। কাহারও সঙ্গে পিরীত ক’র্ব্ব না, ওমা এর নাম পিরীত।

নন্দ। (স্বগত) বেশ কথা।

যমুনা। বিধাতা যে বর নির্ব্বন্ধ ক’রে দেছেন, গুরু জনে যে বর ভাল ব’লে দেবে, তা বুড়োই হ’ক আর স্নুড়োই হ’ক, যা হ’ক, আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌ব।

নন্দ। (প্রকাশ্যে) তথাস্তু।

যমুনা। ও মা, এ কে ! তুমি ! তা জানিনে।

নন্দ। বেঁচে থাক, চিরজীবী হও, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী, তুমি সতী সাবিত্রী।

যমুনা। আমরি ! রকম দেখ।

নন্দ। (হস্ত ধরিয়া) যমুনা যা ব’ল্লে কি সব সত্য ?

যমুনা। কি বল্লুম। ন্যাও, হাত ছাড়।

নন্দ। র’স র’স, এই যে ব’ল্‌ছিলে, যে বুড়ো স্নুড়ো—আর এমন বুড়ো স্নুড়োই বা কি, এই আমার মতন আধা বয়স্কা।

যমুনা। তোমার মতন আধা বয়স্কা তা কি ? তুমি হাত ছাড় বাবু ! তোমাদের উপর বিশ্বাস নাই।

নন্দ। না না, শোন না, এই আমার মতন যদি একটি বর দেবী মনোনীত ক’রে দেন, তো তুমি রাজী হও।

যমুনা। ও মা ! তুমি এই কথা ব’ল্‌বে ব’লে বুঝি আমার হাত ধ’রেচ, ও মা ! আমি কোথায় যাব ! তোমার পেটে এত বিদ্যা তা আমি

জানিনে; এ জান্‌লে কে তোমায় হাত ধ'ত্তে দিত, কে তোমায় অন্দরে আস্‌তে দিত, ছাড় ছাড় (হস্ত ছাড়ান) আর এক জন এমনি ক'রে এক জনের মাথা খেয়েচে; তাই দেখে তোমার বুঝি বুক বেড়ে গেচে। তোমার বড় রস হ'য়েচে, এই আমি রাজ-কুমারীর কাছে যেয়ে তোমার রস বা'র ক'চ্চি।

(গমনোদ্যোগ।)

নন্দ। (সভয়ে আগলিয়া) সর্ব্বনাশ! কর কি! তোমার পায়ে ধরি এমন কথা ব'ল না, আমি এই নাকে কানে খত দিচ্চি বোন! এমন কথা আমি আর তোমাকে কখন ব'ল্‌ব না।

যমুনা। কখন ব'ল্‌বে না তো।

নন্দ। না কখন ব'ল্‌ব না, এই আমার নাকে কানে খত (নাকে কানে খত দেওন।)

যমুনা। তবে আমি বলি গে।

নন্দ। না না, ব'ল না (হস্ত ধারণ।)

যমুনা। না না আবার কি; তবে তুমি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'চ্ছিলে।

নন্দ। আমি প্রবঞ্চনা ক'চ্ছিলাম! আমি তো সত্য সত্য বল্‌ছিলাম।

যমুনা। কি সত্য বল্‌ছিলে?

নন্দ। যদি তুমি বল তো আমি রাজকুমারীকে বলি!

যমুনা। আমি যদি কি বলি?

নন্দ। তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌তে রাজী আছ।

যমুনা। তোমাকে বিবাহ ক'রে আমার লাভ কি, তোমার কি ঘরে পান ছেঁচে দেবার লোক নেই।

নন্দ। থাক্‌লে কি আর এখন হামানদিস্তে চাইতে আসি।

যমুনা। আমার উপর এত সদয় যে!

নন্দ। আমার অন্ধকার ঘর আলো ক'র্ব্বে ব'লে।

যমুনা। কেন, তোমার ঘরে কি প্রদীপ নেই।

নন্দ। থাক্‌লে কি আর সোল্‌তে নিয়ে বেড়াই।

যমুনা। সুধু সোল্‌তে জ্ব'ল্‌বে কেন, তেল কোথায় পাবে।

নন্দ। তার ভয় কি, কুমার দেবেন।

যমুনা। কুমার! সত্য!

নন্দ। সত্য না কি মিথ্যা। এই আমি কুমারের কাছথেকে আস্‌চি।

যমুনা। আচ্ছা তো এলে। কিন্তু দেবী আমায় ছেড়ে দিতে রাজী হবেন কেন।

নন্দ। তার ভয় নাই, তুমি রাজী হ'লেই হয়।

যমুনা। আমার আর রাজরাজিটা কি, আভাগীর ঘরপোড়ার কাঠ। এখন যাই অনেক কাজ আছে।

নন্দ। আঃ! কাজ তো রোজই থাকে, একটা কথা বলি শোন না।

যমুনা। এক দিনের মতন অনেক শুনেছি, এর মধ্যে সব শুন্‌লে ফুরিয়ে যাবে, এর পরে আর তবে কি শোনাবে। ঐ কে আস্‌চে।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।)

নন্দ। (ফিরিয়া দর্শন) তাই তো, রাজকুমার যে! ও সর্ব্বনাশ! আমি সব ভুলে আছি, কি জবাব দেব।

(হীরার প্রবেশ।)

হীরা। কৈ কি হ'ল?

নন্দ। (মাথা চুল্‌কাইয়া) আজ্ঞা! আজ্ঞা! তারি চেষ্টায় আছি।

হীরা। এখনও চেষ্টায় আছ। সে যা হ'ক, তুমি একবার যমুনাকে দেখ না। তাকে দিয়ে তোমার নাম ক'রে ডেকে আন না, কমলা না জান্‌তে পাল্লেই হ'ল।

নন্দ। কুমার! তাও কি হয়, আমার নাম ক'রে তাঁকে ডাকৃতে পারি; তিনি কি মনে কর্‌বেন, আর আস্‌বেন বা কেন?

হীরা। ঠিক ঠিক! তা তুমি তো সর্ব্বত্রগামী, একবার দেখে আস্‌তে পার কোথায় আছেন। কমলা না থাকৃলেই হ'ল, আমি গিয়ে এখন দেখা কর্‌ব। যাও তুমি দেখে এস গে।

নন্দ। আজ্ঞা! তাই ভাল, আমি দেখে আসি গে।

(স্বগত) বড় বেঁচে গেছি।

(প্রস্থান।)

হীরা। তাই যাও, (স্বগত) কমলা যে রাগ ক'রেছে, এখন দেখা করা বড় সহজ নয়; এখনি বাবার কাছে ব'লে একটা গোল ক'রে

ফেল্‌বে। আর ফেল্‌লেই বা ভয় কি। কৃপাঁরাম আর নন্দের কাছ থেকে তো সব শুনেছি, আপত্তি তো কিছুই দেখি না, এখন একবার দেখা পেলে হয়। ঐ না কে আস্‌চে, কমলা যে, সর্ব্বনাশ!

(দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়ান।)

(মালতীর প্রবেশ।)

মালতী। যমুনা ব'ল্লে, নন্দ এই ঘরে আছে, তা কৈ। ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (কুমারের স্কন্ধ ধরিয়া) নন্দ নন্দ! শুন। (হীঃ ফিরিয়া দাঁড়ান, মাঃ চমকিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া পলায়নের চেষ্টা।)

হীরা। (হস্ত ধরিয়া) কি শুন্‌ব বলুন।

(মালতী মস্তক নত করিয়া স্থিতি।)

নন্দকে বল্‌ছিলেন, আমি কি এত পর হলেম। মালতী আমায় বল্‌তে কি এত লজ্জা।

মালতী। কুমার! মালতী আপনাকে দেখে নাই। সে অপরিচিত কুলশীলকে কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'রে গুপ্ত কথা বল্‌বে।

হীরা। তবে মাধবী তো চিন্‌তে পারেন।

মালতী। সে কথা মল্লিকা বল্‌তে পারে; আমি মাধবী নই।

হীরা। তুমি আমার মাধবী মালতী সব, এখন মুখের কাপড় খোল দেখিন। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন।)

মালতী। কুমার! করেন কি, যদি রাজকুমারী এসে পড়েন তো কি মনে কর্‌বেন, তিনি ভাব্‌বেন যে আমি আপনকার সহ লুকিয়ে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি।

হীরা। যদি যথার্থ তাই আসিয়া থাক তো কি বড় মন্দ কর্ম্ম হ'য়েছে।

মালতী। কুমার! স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিমল দর্পণের মত, তাতে নিঃশ্বাসে কলঙ্ক পড়ে। কুমার! আমি কমলা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি, তিনিই আমার মুরুব্বি, তাঁর মতেই আমার মত।

হীরা। তবেই হ'য়েছে! বেশ মুরুব্বি ধ'রেছ; মালতি কেন আর কষ্ট দিস।

মালতী। কুমার! এমত কথা বল্‌বেন না, আমি আপনকার দাসী, আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনকার কোন ক্লেশের কণা মাত্র হ্রাস হয় তো এ দুঃখিনী অকাতরে দিতে স্বীকৃত আছে।

(কমলার প্রবেশ।)

কমলা। নাসিকায় হস্ত দিয়া) ও মা! এ কি! ছি ছি! দাদা বাবু! আপনি কি হ'য়েছেন। আপনকার কি আর কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, স্থানাস্থান পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, আপনি কি ক'চ্চেন। আয় মালতি আয়, আমি বাবার কাছে যাই, ওঁর উৎপাতে আমার আর সখী রাখা ভার হ'ল।

হীরা। (সলজ্জভাবে) কমলা! তুমি ভুলেচো, ইনি কৃপারামের স্ত্রী নন, ইনি কৃপারামের ভগিনী মালতী।

কমলা। দাদা! আমি ভুলিনি, আপনি ভুল্‌চেন, মালতী যে কৃপারামের ভগিনী তা আমি জানি, কিন্তু দাদা! কৃপারামের ভগিনী কি আপনকার কিঙ্করীর উপযুক্তা পাত্রী, না তার সঙ্গে আপনকার এই প্রকার ব্যবহার করা উচিত, আমার আশ্রয়েও কি ওর নিস্তার নাই।

হীরা। সে কি কমলা! তুমি এমন মনে ক'র না, উনি কি আমার কিঙ্করীর উপযুক্তা—না আমি সেই অভিপ্রায় ক'রেছি।

কমলা। তবে কি আপনি বিবাহ কর্‌বেন।

হীরা। তা না ত কি।

কমলা। দাদা! তা যদি করেন তো আমার আর কি কথা আছে।

হীরা। একটি আছে।

কমলা। কি?

হীরা। মালতী ব'ল্‌ছেন তুমি ওঁর মুরুব্বি, তোমার মতেই মত। এখন মুরুব্বি মহাশয়ের মত কি?

কমলা। (হাসিয়া) বটে, তবে মুরুব্বি মহাশয়ের মত যে মালতী কৃপারামের ভগিনী, কৃপারাম সত্ত্বে তার কোন কথা কওয়া বিহিত নয়, আপনি কৃপারামের নিকট হ'তে মত ল'ন গে। আর দাদা বাবু! আপনি যে আমাকে রাজমন্ত্রী ক'রে দিয়েছিলেন সেটা বুঝি ভুলে গেছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের মতটা নেবেন না বুঝি।

হীরা। সর্ব্বনাশ! সে কথাটা এখনও মনে ক'রে আছ।

কমলা। সে কি দাদা বাবু! রাজমন্ত্রীর পদ বুঝি বড় সহজ পদ, পেলে কি কেউ ছাড়ে, না ভোলে। এখন রাজমন্ত্রীর মত শুনুন।

হীরা। কি বলুন।

কমলা। এ কাজ আমাদের মতামতে হবার নয়, মহারাজের মতেই মত, অগ্রে তাঁকে বলা কর্ত্তব্য।

হীরা। সে তো ব'ল্‌বই, এখন তুমি মত দাও কি না বল।

কমলা। যদি আমার মতে হয় তো এইংনিন। আজ থেকে মালতী আপনার আশ্রয় লইলেন দেখ্‌বেন। (জনান্তিকে মালতীর প্রতি) দেখিস বোন তুই আমার ভরসা। (প্রস্থান।)

হীরা। এখন তুমি কার।

মালতী। যিনি বলেন তার, তবে একটু কসুর আছে।

হীরা। কি কসুর।

মালতী। রাজকুমারীর জিনিস নিলেন, কিন্তু মূল্য তো দিলেন না।

হীরা। কি মূল্য দেব বল, দিচ্চি।

মালতী। দেবেন তো?

হীরা। দেব।

মালতী। তিন সত্যি?

হীরা। তিন সত্যি।

মালতী। রাজকুমারীকে আমায় দিন।

হীরা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তুমি নিয়ে কি কর্‌বে।

মালতী। আমার দাদাকে দিব।

হীরা। (চমকিয়া) কৃপারামকে! তাও কি হ'তে পারে।

মালতী। (হস্ত ধরিয়া) কেন হ'তে পার্‌বে না, আপনি মনে কর্‌লেই হয়।

হীরা। তা বল্‌লে কি হয়, যা হবার নয়, তাও কি হয়।

মালতী। আপনকার বেলা যদি হয় তো কি দুঃখিনী ভগিনীর বেলা হয় না। কৃপারামের ভগিনীর পাণিগ্রহণ কি প্রকারে কর্‌বেন?

হীরা। ভালবাসি ব'লে।

মালতী। কমলা কি কৃপারামকে ভালবাসেন না।

হীরা। (চমকিয়া) বটে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। কে ব'ল্লে।

মালতী। তাও কি আবার বল্‌তে হয়, তোমার হাতে ধরি, এটি অমত ক'র না। কৃপারাম বড় কষ্ট পেয়েছে, তাঁকে একটু সন্তুষ্ট করুন।

হীরা। বাবা রাজী হবেন কেন?

মালতী। সে আমাদের ভার, আমরা দুই বোনে যদি না পারি তো হবে না; কিন্তু আপনি তো সহায় থাকবেন?

হীরা। তুমি যখন সহায় আছ তার ভাবনা কি।

মালতী। সে আপনারি কৃপায়। এখন আসি, কমলাকে বলি গে, সে তিগেথর কাকের মত আশা পথ চেয়ে আছে।

হীরা। অমনি আস্‌বে, কিছু বায়না দেবে না। (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।)

মালতী। (হাসিয়া) না না, মাপ কর্‌বেন, অবিশ্বাস কি আছে।

(প্রস্থান।)

হীরা। শুন শুন যাঃ, পালাল। এখন যাই। (প্রস্থান)

রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী, হীরালাল, কৃপারাম ও কোতোয়াল।

মন্ত্রী ও হীরারাল অন্তরে কথোপকথন।

রাজা। কৃপারাম! তুমি রামলাল নরাধমের ষড়যন্ত্রে পতিত হ'য়ে যে কষ্ট পেয়েছ তার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি, নরাধম নিজের পাপের প্রতিফল পেয়েছে। আর আমি বোধ করি হীরালালও অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছে।

(হীরার প্রতি) হীরা!

হীরা। (নিকটে আসিয়া) আজ্ঞা!

রাজা। অদ্যাবধি কৃপারাম তোমার এক জন সখা হ'লেন। আমি যে প্রকার এর পিতাকে আপনার ভাবিতাম, তুমিও একে আপনার ভেবো।

হীরা। দেব! তার কোন সন্দেহ কর্‌বেন না, আমি সেই পাপিষ্ঠের চক্রে প'ড়ে ভ্রম বশতঃ ওঁকে যে কষ্ট দিয়েছি তাতে আমি ওঁর নিকট মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্চি। (কৃঃ হস্ত ধরিয়া) কৃপারাম তুমি অদ্যাবধি প্রিয়সখা হইলে, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নাই, এক্ষণে আমি তোমার যাতে মঙ্গল হয় সর্ব্বতোভাবে তার চেষ্টা পাব।

(মন্ত্রীকে ইঙ্গিত।)

মন্ত্রী। (কর যোড়ে) দেব ! যদি অনুমতি হয় তো আমি এক কথা বলি।

রাজা। কি বল।

মন্ত্রী। দেব ! রামলাল ও মল্লিকার তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এক্ষণে ধর্ম্মের পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। মালতী দেবী ও কৃপারাম বাবু উভয়েই অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। কুমার তার নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। সে দুঃখ নিবারণার্থ কুমার আমাকে আপনকার নিকট নিবেদন কর্‌তে ব'ল্‌লেন যে, যদি আপনকার অনুমতি হয় তো উনি মালতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

রাজা। বটে, (হাসিয়া) মন্ত্রী ! মন্দ কি, ভালই হ'য়েছে, আমিও হীবার বিবাহ দিব স্থির কর্‌তেছিলাম, ভালই হয়েছে। তবে কন্যাটিকে হেতায় একবার আন্‌তে বল, আমরা দেখি। বিবাহের অগ্রে কন্যাদর্শন পদ্ধতি।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা ! (এক জন কিঙ্করের প্রতি) মালতী দেবীকে আস্‌তে বল, (অন্তরালে) আর কমলা দেবীকেও আস্‌তে বল।

(কিঙ্করের প্রস্থান)

রাজা। তবে এ ঘট্‌কালী কে কর্‌লে, মন্ত্রী এ তোমার কাজ।

মন্ত্রী। দেব ! যদি রাজসংসারের ও রাজ্যের সমস্ত কার্য্যেরই আমার ভার, তবে এমত আনন্দসূচক কার্য্যে কি আমার হাত থাকবে না। (কৃঃ প্র) কৃপারাম আপনার কি মত।

কৃপা। মন্ত্রিবর ! এমত কার্য্যে কি মত জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়। আপনি যেমন, তেমনি কার্য্য ক'রেছেন, আমি এতে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লাম তা ব'লে শেষ ক'র্‌তে পারি না।

(কমলা, মালতী ও যমুনার প্রবেশ।)

(কমলার নমস্কার।)

রাজা। এস মা এস। কমলা, তোমার দাদার সহিত মালতীর বিবাহ স্থির হ'চ্চে, তুমি কি বল। মালতীকে দেবে না, না।

কমলা। (মালতীর অবগুণ্ঠন তুলিয়া) পিতা এমন মেয়ে সচরাচর পাওয়া ভার। দাদা আমার যে এমন সঙ্গিনীটি নিলেন তার বদলে কি দেবেন বলুন, তা না হ'লে আমি দেব না।

মন্ত্রী। দেবী এ কথা বল্‌তে পারেন, কুমার! আপনি কি বলেন।

রাজা। কেমন হীরা! এখন তোমার ছোট বোনটিকে সন্তুষ্ট কর।

হীরা। দেব! যদি অনুমতি দেন তো কমলাকে সন্তুষ্ট করি। আপনার অনুমতির অপেক্ষা।

রাজা। বল, আমার কোন বাঁধা নাই।

হীরা। (কৃপারামের হস্ত ধরিয়া কমলার হস্তে দিয়া) এখন সন্তুষ্ট হ'য়েছ।

রাজা। বটে, সব নিজে নিজে ঘট্‌কালী হ'য়েছে তা জানিনে। মন্ত্রিবর একটা করলেন, হীরা একটা করলে, তবে আমি বুঝি ফাক যাব। (যমুনার হস্ত ধরিয়া নন্দের হস্তে দিয়া) কেমন নন্দ! এখন সন্তুষ্ট হ'য়েছ।

নন্দ। (হস্ত যোড় করিয়া) দেব! যদি অনুমতি হয় তো আমি ফাক যাই কেন, আমিও একটা সম্বন্ধ ক'রেছি। (মন্ত্রীর হস্ত লইয়া কোটালের হস্তে প্রদান।)

সকলে হাস্য। গীত।

রাগিণী পরজ। তাল ঝম্পতাল।

মানস পূর্ণ হ'ল আজু আমারি সখি,
পুলকিত আনন্দে মন রে সবারি।
শাস্তি পেলে পাপিগণ, পুণ্যপথগামি জন,
শোভে যথা কমল তপনে নেহারি।
জগমোহিত, মধু উদিত, বহে মন্দ সমীরণ,
অলিকুল গুঞ্জরিছে কুসুমে বিহারী।
নানা কুসুম ভরা, বসুধা বসন পরা,
প্রমোদিত এ ত্রিভুবন সুগন্ধে তাহারি॥

যবনিকা পতন।

অশুদ্ধি-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৯	আস্পাদ্দা	আস্পদ্দা
৬	১৫	কটে	বটে
১৯	২৬	নিরাশ্রয়ো	নিরাশ্রয়ে
২৪	১৩	,,	,,
,,	২৮	আজ	আয়
৩৪	৭	অগ্রাহ্য ক'রে	ক'রে
৩৫	১০	এস।	এস। (প্রস্থান)
৩৯	২০	যেয়ে	মেয়ে,
৪৩	১৬	হবে,	হবে না,
৪৬	৩	ত	তা
৬০	১১	ন ই	নাই
৭৮	১১	(ত্রস্ত সিদ্ধি ঘোটন, ঘোটনা লইয়া সিদ্ধি ঘোটা,)	(ত্রস্ত ঘোটনা লইয়া সিদ্ধি সিদ্ধি ঘোটন)
৮০	২১	ক'চ্ছিলি	ক'চ্ছিলি
৮১	১	গঙ্গারামের গৃহের প্রকোষ্ঠ	রামলালের বাটীর এক গৃহ
,,	৮	পলায়ন্তি	পলায়তি
৮৬	৬	রাজরাজিটা	রাজারাজীটা